পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 86 Tuesday, 25 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৮৬ সংখ্যা ❋ ১২ ফাল্গুন ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বেতন বৃদ্ধি থেকে শাস্তি মকুব
ডাক্তারদের বৈঠকে 'মমতা'র ছোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ সাসপেনশন উঠল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ কাণ্ডে সাসপেন্ড হওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের। সোমবার ধনধান্যে চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, ওই জুনিয়র চিকিৎসকদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডের জেরে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। রাজ্যের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ঘটনার দিন আরএমও এবং কল ডিউটিতে যে ডাক্তাররা ছিলেন তাঁরা ওটিতে দেখতে যাননি। জুনিয়র ডাক্তারদের নিয়ে অপারেশন করা হয়েছিল। অ্যানাস্থেসিয়া সিনিয়র ডাক্তারদের দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তবে সেটাও পিজিটিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়ায় গাফিলতি ছিল। এই ইস্যুতে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য ছিল, যাঁদের জন্য এই কাণ্ড হয়েছে, তাঁদের রাখা যাবে না। তাঁদের হাতে অন্য রোগীরও ক্ষতি হতে পারে। সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। কিন্তু সোমবার চিকিৎসক সম্মেলনে তিনি বলেন, ''গাফিলতি অবশ্যই ছিল। সেটা তদন্ত হচ্ছে। জুনিয়র ডাক্তারদের কয়েকজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তাদের রিপোর্টও পুলিশ পেয়েছে। এটাও ঠিক, তাঁরা এখনও পাকাপোক্ত হয়নি। তাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটাও ঠিক হয়নি একতরফা ভাবে। তাই তাঁদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি সাসপেনশন তুলে নিচ্ছি।'' মেদিনীপুর কাণ্ডের জেরে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ডক্টর দিলীপ কুমার পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর হিমাদ্রী নায়েক, ডক্টর মহম্মদ আলাউদ্দিন, ডক্টর জয়ন্ত কুমার রাউত (এমএসভিপি), ডক্টর পল্লবী ব্যানার্জী (সিনিয়র আরএমও), ডক্টর মৌমিতা মণ্ডল (পিজিটি) ডক্টর ভাগ্যশ্রী কুণ্ডু (পিজিটি), ডক্টর সুশান্ত মণ্ডল (ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি), ডক্টর পূজা সাহা (ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি), ডক্টর মনীশ কুমার (ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি), ডক্টর জাগৃতি ঘোষ (সেকেন্ড ইয়ার পিজিটি)-কে। এর পাশাপাশি বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন তিনি। ইন্টার্ন, হাউজস্টাফ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিদের ১০ হাজার টাকা বেতন বাড়ানো হচ্ছে। শুধু তাই নয় মমতা জানান, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বস্তরের সিনিয়র রেসিডেন্টদের বেতন ১৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ভিআইপি-র গাড়ি বলে আলাদা সুবিধা মিলবে না। যত বড় কর্তাব্যক্তি হন আর পাঁচজনের মতো সিগন্যালে দাঁড়াতে হবে মন্ত্রী-আমলা-সরকারী আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছেন পাশে বসে পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা, ডিজি রাজীব কুমার, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

চিকিৎসকদের এক কনভেনশনে সোমবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় কোনও ভিআইপির জন্য গাড়ি বন্ধ থাকবে না। নিজের উদাহারণ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''আমি কখনও পুলিশকে বলি না, আমার গাড়ি গেলে একটাও গাড়ি আটকাবে। আমি পছন্দ করি ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকতে।'' মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ সর্বজনবিদিত। শহরে জেলায় যেখানেই তিনি যান ভিড় জমে যায়। মুখ্যমন্ত্রী পছন্দ করেন সেই ভিড়ের পায়ে-পায়ে চলতে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের প্রতি নমস্কার জানান। বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয় যাওয়ার সময় আটকে দেওয়া হত রাস্তা। আমজনতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত যতক্ষণ না 'ভিআইপি' পাস করছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ যদি ট্র্যাফিক সিগনালে দাঁড়াতে পারে, আমিও পারব। আমি কোনও হরিদাস নই। আমি পছন্দ করি সাধারণ মানুষের মতো চলতে।'' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''কেউ কেউ ট্রাফিক সিগনালে অতি ব্যস্ততা দেখায়। আমার এটা ভাল লাগে না। আমি বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। একজন ভিআইপি যাবে বলে অন্য গাড়ি বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত নয়। মনে রাখবেন সবারই কাজ থাকে।'' তাঁর বক্তব্য, ''যদি সবাই সিগনাল মানে তাহলে গ্রিন করিডর করার প্রয়োজন পড়ে না।'' ডিজি রাজীব কুমার, পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''শুধু লক্ষ রাখবেন রাস্তার ক্রসিংগুলোয় যেন দুর্ঘটনা না ঘটে।'' এদিন প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারজন্য সমস্ত বিধায়ক-সাংসদদের তহবিলের টাকা দিতে অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''বিধায়ক-সাংসদদেরও সামাজিক কর্তব্যবোধ আছে। এটা একসময় আমিও করেছি। আজ যে ট্রাফিক স্ট্যান্ডে গান হয়, দক্ষিণ কলকাতার একাধিক সুদৃশ্য বাস স্ট্যান্ড, স্কুলের বাইরে অভিভাবকদের বসার জায়গা, শ্মশানের বাইরে সৌন্দর্যায়ন-এগুলো আমি এমপি ল্যাডের টাকা থেকে করেছিলাম। এখন সরকারী ভাবে হয়।''

'কুরুচিকর' মন্তব্য, রত্নার বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি চাইলেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ডিভোর্সের মামলা ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন তরজা। শাসক দলেরই দুই নেতা-নেত্রীর মধ্যে শুরু হয়েছে কাদা ছোড়াছুড়ি। কলকাতা হাইকোর্টের ভরা এজলাসে চলছে উঠে আসছে সে সব কথা। সংবাদমাধ্যমেও মুখ খুলছেন তৃণমূল বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়। এবার সেই রত্নার বিরুদ্ধেই মামলা করতে চাইলেন তৃণমূল সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, রত্না তাঁকে 'থ্রেট' দিচ্ছেন। প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় শোভনের পক্ষে মামলা লড়ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সপ্তাহে সেই মামলার শুনানিতেই রত্না ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন কল্যাণ। তিনি দাবি করেন, রত্না অকারণে মামলা দীর্ঘায়িত করছেন। তাঁর বাবা দুলাল দাস সম্পর্কেও মন্তব্য করেন সাংসদ। বলেন, ''আমি ওদের পরিবারের ইতিহাস-ভূগোল জানি।'' এরপর সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন রত্না। তিনি দাবি করেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা কথা বলছেন, তাঁর সত্যি কথা বলা উচিত। এরপর আজ সোমবার আদালতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। তিনি বলেন, ''বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে আমাকে থ্রেট দিচ্ছে রত্না।'' এমনকী তাঁর আইনজীবী মেয়েকেও ছাড়েননি রত্না! তাঁর নামেও কুৎসা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কল্যাণ বলেন, ''আমি হুমকিকে ভয় পাইনা। কিন্তু এটা কী আচরণ। আমি কোর্টের অফিসার, বর্ষিয়ান আইনজীবী। এটা হাইকোর্ট। আদালত আমাদের অভিভাবক। এভাবে কি অপরপক্ষে মামলা করলে কেউ আইনজীবীকে থ্রেট দিতে পারে? সবটাই কি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম? সব রেকর্ড আনা হোক।'' তাঁর আশঙ্কা, হাইকোর্ট ছাড়া অন্য জায়গায় হলে মার খেতে পারতেন তিনি। বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্য রত্নার আইনজীবীকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এদিন। আপাতত কিছুদিন পর আবেদন করার কথা বলেন। অন্যদিকে রত্নার আইনজীবীকে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, রত্না কী কী বলেছেন, সেই রেকর্ড আনতে।

শাসকদলের রাজ্য সম্মেলনে কী স্ট্র্যাটেজি? খোলসা করলেন না ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনে কী নিয়ে আলোচনা হবে? রাজ্যের শাসকদলের স্ট্র্যাটেজি কী? বৃহস্পতিবারের সেই রাজ্য সম্মেলন নিয়ে সোমবার তৃণমূল ভবনে প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন শাসকদলের নেতারা। তবে ওই বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না ফিরহাদ হাকিমরা। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলন হবে। শাসকদলের সেই সম্মেলনে প্রধান বক্তা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েই এদিন তৃণমূল ভবনে বৈঠক করেন শাসকদলের নেতারা। এদিনের বৈঠকের শেষে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, ওই সম্মেলনে কারা যোগ দেবেন, তাঁদের নাম-সহ তালিকা প্রকাশ করা হবে। তালিকায় থাকবেন ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি-চেয়ারম্যান, দলের জেলা সভাপতি, রাজ্য কমিটির সদস্য, রাজ্যের সব কাউন্সিলর, বিধায়ক এবং সাংসদরা। বৈঠক শেষে মুখ খুলতে চাইলেন না ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ''নেত্রী সমাবেশ ডাকতে বলেছেন। আমরা তাই বৈঠকে বসেছি। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে বলব না।'' ফিরহাদ মুখ না খুললেও রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, বৃহস্পতিবারের রাজ্য সম্মেলন থেকে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের সুর বেঁধে দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

বৃহস্পতিবার সব স্তরের তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের খবর, দলের বিধায়ক, সাংসদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, শাখা সংগঠনের প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তৃণমূলের এক বরিষ্ঠ নেতা বলেন, ''আগামীকালই এই বৈঠকের সমস্ত বিস্তারিত তথ্য, বক্তাদের নাম ও সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে সংবাদমাধ্যমকে।'' গত নভেম্বরে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে মমতা ঘোষণা করেছিলেন যে, দলের সমস্ত স্তরের নেতাদের নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের কারণে সেই বৈঠক কিছুটা পিছিয়ে যায়। অবশেষে ২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার এই গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। বৈঠকের মূল এজেন্ডা হল, রাজ্যের বাজেট বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচার কৌশল, সাংগঠনিক পরিবর্তন ও দলকে আরও শক্তিশালী করার ভাবনা, আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণ। এ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে রাজ্য সরকারের আগামী এক বছরের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। এবার সেই রূপরেখা বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দিতেই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। কীভাবে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌঁছনো হবে এবং কীভাবে প্রচার চালানো হবে, সে বিষয়েও নির্দেশ দিতে পারেন দলনেত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বেশ কিছু রদবদল ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন ও অধ্যাপক সংগঠনে বদল আনা হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, কিছু পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান পদেও পরিবর্তন আসতে পারে। দলের একাংশের মতে, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই সাংগঠনিক রদবদল সম্পন্ন করা হতে পারে। সেই সিদ্ধান্তই বৈঠকে গৃহীত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বৈঠক যে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিরই অন্যতম অংশ, সে বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে কোনও সন্দেহ নেই। এবার দেখার, দলনেত্রী কী বার্তা দেন এবং দলীয় নেতৃত্ব কীভাবে সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন।

সিবিআই প্রসঙ্গে ফের অসন্তোষ প্রকাশ আরজি কর নির্যাতিতার মা-বাবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ মেয়ের ধর্ষণ-খুন মামলায় সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অনেক আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা। এমনকী, দোষী সাব্যস্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারের যাবজ্জীবন সাজা হওয়ার পরও খুশি হতে পারেননি তাঁরা। তাঁদের মূল বক্তব্য, আসল একাধিক দোষী এখনও মুক্ত। সোমবার শিয়ালদহে আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ফের সিবিআই-ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নির্যাতিতার বাবা-মা। শিয়ালদহ আদালত কী বলল? নির্যাতিতার বাবা-মার বক্তব্য, ৭ মাসের বেশি সময় ধরে সিবিআই তদন্ত করলেও তাঁদের কিছুই জানাচ্ছে না! কলকাতা পুলিশ মাত্র কয়েকদিন তদন্ত করলেও তাঁরা একদিন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু সিবিআই সেভাবে করেইনি। তাঁদের এও অভিযোগ, বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন কোর্টরুমে ঢুকতেও দেওয়া হয়নি। নির্যাতিতার বাবা-

মার বক্তব্য শুনে আদালত তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছে, পুরোটাই আদালতের নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। তাই নিজেদের ব্রাত্য ভাবার প্রয়োজন নেই। সিবিআই রিপোর্ট নিয়ে শিয়ালদহ আদালতের বক্তব্য, প্রতিদিন রিপোর্ট সম্পর্কে জানানো সম্ভব নয়। আর এই ধরনের তদন্ত যেই করুক, কেউই সব তথ্য সবসময়ে জানাতে পারে না। তাই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। নির্যাতিতার বাবা-মার উদ্দেশে বিচারক বলেন, ''সিবিআই কোনও পদক্ষেপ নিল বা রিপোর্ট দিল, এমনটা আপনারা নাও জানতে পারেন। যদিও কোনও তথ্য পেতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন যে কোনও সময়ে।'' দিন কয়েক আগে, সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের সেই আবেদনের শুনানিতেই আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল সোমবারের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি কী, তার ভিত্তিতে রিপোর্ট দেওয়ার। সেই মতোই এদিন রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সিবিআই। সেই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা স্পষ্ট জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের সিম কার্ড তাঁরা এখনই ফেরত দেবে না। কারণ, মামলার তদন্তে ওই সিম কার্ড ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেটা এখনই ফেরত দেওয়া যাবে না। এছাড়া তাঁদের তরফে এও জানানো হয়েছে, খুব দ্রুত এই মামলার অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হবে।

অন্য রাজ্যে ডাক্তারদের মাইনের কাঠামো আরও বেশি, এটা আমাদের প্রাপ্য। অনিকেত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ গতকালই নির্দিষ্ট করে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট একাধিক কারণ দর্শিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, তারা 'চিকিৎসার আরেক নাম সেবা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে থাকবে না। সোমবার সেই সম্মেলন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন। পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত একপ্রকার মাস্টারস্ট্রোক। যদিও জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখতে চাইছে না। এ ব্যাপারে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো জানান, অন্যান্য রাজ্যের বেতন কাঠামো দেখলে বোঝা যাবে বাংলার বেতন কাঠামো খুবই কম। ফলে যা বাড়ানো হয়েছে তা একপ্রকার প্রাপ্যই ছিল। অনিকেত বলেন, ''প্রশ্নটা টাকা বৃদ্ধি নিয়ে নয়, মুখ্যমন্ত্রী যে অনুষ্ঠান করেছেন 'চিকিৎসার আরেক নাম সেবা'। আমরা বলেছিলাম স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। আমরা পরিকাঠামোর কথা বলেছিলাম, ওষুধের সমস্যার কথা বলেছিলাম, সিনিয়র চিকিৎসকদের ট্রান্সফারের পদ্ধতির কথা বলেছিলাম। এইসব পলিসি নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আজকের অনুষ্ঠানে শুনতে পেলাম না। কীভাবে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবায় উন্নতি আনা যেতে পারে, প্যারা মেডিক্যাল, নার্সিংয়ে নিয়োগ কী করে হবে, তাঁদের বেতন পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হল না। কেন ফ্লোর অ্যাডমিশন হবে, কেন পর্যাপ্ত বেড থাকবে না হাসপাতালে? কেন সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম ঠিক করে চালাতে পারছেন না, এমন অনেক প্রশ্ন তো আছেই।'' জুনিয়র চিকিৎসকের কথায়, ''স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে সমূলে দুর্নীতি উৎপাটন করতে হবে, আমরা সেই দাবি রেখেছিলাম। এসব নিয়ে যদি কিছু আজকের সম্মেলনে শুনতে পেতাম, খুশি হতাম।'' বস্তুত, এদিনের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এও জানান মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডে সাসপেন্ড হওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের সাসপেনশন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অনিকেত জানান, ''আমরা আগে থেকেই বলেছিলাম, এই সাসপেনশন অবৈধ ছিল। কিন্তু, প্রসূতি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, সেটা এখনও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে শুনতে পেলাম না।''

কটূক্তির কোনও অভিযোগ নেই, রেষারেষির কারণে এই ঘটনা! পানাগড়কাণ্ডে বলল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পানাগড়, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ পানাগড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় তরুণীর মৃত্যু নিয়ে কিছু কুৎসা রটছে। এটি কোনও ইভটিজিং-এর ঘটনা নয়, রেষারেষির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালো পুলিশ। ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় তরুণী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির চালক আগে সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, তাঁদের গাড়ি ধাওয়া করে কয়েকজন মদ্যপ যুবক। শুধু ধাওয়া করা নয়, 'ম্যাডাম'কে লক্ষ্য করে লাগাতার নোংরা অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি করা তো বটেই, দু'-দুবার গাড়িতে ধাক্কাও মারে তারা। মদ্যপ যুবকদের হাত থেকে বাঁচতে গাড়ি অন্য রাস্তায় নিয়ে যান তিনি। সেই সময়েই

গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা ঘটে। সুতন্দ্রর অন্য সহকর্মীরাও একই অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কার্যত ঠিক উল্টো দাবি করল। আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেছেন, মৃত তরুণীর গাড়ির সঙ্গে অন্য গাড়ির রেষারেষি হয়ে থাকতে পারে। সেই কারণেই এই ঘটনা। তবে কটূক্তি করা বা ইউটিজিং-এর কোনও অভিযোগ তাঁদের কাছে নেই। মৃতার সহকর্মীদের বয়ানের ভিত্তিতেই মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে স্পষ্ট দাবি, কটূক্তির কোনও অভিযোগ নেই। এই নিয়ে সমাজমাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে ভুল খবর, বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি করা করেছে পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ জানিয়েছে, দুটি গাড়ির মধ্যে ক্রেটা গাড়ি আগে ছিল। তরুণীর গাড়ি পিছনে। ওঁরা জাতীয় সড়ক দিয়ে যেতে পারত। সরু গলিতে ঢোকার মুখে দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এও বলেছে, অভিযোগকারীরা ইভটিজিংয়ের অভিযোগ করেননি। গাড়িতে যারা ছিলেন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তবে দুর্ঘটনার এলাকার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারা সুতন্দ্রাকে ধাওয়া করেছিল, তাদের আদৌ সে চিনত কিনা, তারা সুতন্দ্রাকে চিনত কিনা, সব বিষয়ে জানতে মরিয়া পুলিশ। কিন্তু প্রশ্ন, কোনও অপরাধ করে না থাকলে অভিযুক্ত যুবকরা পালানো কেন। পুলিশ বলছে, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ভয়ে পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে তারা। চন্দননগরের নাড়ুয়া রায়পাড়ায় থাকতেন সুতন্দ্রা। ৯ মাস আগে তাঁর বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা-ঠাকুমার সঙ্গে থাকতেন তিনি। এই ঘটনার খবর পেয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন তাঁরা। সংবাদমাধ্যমে সুতন্দ্রার মা জানিয়েছেন, মেয়ে তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল। স্বামীকে হারানোর পর সুতন্দ্রাই ছিল তাঁর কাছে সব। আজ সেই মেয়েও তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় জীবনটা শূন্য হয়ে গেল তাঁর। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবেন না, তাই ওই মত্ত যুবকদের কঠোরতম শাস্তি চাইছেন তিনি।

বাঁচার সম্ভাবনা 'খুব, খুব, খুব, খুব কম' তেলাঙ্গানায় টানেলে এখনও আটকে শ্রমিকরা

হায়দরাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ তেলাঙ্গানায় সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের পরে ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। এখনও ভিতরে আটকে রয়েছেন আটজন শ্রমিক। উদ্ধারকারী দল আটকে পড়া শ্রমিকদের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও তাঁদের উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। সুড়ঙ্গে কাদা এবং জল থাকায় উদ্ধার কাজে সমস্যা হচ্ছে। যদিও রাজ্যের একজন মন্ত্রী আশঙ্কা করেছেন যে আটকে থাকা শ্রমিকদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। এই অবস্থায় উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে উত্তরাখণ্ডে ২০২৩ সালের সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে অভিযানে যুক্ত থাকা দলের ছয় সদস্য। তারইমধ্যে তেলাঙ্গানার মন্ত্রী জে কৃষ্ণা রাও বলেছেন, আটকে থাকা শ্রমিকদের জীবিতা থাকার সম্ভাবনা 'খুব, খুব, খুব, খুব কম।' শনিবার সকালে নাগরকুর্নুলের শ্রীশৈলম বাঁধের বাম তীর বরাবর ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি ১২ থেকে ১৩ কিমি ভিতরে আচমকা ধসে পড়ে। সেই ভিতরে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। তাতে বেশিরভাগ শ্রমিক পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও আটজন আটকে পড়েন। তারপরেই শুরু হয়

উদ্ধারকাজ। সেনাবাহিনী, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্যের বিভিন্ন উদ্ধারকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই উদ্ধার অভিযানে যোগ দিয়েছে। নৌ বাহিনীও যোগ দিয়েছে উদ্ধারকাজে। এবার সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে উদ্ধার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সদস্যরাও যোগ দিয়েছেন। ফলে দ্রুত আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলের ১০০ মিটারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তবে জল এবং কাদা থাকায় উদ্ধার অভিযানে সমস্যা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে অনেক উঁচুতে কাদা জমে আছে, যার ফলে হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। উদ্ধারকারীরা চলাচলের জন্য রবার টিউব এবং কাঠ ব্যবহার করছেন। শ্রমিকদের নাম ধরেও ডেকেছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। তবে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য আরও সরঞ্জাম প্রয়োজন বলে মনে করছেন উদ্ধারকারীরা। এদিকে, তেলাঙ্গানায় এই বিপর্যয়ের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডিকে ফোন করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। রবিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে জানানো হয়েছে, যে তিনি ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন। তিনি সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে জল নিষ্কাশন এবং অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধারকারী দল কাদার স্তূপ সরিয়ে ঘটনাস্থলের কাছে যাওয়ার জন্য বিকল্প পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

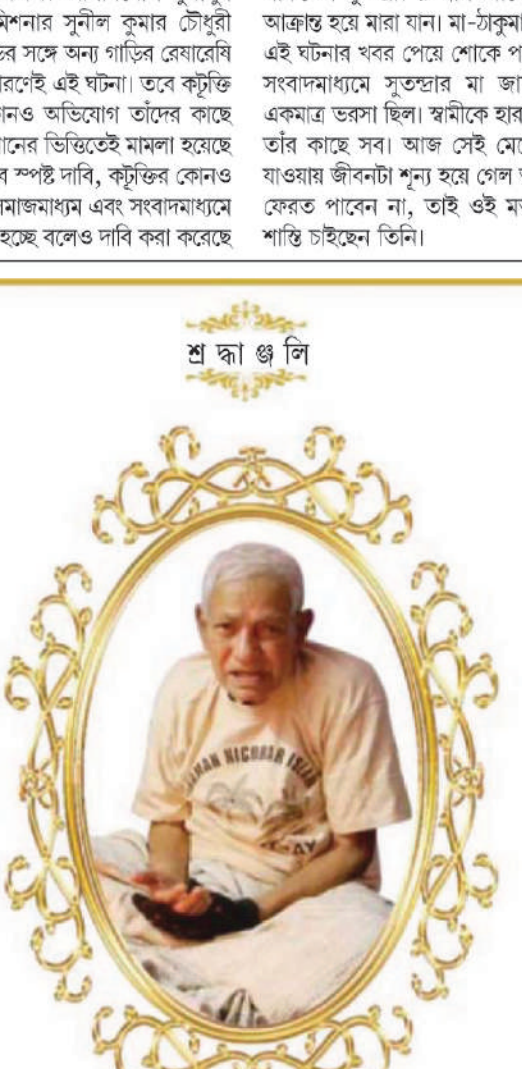

জন্মঃ ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬ ঁঅশোক চন্দ্র নস্কর প্রয়াণঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

নয় বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবু তুমি আছো
সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও মননে। তোমার শেখানো জীবনবোধ রাখুক
আমাদের আত্মস্থ এবং হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়।

যেখানেই থাকো তুমি ভালো থেকো
-তোমার পরিবারবর্গ ও 'দুরন্ত বার্তা'র কর্মীবৃন্দ

MUDRAN

ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিলেন পঙ্কজা মুন্ডে, যোগী সরকারের ব্যবস্থাপনায় খুশি

প্রয়াগরাজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভ মেলায় যোগ দিলেন মহারাষ্ট্রের পরিবেশমন্ত্রী পঙ্কজা গোপীনাথ মুন্ডে। সোমবার ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার পর পঙ্কজা মুন্ডে বলেছেন, আমি এখানে পবিত্র স্নান করতে এসেছি। একজন পরিবেশ মন্ত্রী হওয়ার কারণে আমি এখানে অধ্যয়ন করতে এসেছি যে, ২০২৭ সালে ত্রম্বকেশ্বরে (নাসিক জেলা) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কুম্ভকে সামনে রেখে, উত্তর প্রদেশ সরকার এত বড় সমাবেশের জন্য এখানে কীভাবে ব্যবস্থাপনা করেছে। আমি যোগীজি এবং তাঁর সমগ্র টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কুম্ভমেলা এখন শেষ লগ্নে। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

ইউপি বোর্ডের পরীক্ষা শুরু, ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী গুলাব দেবী

লখনউ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শুরু হয়ে গেল উত্তর প্রদেশ বোর্ডের পরীক্ষা। উত্তর প্রদেশ মধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ সোমবার থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা শুরু করেছে। শুধুমাত্র প্রয়াগরাজে এদিন পরীক্ষা হচ্ছে না। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪,৩৭,২৩৩ জন শিক্ষার্থী। মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৮,১৪০টি।উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী গুলাব দেবী এদিন সকালে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা দেখতে লখনউয়ের সরকারি জুবিলি গার্লস ইন্টার কলেজ পরিদর্শন করেছেন। মন্ত্রী বলেছেন, আমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উসাহিত করেছি, কারণ তাঁরা সাধারণত একটু নার্ভাস থাকে এবং পরীক্ষায় আরও ভাল পারফর্ম করার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছি। আমরা একটি কন্ট্রোল রুম তৈরি করেছি, আমরা যথাযথ ব্যবস্থা করেছি।

গত ১০ বছর ধরে জলের সমস্যা দিল্লির মানুষের কাছে ছিল দু ঃস্বপ্নের মতো ঃআশিষ সুদ

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির পূর্বতন আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মন্ত্রী আশিষ সুদ। রেখা গুপ্তা সরকারের কী কী অগ্রাধিকার তা সোমবার তুলে ধরলেন মন্ত্রী আশিষ সুদ। একইসঙ্গে আম আদমি পার্টি (এএপি)-কে কটাক্ষ করে আশিষ বলেছেন, গত ১০ বছর ধরে জলের সমস্যা দিল্লির মানুষের কাছে ছিল দু ঃস্বপ্নের মতো।সোমবার মন্ত্রী আশিষ সুদ বলেছেন, ২৭ বছর পর ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হবে, দিল্লির জনগণকে বিশুদ্ধ জল, ভালো পয় ঃ নিস্কাশন, ভালো রাস্তা, বিশুদ্ধ বাতাস প্রদান করা। গত ১০ বছর ধরে, জলের সমস্যা দিল্লির মানুষের কাছে দু ঃস্বপ্নের মতো ছিল।

ভোপালে গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের উদ্বোধন, ১৮টি নীতি উন্মোচন প্রধানমন্ত্রীর

ভোপাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি শিল্প, স্টার্টআপ ও আরও অনেক বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকারের ১৮টি নীতি উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার ভোপালে গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার এমন সুযোগ এসেছে, যখন গোটা বিশ্ব ভারতকে নিয়ে এতটা আশাবাদী। সাধারণ মানুষ হোক, অর্থনৈতিক নীতি বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন দেশ অথবা প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকেরই ভারতের কাছে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গত কয়েক সপ্তাহে যে মন্তব্যগুলি এসেছে তা ভারতের প্রতিটি বিনিয়োগকারীর উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। মাত্র কয়েকদিন আগে, বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছিল, আগামী বছরগুলিতে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতি থাকবে। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)-এর একজন প্রতিনিধি বলেছেন, বিশ্বের ভবিষ্যত ভারতে। কয়েকদিন আগে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সংস্থা ভারতকে সৌরশক্তির পরাশক্তি বলে অভিহিত করেছে। এই সংস্থাটি আরও বলেছে, যখন অনেক দেশ কেবল কথা বলে, ভারত ফলাফল দেখায়। অন্যদিকে গত দুই দশকে অনেক পরিবর্তন দেখেছে মধ্যপ্রদেশ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভোপালে গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জনসংখ্যার দিক থেকে মধ্যপ্রদেশ ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম রাজ্য। মধ্যপ্রদেশ কৃষির দিক থেকে শীর্ষ রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে। খনিজ পদার্থের দিক থেকে শীর্ষ ৫ রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশও রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ মা নর্মদার দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। মধ্যপ্রদেশের প্রতিটি সম্ভাবনা রয়েছে যা এই রাজ্যটিকে জিডিপির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শীর্ষ ৫ রাজ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। গত দুই দশকে মধ্যপ্রদেশ অনেক পরিবর্তন দেখেছে। বিদ্যুৎ ও জেলার সমস্যা ছিল এবং আইনশৃঙ্খলা আরও খারাপ ছিল। এমতাবস্থায় শিল্প বিকাশ কঠিন ছিল। কিন্তু বিগত ২০ বছরে জনগণের সহায়তায়, বিজেপি সরকার রাজ্য শাসনের দিকে মনোনিবেশ করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ, যেখানে খারাপ রাস্তার কারণে বাস সঠিকভাবে চলতে পারত না, এখন ভারতের বৈদ্যুতিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান রাজ্য মধ্যপ্রদেশ। জানয়ারি ২০২৫ নাগাদ মধ্যপ্রদেশে প্রায় ২ লক্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছিল। দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের একটি বড় অংশ, যা দেশের দু'টি বড় শহরকে সংযুক্ত করে, মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ একদিকে মধ্যপ্রদেশ মুম্বই বন্দরের সঙ্গে সংযোগ পাচ্ছে, অন্যদিকে উত্তর ভারতের বাজারগুলিকেও সংযুক্ত করছে। এখন মধ্যপ্রদেশে ৫ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তার নেটওয়ার্ক রয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা যদি বিমান যোগাযোগের কথা বলি, এখানে গোয়ালিয়র এবং জববলপুর বিমানবন্দরের টার্মিনালগুলিও প্রসারিত করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বড় রেল নেটওয়ার্কও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশে রেল নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ভোপালের রানি কমলাপতি রেল স্টেশনের ছবি এখন সবাইকে মোহিত করে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় মধ্যপ্রদেশের ৮০টি রেলওয়ে স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।অন্যদিকে টেক্সটাইল, পর্যটন ও প্রযুক্তি ভারতের উন্নযনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভোপালে গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারতের উন্নয়নে তিনটি সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে- টেক্সটাইল, পর্যটন এবং প্রযুক্তি। এসব ক্ষেত্রে কোটি কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আমরা যদি বস্ত্রের দিকে তাকাই, ভারত হল দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলা উপাদনকারী দেশ। ভারতে টেক্সটাইল সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে, এতে দক্ষতার পাশাপাশি উদ্যোক্তাও রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ একভাবে ভারতের তুলার রাজধানী। ভারতের জৈব তুলা সরবরাহের প্রায় ২৫ শতাংশ মধ্যপ্রদেশ থেকে আসে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সম্প্রতি ৪৫ হাজার কোটি টাকার কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্প শুরু হয়েছে। এতে ১০ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমির উপাদনশীলতা বাড়বে। এটি মধ্যপ্রদেশে জল ব্যবস্থাপনায .নতুন শক্তি যোগাবে। এই ধরনের সুবিধা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি এবং টেক্সটাইল ক্ষেত্রে একটি বিশাল সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। মধ্যপ্রদেশে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠনের পর উন্নয়নের গতিও দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের উন্নয়নে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, নির্বাচনের সময় আমি বলেছিলাম, আমার তৃতীয় মেয়াদে আমরা তিনগুণ দ্রুত গতিতে কাজ করব। ২০২৫ সালের প্রথম ৫০ দিনে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। এই মাসে আমাদের বাজেট এসেছে। এই বাজেটে আমরা ভারতের প্রবৃদ্ধিকে উজ্জীবিত করেছি। প্রধানমন্ত্রী কথায়, এই বাজেটে মধ্যবিত্তের ক্ষমতাযনে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করেছি এবং ট্যাক্স স্ল্যাব পুনর্গঠন করেছি। বাজেটে স্থানীয় সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা উৎপাদনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারি।

স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী, বেছে নিলেন ১০ জনকে

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃস্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ল।ইয়ে সামনের সারিতে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী বেছে নিলেন ১০ জনকে। এই ১০ জনের মধ্যে রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ, মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা প্রমুখ।সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, গত রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে উল্লেখ মতোই, আমি স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করতে এবং খাবারে ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমানোর বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে কিছু ব্যক্তিদের মনোনীত করতে চাই। আমি তাঁদের প্রতি ১০ জনকে মনোনয়ন করার জন্য অনুরোধ করছি, যাতে আমাদের আন্দোলন আরও বড় হয়!প্রধানমন্ত্রী মনোনীত এই ১০ জন হলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ, মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা নিরাহুয়া হিন্দুস্তানী, মনু ভাকের, মীরাবাঈ চানু, মোহন লাল, নন্দন নিলেকানি, অভিনেতা আর মাধবন, সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল ও সুধা মূর্তি।

বাণিজ্য ও শিল্পপতিদের সঙ্গে মতবিনিময়, কলকাতায় আসছেন নির্মলা সীতারমণ

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ কলকাতা সফরে আসছেন। উপলক্ষ্য কেন্দ্রীয়. বাজেট - ২০২৫ নিয়ে মত বিনিময় সভা। এই সফরে তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী উপস্থিত থাকছেন। বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ও শিল্পপতিদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় যোগদানের সরকারি কর্মসূচি রয়েছে। সেই নিয়ে প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমেই। কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে আজ অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেলে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন শুরু, চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শুরু হয়ে গেল নবগঠিত দিল্লি বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। তিন দিনব্যাপী এই অধিবেশন চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। নতুন সরকার গঠনের পর সোমবার থেকে শুরু হয়েছে দিল্লি বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে অরবিন্দর সিং লাভলি প্রোটেম স্পিকার হিসাবে শপথ নেন। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা।অধিবেশন শুরু হলে, প্রথমেই বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, এরপর শপথ নেন দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র, পঙ্কজ কুমার সিং। এছাড়াও দিল্লির বিধানসভার সদস্য হিসাবে শপথ নিয়েছেন পরভেশ সাহিব সিং, আশিষ সুদ, মনজিন্দর সিং সিরসা এবং রবিন্দর ইন্দ্রজ সিং।

২৬ ফেব্রুয়ারি শেষ শাহী স্নান, মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান ৬২-কোটির বেশি ভক্তের

প্রয়াগরাজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, মহা শিবরাত্রিতে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে শেষ শাহী স্নান। মহাকুম্ভ মেলা শেষ হতে চলল। ইতিমধ্যেই ৬২-কোটির বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন। এখনও লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে, আস্থার ডুব দিতে। সোমবারও ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কুম্ভমেলা এখন শেষ লগ্নে। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১২ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৫ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ০৮ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ০৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ০৯ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ০৬ ফাল্গুন, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

অকাল বর্ষণে জলমগ্ন মানকরের আইসিডিএস সেন্টার, বিপাকে পড়ুয়ারা

দুর্গাপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অকাল বর্ষণের ফলে নিকাশির বেহাল দশা ফের সামনে এল। জমা জল উপচে মানকরের ৬৯ নম্বর আইসিডিএস সেন্টার কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রান্নাঘরেও ঢুকে পড়েছে নোংরা জল, তবু তার মধ্যেই কোনও রকমে রান্না করে পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে মিড-ডে মিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের খিচুড়ি নিতে দেখা যায়। ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি, রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে তারা।মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরি সংলগ্ন ৬৯ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারটি ১৯৯৬ সালে নির্মিত হয়। বর্তমানে এখানে ২৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে আশপাশের জমি ভরাট করা হলেও আইসিডিএস সেন্টারটি নীচু অবস্থায় থেকে যায়, যার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে যায়। তার উপর, সেন্টারের ঠিক লাগোয়া একটি ড্রেন থাকায় বর্ষা হলেই নোংরা জল উপচে ভিতরে ঢুকে পড়ে। বৃহস্পতিবার অকাল বর্ষণ হয়, যার ফলে এই সেন্টারে এক হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়।অভিযোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যেও সেখানে চলে মিড-ডে মিল রান্নার কাজ। রান্নাঘরে জল ঢুকে পড়ায় উঁচু পাটাতনের উপর উনুন বসিয়ে কোনও রকমে খাবার তৈরি করা হয়। সেন্টারের শিক্ষিকা সুলেখা সাহা জানান,বৃষ্টি হলেই সমস্যা চরমে ওঠে। উঁচু উনুন করে রান্না করা হলেও, নোংরা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। বাধ্য হয়ে ড্রামের উপর চালের বস্তা রাখা হয়েছে, যাতে খাবার নষ্ট না হয়। আমরা পঞ্চায়েত ও ব্লক সিডিপিওকে বিষয়টি জানিয়েছি।ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি। দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন,রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নও তলানিতে এসে ঠেকেছে। এনআরইজিএ প্রকল্পে কংক্রিটের রাস্তা ও ড্রেন তৈরি হলেও সেগুলি নিয়মিত পরিস্কার হয় না। পঞ্চায়েতের সদিচ্ছার অভাব এবং চরম উদাসীনতার কারণেই এমন নোংরা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র সরকার অর্থ বরাদ্দ করলেও, রাজ্য সরকার সেই টাকা উৎসব-মেলার পেছনে খরচ করছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আমরা আন্দোলনে নামব। এই বিষয়ে গলসী-১ বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল জানান,বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোষাগারে টাকার ঘাটতি নেই, রয়েছে ইচ্ছের অভাবঃঅতিশী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লি সরকারের সমালোচনায় ফের সরব হলেন দিল্লির বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা। সোমবার অতিশী বলেছেন, দিল্লির জনগণ আমাদের বিরোধী দলের দাযিত্ব দিয়েছে এবং আমরা বিধানসভায় জনগণের আওয়াজ তুলব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি দিল্লির জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রত্যেক মহিলাকে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার প্রকল্প পাস করা হবে, কিন্তু এখনও তা হয়নি।অতিশী আরও বলেছেন, ৮ মার্চের মধ্যে প্রথম কিস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই ইস্যুটি বিধানসভায় উত্থাপন করব। আমি বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের আগেও এটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, বিজেপি সরকার নিজস্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য অবশ্যই কিছু অজুহাত তৈরি করবে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন দিল্লির বাজেট ছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু তারপরও অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভালোভাবেই সরকার পরিচালনা করেছেন, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে জল, ভাল স্কুল, ভাল হাসপাতাল, বিনামূল্যে বাস ভ্রমণ, বিনামূল্যে তীর্থযাত্রা। তাঁরা বলছেন, কোষাগার খালি, আসলে অর্থের অভাব নেই, ইচ্ছের অভাব রয়েছে।

অপপ্রচার রুখতে ডাক্তারদেরই এক হওয়ার ডাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ'চিকিৎসা ব্যবস্থায় যা কিছু সমস্যা যা কিছু অপপ্রচার, তা রুখতে ডাক্তারদেরই এক হতে হবে, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিযামে আয়োজিত 'চিকিৎসার আরেক নাম সেবা' শীর্ষক সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে সোমবার এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার এবং চিকিসকদের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা ছিলেন বলেই আজ এত ভাল সব কিছু হয়েছে। আমি আগে যেতাম পিজি, শম্ভুনাথ, মেডিক্যাল কলেজ-- এইসব সরকারি হাসপাতালে।তিনি বলেন, সব জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট গেট ছিল। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বেরোনোর উপায় নেই। আমরা তখনই গেটগুলো আগে বড় করি, হাসপাতাল রং করি, নাইট শেল্টারের ব্যবস্থা করি। আগে দেখতে ভাল হওয়া দরকার, তার পরে গুণ বিচার করা হবে।'সেই সঙ্গে মমতা মনে করিয়ে দেন. 'বামফ্রন্ট আমলে চিকিৎসার অবহেলা হতো। একজন রাজ্যমন্ত্রীকে দিয়ে চালানো হতো স্বাস্থ্য দফতর। তাই টিমটিম করে চলত সব কিছু। আমি একটাই কারণে নিজের কাছে রেখেছিলাম স্বাস্থ্য দফতর, কারণ আমার মনে হয়েছিল, এই দফতরের কাজ একজন রাজ্যমন্ত্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয় কখনওই। কারণ এই বিষয়টা সামগ্রিক ভাবে নজর রাখতে হয়, দেখতে হয়।'সেই সঙ্গে তাঁর উদ্বেগ, 'আজকাল জাল ওষুধও বেরিয়ে গেছে। মানুষের লোভ এত বেড়ে গেছে, একটা ভাল কাজকে খারাপ করে দিতে এক সেকেন্ড লাগে।'

প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে এগোচ্ছে ভারতঃরাজনাথ সিং

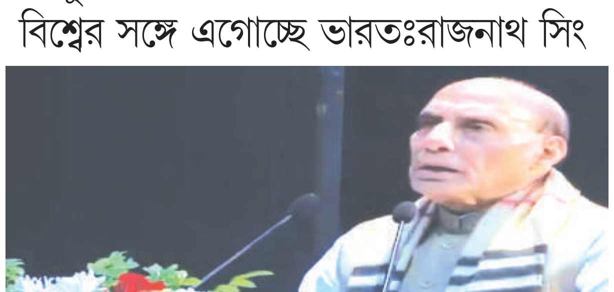

মান্ডি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। সোমবার এই মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আইআইটি মান্ডির ১৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারত সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি এবং ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের মতো উদ্যোগের দিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ই-কমার্স এবং ফিনটেক-এর মতো শব্দগুলি বেশ কয়েক বছর আগেও শোনা যায়নি এবং এখন সেই সব বাস্তবতা এবং ভারত এই ক্ষেত্রেও প্রতিদিন নতুন রেকর্ড স্থাপন করছে। রাজনাথ সিং বলেছেন, এখন সমগ্র বিশ্ব প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব ও অবদানকে স্বীকার করছে। ভারতীয় প্রযুক্তিগত সেক্টর আগামী ৫ বছরে ৩০০-৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্যে আইজীবীদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বার কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকের পর আইজীবীরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করায় সোমবার বিভিন্ন আদালতের কাজ মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই হয়।এর ঠিক আগে এক বৈঠকে আইনজীবীদের দাবিতে ইতিবাচক আশ্বাস দেয় বার কাউন্সিল। অ্যাডভোকেট আইনের সংশোধনীর খসড়ায় আইন জীবীদের, কাউন্সিল গুলোর যুক্তি বিবেচনায় আনা হবে। এমন আশ্বাস মেলার পরই সোমবার রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতির প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।অধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট-সহ সারা রাজ্যের আদালতের আইনজীবীরা। যার নিট ফল, কর্মবিরতি। কিন্তু সেই কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়া হয়।

দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মসাউধি-নৌবতপুর সড়কের ওপর নূর বাজারে ট্রাক ও অটোর সংঘর্ষে ৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে অত্যন্ত দু ঃখজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরার শক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন।উল্লেখ্য,পাটনায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। এছা।ও কমবেশি আহত হয়েছেন ৫ জন। রবিবার রাতে পাটনার নূরা ব্রিজে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো-রিক্সায় ধাক্কা মারে। রবিবার রাতে পাটনা শহর থেকে প্রায় .৩৫ কিলোমিটার দূরে মসাউধি-নৌবতপুর সড়কের ওপর নূর বাজারে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।রাত তখন ৯.৩০ মিনিট হবে, একটি ট্রাক ধাক্কা মারে অটো-

ভারত সরকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেঃঅনুরাগ সিং ঠাকুর

জম্মু, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃভারত সরকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। সোমবার জম্মুতে এক সাংবাদিক বৈঠকে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা বাজেট ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়তে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। সরকার নিজস্ব সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, সরকার গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে সফল হয়েছে। সরকার চার কোটি বাড়ি তৈরি করেছে এবং ৬০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বাজেটে মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দেওয়া হয়েছে। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও কর নেই।

সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়তে চলেছে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সেঞ্চুরি রেকর্ড গড়তে চলেছে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি।এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির উদ্বোধনী মঞ্চেই সেঞ্চুরি করেছেন নিউজিল্যান্ডের উইল ইয়ং এবং টম লাথাম। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই সেঞ্চুরির দেখা মিলেছে। রবিবার পর্যন্ত ৫টি ম্যাচ হয়েছে। এই ৫টি ম্যাচ থেকে ৮টি সেঞ্চুরি হয়েছে। আর তাতেই একটি কীর্তি গড়ে ফেলেছে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আইসিসি আয়োজিত কোনও ওয়ানডে টুর্নামেন্টে প্রথম ৫টি ম্যাচে এতো সেঞ্চুরি আগে কখনও হয়নি।এর আগে আইসিসি আয়োজিত কোনও ওয়ানডে টুর্নামেণ্টের প্রথম ৪ ম্যাচে সেঞ্চুরি ছিল ৫টি। ২০০৩ ও ২০১৯ বিশ্বকাপে প্রথম ৪ ম্যাচে ৫টি সেঞ্চুরি হয়েছিল। আর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এর আগে প্রথম ৪ ম্যাচে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ছিল ৪টি, ২০১৭ সালে।চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এক আসরে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির সংখ্যা ১০টি। ২০০২ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি প্রথমবার ১০টি সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছিল। আর দ্বিতীয়টি ২০১৭ সালে। তবে এবার সেই রেকর্ডটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ।ওয়ানডে'তে এক টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডটা হয়েছে ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে। সবশেষ এই বিশ্বকাপে ৪৮ ম্যাচের মধ্যে সেঞ্চুরি হয়েছিল ৪০টি। এর আগে ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল ৩৮টি।এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেছেন শনিবার ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট। লাহোরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬৫ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। আর এটিই এখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। আর রান তাড়া করতে নেমে ডাকেটের সেঞ্চুরি ম্লান করে দিয়েছেন অজিদের জশ ইংলিশ। তিনি খেলেছেন অপরাজিত ১২০ রানের ইনিংস। ৭৭ বলে তিনি অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁয়েছেন ইংলিশ। এর আগে ২০০২ সালে কলম্বোয় ৭৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন বীরেন্দর শেহবাগ।

উত্তর ভারতে ধেয়ে আসছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, ২৬-২৮ তারিখ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর ভারতে ধেয়ে আসছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, এর প্রভাবে ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। সোমবার আইএমডি-র বিজ্ঞানী ডঃ সোমা সেন রায় বলেছেন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর ভারত অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসছে। এর ফলে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বা।বে। ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ওই অঞ্চলের জন্য ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে। এর মধ্যে, আমরা ২৭ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টিপাত বাড়বে বলে আশা করছি। যখন বৃষ্টিপাত বাড়বে, আমরা জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের জন্য একটি 'কমলা' সতর্কতা জারি করব।ডঃ সোমা সেন রায় আরও বলেছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কার্যকলাপ বাড়বে। আমরা আগামী দুই দিনের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির আশা করছি।

আবহাওয়া

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবার শুষ্ক থাকবে কয়েকটি জেলা। তেমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের তরফে।জানা গেছে, এদিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ও নদিয়ায়। তবে এদিন শুষ্ক থাকার সম্ভবনা হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। শুক্রবার কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যাথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি এবং ১৯ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।এদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও মালদার একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শুষ্ক থাকার সম্ভবনা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর বৃদ্ধি হতে পারে। জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৬মিনিট

সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন

দলের নেতাদের গ্রামে গিয়ে কাজ করার বার্তা দিলেন নেতৃত্ব

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনে দলের নেতাদের গ্রামে গিয়ে কাজ করার বার্তা দিলেন প্রকাশ কারাট। ডানকুনিতে রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, গ্রামে গিয়ে কাজ করুন। গরিব মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রকাশ কারাট বলেন, গ্রামে না গেলে সংগঠন কিছুতেই মজবুত করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী না হলে দেশেও বাম আন্দোলন শক্তিশালী হবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে আন্দোলন করুন। যেভাবে আরজি করের আন্দোলন হয়েছে, তার প্রশংসা করলেও কেন আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাচ্ছে না, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তোলেন পলিটব্যুরো কো-অর্ডিনেটর প্রকাশ। তবে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি এবং তৃণমূল উভয়ের বিরুদ্ধে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করা ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা খোলা নেই। পার্টির মধ্যে, যুবদের অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও বাধাই মানা হবে না। দলে প্রচুর নতুন ছাত্র, যুবরা এলেও কেন তাঁদের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যাচ্ছে না তা নিয়েও উদ্বেগ ধরা পড়েছে সেলিমের ভাষণে। মেরুকরণের রাজনীতি কিভাবে ভেঙে দল শক্তিশালী করা যায়, তার উপরেও জোর দেন সেলিম। প্রথম দিনের সম্মেলনে ৯ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। শাখা স্তরের দুর্বলতা, নেতা হওয়ার প্রবণতা, আন্দোলনের ধারাবাহিকতা না থাকা সমস্ত প্রসঙ্গই উঠে এসেছে প্রতিনিধিদের আলোচনায়। হুগলির এক প্রতিনিধি প্রশ্ন তোলেন, মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও আমরা আদৌ সেই পথে হাঁটছি তো? নাকি সংসদীয় রাজনীতির আবর্তে পার্টি ক্রমশ আটকে যাচ্ছে? নির্বাচন আসন্ন সমঝোতা নিয়েও তাঁদের বক্তৃতায় প্রশ্ন তোলেন দু'জন প্রতিনিধি। আইএসএফকে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সম্মেলনে। প্রসঙ্গত, সিপিএমের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইএসএফ নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বললেও দলের কেউ কেউ অবশ্য এই নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। সিপিআইএম-র ২৭ তম রাজ্য সম্মেলন শুরু হুগলির ডানকুনিতে। রাজ্য নেতৃত্বের অনেকটাই বদলে যাচ্ছে তরুণ সমাজের উপর। রাজ্য সম্মেলনের আগে কী বলছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য? মীনাক্ষীর কথায়, ' লুট করতে গোটা ব্যবস্থাটিকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েতে ভোট থেকে শুরু হয়েছিল। ২০১৮-র পর পুরসভা ভোটেও দেখা গিয়েছে সেই চিত্র।' তাঁর দাবি, 'আমাদের সময় বিডিও-কে বদলি হতে হয়নি বা শাস্তির মুখে পড়তে হয়নি। ব্যালট চিবিয়ে খেতে দেখা যায়নি।' মীনাক্ষী বলেন, ' তারিখ রাত থেকে মা-বোনেরা রাস্তায় নেমে জানিয়ে দিয়েছে তোমরা অপদার্থ।' মূলত শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান-এর কথা তুলে ধরেই মানুষের সমর্থন ফিরিয়ে আনা যাবে বলে মনে করছেন বাম নেত্রী। তিনি বলেন, ' কাজ না হয়, কলকারখানা না হয়, আমাদের নিরাপত্তা না হয়, স্বাস্থ্য না হয়, চাষ না হয়, তা হলে আমরা প্রত্যেকেই খুব বিপদে পড়ব। গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে এটাই বলতে চাইব।' অন্যদিকে, সৃজনের বক্তব্য, 'সরকার ভোটে জেতার জন্য জনমোহিনী কাজে টাকা খরচ করছে প্রচুর। কিন্তু সেই টাকা ফেরত আসার মতো কিছু করছে না। ফলে রাজ্য ক্রমশ দেউলিয়া হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। শিল্পায়নের কথা আবার নতুন করে বলতে হবে। এই সম্মেলন থেকেও আমরা ভবিষ্যতের কাজ তৈরির চেষ্টা, কর্মসংস্থানের চেষ্টা, স্থায়ী কাজ তৈরি করার কথা বলব।

নববারাকপুরে রাস্তা আলোকিতকরন ও প্রান্তিক সরণী নবরুপে উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ নববারাকপুর শহর জুড়ে চলছে সার্বিক উন্নয়নের জোয়ার। রবিবাসরীয় সকালে পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া স্টেশন রোড থেকে বিদ্যাসাগর পল্লী পর্যন্ত রাস্তায় আলোকিতকরন, রাস্তার অভিমুখ সুদৃশ্য গেট এবং প্রান্তিক সরণী নবরুপে দুটি কংক্রিট ঢালাই রাস্তার নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। ছিলেন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক, ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক সহ তৃণমূল কংগ্রেস এর নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা। পুরপ্রধান বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে উন্নয়নই আমাদের একমাত্র কাজ। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে শহরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি অভিভূত আনন্দিত গর্বিত উন্নয়নের কাজে পুরপ্রধান সহ পুর প্রতিনিধি কে ডেকে সংবর্ধিত করছে। সারা নিউ বারাকপুরে এই প্রথম মৃন্ময়ী মহিলারা উন্নয়নের কাজে পুরপ্রধান কে ডেকে সংবর্ধিত করছে। এটা আমাদের বাড়তি পাওনা। উন্নয়নের কাজে সর্বস্তরের মহিলারা আরো বেশি করে এগিয়ে আসুন সহযোগিতা করুন পাশে দাঁড়িয়ে ভরসা রাখুন। আগামী দিনে এলাকায় আরো অনেক বেশি উন্নয়ন হবে। মা মাটি সরকারের নেতৃত্বে সেটা করে যাবার চেষ্টা করছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়ার্ডের এলাকারবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল বেশ ভালো ।

বালিতে প্রিন্টিং কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, হতাহতের খবর নেই

দুরন্ত বার্তা, বালি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বালিতে প্রিন্টিং কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, হতাহতের খবর নেই। রবিবার সকালে ওই আগুন লাগে বালির শিল্পশ্রী মোড়ে। প্রিন্টিং কারখানার আগুনে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা মেশিনপত্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দোতলা এবং তিনতলায় প্রচুর জিনিসপত্র মজুত করা থাকলেও দমকলের যুদ্ধকালীন তপরতায় আগুন সেভাবে ছড়ায়নি। দমকলের মোট পাঁচটি ইঞ্জিন দু'ঘন্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে। বালি ফায়ার স্টেশনের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক বলেন, বালির শিল্পশ্রী মোড়ে ইটন কমপ্লেক্সের প্রিন্টিং কারখানায় এদিন আগুন লাগে। এটি একটি প্লাস্টিক, প্রিন্টিং অ্যান্ড ল্যামিনেশন ইউনিট। কারখানার গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১,৮০০ স্কোয়ার ফুট এলাকা জুড়ে আগুন লাগে। সেখানে প্রিন্টিং মেটেরিয়ালস, প্রিন্টিং মেশিন, ইথাইল সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র মজুত ছিল। সেকেন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোরে প্রচুর জিনিসপত্র মজুত ছিল। তবে দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন সেভাবে ছড়ায়নি। আগুন ছনিয়ে পনলে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আরও বিধ্বংসী আকার নিতে পারত। এদিন আগুন লাগার খবর পেয়ে হাওড়া, বালি, ডানকুনি ও বরাহনগর থেকে পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দু'ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে ওই কারখানায় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল। ফলে আগুন খুব দ্রুত আয়ত্বে আনা গেছে।

হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার প্রায় আড়াই কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আরপিএফের তল্লাশিতে হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার প্রায় আড়াই কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা, যারমধ্যে রয়েছে আমেরিকান ডলার, সৌদি কারেন্সি, সিঙ্গাপুরি ডলার। আরপিএফ এবং ক্রাইম ইনটেলিজেন্স উইংসের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ওই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ১ ব্যক্তিকে। আরপিএফ সুত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম হেমন্ত কুমার পান্ডে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ইউএস ডলার, ৫২ হাজার ৫০০ সৌদি রিয়াল এবং ৬০০ সিঙ্গাপুর ডলার। গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে আরপিএফের কাছে খবর আসে অভিযুক্ত গোরক্ষপুর থেকে অবৈধ বিদেশী মুদ্রা নিয়ে কলকাতায় আসছে। সেইমতো আরপিএফ নজরদারি শুরু করে। জানতে পারা যায় পাটনা- হাওড়া ডাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে কলকাতায় আসছেন ওই ব্যক্তি। সেইমতো রবিবার ওই ট্রেন হাওড়ায় এলে দেখা যায় এক ব্যক্তি এই গরমের মধ্যেও জ্যাকেট পরে রয়েছেন। তাঁকে দেখেই সন্দেহ হয় আরপিএফের। ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। জেরায় তিনি স্বীকার করেন বিদেশি মুদ্রা তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি ওই বিদেশি মুদ্রার কোনও বৈধ নথি তিনি দেখাতে পারেননি। এরপর তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ওই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। ভারতীয় টাকার অঙ্কে এর মূল্য প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯০০ টাকা। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, এই বিদেশি মুদ্রা তিনি এনেছেন গোরক্ষপুরের এক বৈদেশিক মুদ্রা অপারেটরের কাছ থেকে। তাঁকে বলা হয়েছিল কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের এক ব্যক্তিকে তা দেওয়ার জন্য। ধৃতকে কাস্টমস দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাওড়ায় দুর্ঘটনার কবলে দু'টি বাস, আহত কমপক্ষে ২৫ জন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ যাত্রীবাহী বাসের পিছনে ধাক্কা মারল অন্য একটি বাস। সেই দুর্ঘটনার জেরে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৫ জন যাত্রী। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের হাওড়ার কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরে। জখম বাসযাত্রীদের উলুবেড়িয়া শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ নন্দীগ্রাম থেকে বারাসতের দিকে যাওয়ার সময়ে যাত্রী তুলতে একটি বাস আচমকাই শ্রীরামপুরে জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই বাসের পিছনে ধাক্কা মারে দিঘা-হাওড়া রুটের একটি বাস। পুলিশ সূত্রে খবর, দিঘা-হাওড়া রুটের বাসটির গতি বেশি থাকায় সেটি নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা নন্দীগ্রাম-বারাসত রুটের বাসটিতে ধাক্কা মারে। দু'টি বাসে মোট ১৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে আহত হয়েছেন ২৫ জন যাত্রী। পলাতক দুই বাসের চালক। পুলিশ খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বাস দু'টিকে আটক করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার ফলে জাতীয় সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার পাঁচ

দুরন্ত বার্তা, মিনাখা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাইশ তারিখ রাতে মিনাখা থানার কুমারজোল এলাকায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় । মৃতার নাম-চাঁদনী খাতুন , মৃতার শ্বশুর বাড়ি-কুমারজোল, বাপের বাড়ি উড়িষ্যায় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর ওই গৃহবধুর বাপের বাড়ির তরফ থেকে মিনাখা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয় শ্বশুরবাড়ির পাঁচ জনের বিরুদ্ধে । স্বামী সোহেল চৌধুরী সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের মিনাখা থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃতার পরিবার। অভিযোগের বারো ঘণ্টার মধ্যে পলাতক পাঁচ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো মিনাখা থানার পুলিশ। সোমবার তাদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুক নিয়ে দাপাদাপিতে চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুক নিয়ে দাপাদাপির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে, গ্রেফতার এক,উদ্ধার বন্দুক। নিকাশি ড্রেন কাটা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা। আর এই ঝামেলার পরেই প্রকাশ্যে বন্দুক বার করে প্রাণে মারার হুমকি। আর এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। রবিবার সকাল ৯ টা নাগাদ বারুইপুর মল্লিকপুর সুভাষ গ্রামের পাঁচঘড়াতে মিন্টু ঘড়ামির বাড়ির পাশে একটি নিকাশি ড্রেন তৈরির কাজ চলছিল। তখনই তাঁর প্রতিবেশী বশির ঘরামি এসে ড্রেনের কাজে বাঁধা দেয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আয়ুব গাজী এসে সেই সমস্যা মিটমাট করে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বসির ঢালীর জামাই প্রকাশ্যে একটি বড় বন্দুক নিয়ে মন্টু ঘরামির উপর চড়াও হয়। তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। আর এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে গেলে বশির ঘরামির জামাই খোকন সেই বন্দুক নিয়ে বসির ঘরামির বাড়িতে লুকিয়ে পড়ে। এলাকাবাসীরা বসির ঘরামির বাড়ি ঘিরে ফেলে। বারুইপুর থানার পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। বারুইপুর থানার পুলিশ বসির ঘরামির বাড়ি থেকে তাঁর জামাই খোকন ও একটি বড় বেআইনি বন্দুক উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে বন্দুক নিয়ে প্রাণে মারার হুমকির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে মন্টু ঘরামির পরিবারের লোকজন। যদিও প্রাক্তন সেনা কর্মী আতিয়ার রহমান মোল্লার পরিবারের দাবি আত্মরক্ষার জন্যই প্রাক্তন সেনা কর্মী বন্দুক নিয়ে এসেছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে বন্দুক নিয়ে দাপাদাপির ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মল্লিকপুর জুড়ে।

ভূতুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনে এবার পথে নামলো পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে কাণ্ডের পরে এবার নড়েচড়ে বসলো দঃ২৪ পরগনা

জেলা প্রশাসন।এবার ভোটার তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি নতুন করে স্কুটিনি শুরু করেছেন চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিতালি গাইন মণ্ডল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বারুইপুরের চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায় ১৮ হাজার ২০০ জন ভোটারের নাম ছিল। আচমকাই তা বেড়ে হয়েছে ২২ হাজার ৪০০ জন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।এদিন চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ালি ৪১ নম্বর বুথ ও চম্পাহাটি ২৬ নম্বর বুথের তালিকা নিয়ে রাস্তায় নামে প্রশাসন। যাঁদের নাম তালিকায় যুক্ত হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই এলাকার বাসিন্দা নয় বলে জানান স্থানীয়রাই। অধিকাংশের বাড়ি মালদহ, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়িতে। কীভাবে অন্য জেলার বাসিন্দাদের নাম তালিকায় উঠলো তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। বিরোধীদের দাবি, তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে এই ঘটনা ঘটেছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপি নিয়ন্ত্রিত। তাই তারাই তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়েছে। ঘটনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলে বলেন,আমার কাছে খবর রয়েছে, স্থানীয়রা বলার পরও বহু এলাকায় বিএলওরা ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তির নাম রেখে দিয়েছেন। অনেকে বহুদিন এলাকা থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তাঁদেরও নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। সতর্ক করেছিলেন প্রশাসনিক কর্তাদেরও। এরপরই শনিবার ভোটার তালিকায় ভুয়ো বা ' ব্যাপার ঠেকাতে জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এরপরই চম্পাহাটি পঞ্চায়েতের ২৬ নম্বর বুথের সদস্য উপপ্রধান মিতালি গাইন বাড়ি গিয়ে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম খোঁজার চেষ্টা করছেন। ৪১ নম্বর বুথে গত লোকসভা ভোটে ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৫৩ জন। এবার তা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়ে ১৩৫৭ হয়েছে। পাশাপাশি ২৬ নম্বর বুথে ও একই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির জেলা অফিস সূত্রে জানা গেল, যারা শাসকদল তাঁদের হাতেই সবকিছু। তারাই এইভাবে ভোট সংখ্যা বাড়িয়েছে। বিজেপির উপরে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দোষ থাকার চেষ্টা করছে।

মগরাহাট এলাকার মাঠ থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার পুরনো শত্রুতার জেরে খুন হলো এক ব্যক্তি। বিশ্বেশ্বরপুর এলাকায়। নিহত ব্যক্তি সাহাজদ্দিন মল্লিক মগরাহাট থানার ধনপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের

মগরাহাট থানার বিশ্বেশ্বরপুর এলাকার মাঠ থেকে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ। পুরনো শত্রুতার জেরে খুন বলে জানা গেল। আর এই ঘটনায. চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মগরাহাট থানার বিশ্বেশ্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় পুরনো জিনিসপত্রের ব্যবসা করতেন। জানা যায়, রবিবার রাতে বাড়ি থেকে বের হন সাহাজদ্দিন মল্লিক। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেননি। সোমবার দুপুরে এলাকার এক বাসিন্দা মাঠে চাষের কাজ করতে গেলে দেখতে পান, মাঠের জলের মধ্যে ভেসে রয়েছেএকটি দেহ। শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকার বাসিন্দারা ভিড় জমান। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, স্থানীয় এক যুবক সাহারুল মোল্লার সাথে ব্যবসায়িক কারনে প্রায় সময় ঝামেলা হতো,সেই কারনে সাহাজদ্দিন কে পরিকল্পনা করে খুন করেছে সাহারুল মোল্লা। তবে এই ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত সাহারুল মোল্লা।আর এই ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

ভারতীয় রেলপথ 'নেট জিরো' কার্বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

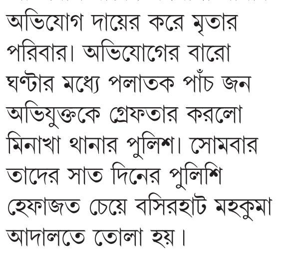

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোপালে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫-এ বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময়, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিদ্যুতায়ন এবং বিকল্প জ্বালানি উৎসের ব্যবহার সম্পর্কিত ভারতীয় রেলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী মন্ত্রী বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় রেলপথের জন্য 'নেট জিরো' কার্বন নির্গমন অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। এটি অর্জনের জন্য, ভারতীয় রেলপথ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে ১০০ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করবে। পরবর্তী লক্ষ্য হল নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে যতটা সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করা। এই ক্ষেত্রে, রেলওয়ে ইতিমধ্যে ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাথে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ১৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি (পিপিএ) এই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা বায়ু এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি কিনতেও আগ্রহী। রেলমন্ত্রী এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যের কাছে আবেদন করেছেন, ভারতীয় রেলওয়েতে যতটা সম্ভব নবায়নযোগ্য, বায়ু, জল বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে রেল মন্ত্রণালয় এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার যে মডেলের অধীনে কাজ করছে তা পারস্পরিক সমঝোতার উপর ভিত্তি করে। এই মডেলের অধীনে, মধ্যপ্রদেশের বিদ্যুৎ উপাদনকারী এবং রেলওয়ে একটি পিপিএ (বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি) স্বাক্ষর করে। এই মডেলটি দেশের অন্যান্য রাজ্যেও প্রতিলিপি করা যেতে পারে। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের রেল উন্নয়নের জন্য ১৪,৭৪৫ কোটি টাকার ঐতিহাসিক বাজেট বরাদ্দ করেছেন। এটি রাজ্যের জন্য সর্বকালের বৃহত্তম বাজেট বরাদ্দ। ২০১৪ সালের আগে, মধ্যপ্রদেশে বার্ষিক প্রায় ২৯ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপন করা হত। এখন, প্রতি বছর ২৩০ কিলোমিটার ট্র্যাক স্থাপন করা হচ্ছে, যার অর্থ কাজের গতি ৭.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তহবিল ২৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাড়ি ফিরলেন সঙ্গীতা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসায় ২৫ লাখ বিল হয়েছিল। গলব্লাডারে অস্ত্রোপচার করে জীবন বিপন্ন হয়েছিল শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মি সঙ্গীতা রাউতের। গয়না বন্দক দিয়ে এগারো লাখ মেটাতে পারলেও বাকি টাকা জোগার করতে পারেননি। ফলে রোগীকে বাড়ি নিয়ে পারছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে আবেদন করেছিলেন সঙ্গীতার ছেলে অনিকেত। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাড়ি ফিরলেন চুঁচুড়ার সাহাগঞ্জের বাসিন্দা সঙ্গীতা। তার গলব্লাডারে পাথর ধরা পড়ে গত বছর অক্টোবর মাসে। স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে পরীক্ষা করান। অস্ত্রোপচার করাতে হবে জানান ওই চিকিৎসক। এরপর চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকের কাছে রোগীকে নিয়ে যায় তার পরিবার। চিকিৎসক তাকে চুঁচুড়ার একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে ল্যাপারোস্কপি করেন গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪। পাথর বেরিয়ে গেলে ১ লা জানুয়ারী ছুটি দিয়ে দেন। বাড়ি গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়।এরপর আবার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রোগীর পরিবার। চিকিৎসক তাদের জানান,অস্ত্রপচারের পর এরকম হতে পারে। সেলাই কাটার পর ঠিক হয়ে যাবে। আরও কয়েকদিন পর রোগির পেট ফুলতে থাকে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। চুঁচুড়া হাসাপাতালে দশ দিন ভর্তি থাকার পর ছুটি দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে আবার সমস্যা আবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া। চিকিৎসক আবার নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বলেন। নার্সিংহোম জানিয়ে দেয় তাদের সেই পরিকাঠামো নেই। তাই আবারও চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে যখন কিছুই হচ্ছে না রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। হাসপাতাল তাকে কলকাতা রেফার করে। আনন্দপুরে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানে আইসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা চলতে থাকে। নিজেদের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের গয়না বন্দক দিয়ে টাকা জোগাড় করেন। কিন্তু তাতেও চিকিৎসার খরচ ওঠেনি।অবশেষে দিশেহারা হয়ে গিয়ে সঙ্গীতার ছেলে ও স্বামী মুখ্যমন্ত্রী,এবং হুগলি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দিয়ে তাদের অবস্থার কথা জানান। আর তাতেই কাজ হয়। অবশেষে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছায়।নবান্ন থেকে হাসপাতালকে নির্দেশ দেওয়া হয় সঙ্গীতা রাউত এর ডিসচার্জের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশেষে নবান্নের তরফে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে কলকাতার হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়ার বাড়িতে ফেরানো হয় সঙ্গীতাকে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সঙ্গীতা ও তার পরিবার। তারা ভাবতেই পারেননি এত কম সময়ে সারা পাবেন।

কলকাতায় ফের আগুন! শরৎ বসু রোডে ডেকোরেটার্স দোকানে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড! রবিবার মধ্যরাতে দেশপ্রিয় পার্ক এলাকায়, শিশুমঙ্গল হাসপাতালের কাছেই একটি ডেকোরেটার্স দোকানে আগুন লাগে। সেটি আসলে ডেকোরেটার্স-এর গুদামঘর, রবিবার মধ্যরাতে সেখানেই আগুন লাগে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। সোমবার ভোরের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। হতাহতের খবর নেই। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শিশুমঙ্গল হাসপাতালের কাছে শরৎ বসু রোডে একটি ডেকোরেটার্স-এর গুদামঘরে আগুন লাগে। দমকলের ১২টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার জায়গায় এক ঘন্টা পর দমকল পৌঁছয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন।

স্বামীহারা হয়েছেন আগেই, মেয়েকে হারিয়ে বাক্যহারা চন্দননগরের বধূ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাত্র ৯ মাস আগে স্বামীকে হারিয়েছিলেন তিনি। আর এখন চলে গেল মেয়েও। সোমবার পানাগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় যাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেই সুতন্দ্রার মা এখন কার্যত দিশেহারা। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবেন না, তাই দোষীদের কড়া শাস্তি ছাড়া আর কিছু চাইছেন না তিনি। গাড়ি নিয়ে গয়া যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। কাঁকসার পানাগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি নিয়ে সুতন্দ্রার গাড়ি ধাওয়া করে কয়েকজন মত্ত যুবক। শুধু ধাওয়া করা নয়, তরুণীকে লক্ষ্য করে লাগাতার নোংরা অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি করা তো বটেই, দু'-দুবার সুতন্দ্রার গাড়িতে ধাক্কাও মারে তারা। মত্ত যুবকদের হাত থেকে বাঁচতে তাঁর গাড়ি অন্য রাস্তায় নিয়ে যান চালক। তবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তা উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুতন্দ্রার। চন্দননগরের নাড়ুয়া রায়পাড়ায় মা-ঠাকুমার সঙ্গে থাকতেন থাকতেন তিনি। ৯ মাস আগে তাঁর বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই ঘটনার খবর পেয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন বাড়ির লোকেরা। সংবাদমাধ্যমে সুতন্দ্রার মা জানিয়েছেন, মেয়ে তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল। স্বামীকে হারানোর পর সুতন্দ্রাই ছিল তাঁর কাছে সব। আজ সেই মেয়েও তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় জীবনটা শূন্য হয়ে গেল তাঁর। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবেন না, তাই ওই মত্ত যুবকদের কঠোরতম শাস্তি চাইছেন তিনি। বুদবুদের কাছে একটি পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরিয়েছিলেন সুতন্দ্রারা। সেখান থেকেই ওই মত্ত যুবকদের গাড়ি তাঁদের ধাওয়া করতে থাকে। গাড়ির চালক সহ আরও তিনজন দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেও, প্রাণ চলে যায় সুতন্দ্রার। যারা বেঁচে গেছেন তাঁদের দাবি, বেশ কয়েক কিলোমিটার তাঁদের ধাওয়া করা হয়েছিল। কিন্তু টানা রাস্তায় কোনও পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত দেখতে পাননি তাঁরা। চন্দননগরের নাড়ুয়া রায়পাড়ায় থাকতেন সুতন্দ্রা। ৯ মাস আগে তাঁর বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা-ঠাকুমার সঙ্গে থাকতেন তিনি। এই ঘটনার খবর পেয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন তাঁরা। জাতীয় সড়কে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠে গেছে। বুদবুদের কাছে একটি পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরিয়েছিলেন সুতন্দ্রারা। সেখান থেকেই ওই মত্ত যুবকদের গাড়ি তাঁদের ধাওয়া করতে থাকে। গাড়ির চালক সহ আরও তিনজন দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেও, প্রাণ চলে গেছে সুতন্দ্রার। যারা বেঁচে গেছেন তাঁদের দাবি, বেশ কয়েক কিলোমিটার তাঁদের ধাওয়া করা হয়েছিল। কিন্তু টানা রাস্তায় কোনও পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত দেখতে পাননি তাঁরা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এখন পর্যন্ত ১০.৩৯ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড় এবং ৫৮০০০ এরও বেশি আইওএস ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন।সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। এই অ্যাপটি মেট্রো যাত্রীদের যেকোনো সময় যেকোনো জায়গা থেকে তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে সক্ষম করেছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে এবং ২২.০৩.২০২৪ তারিখে আইওএস প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছিল।২৩.০২.২০২৫ পর্যন্ত, ১০.৩৯ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৫৮০০০ এরও বেশি আইওএস ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যান মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সহায়তা করছেন এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়েছেন।গত মাসে, মেট্রো রেলওয়ে মাসে ৩০ এরও বেশি ডিজিটাল লেনদেন অতিক্রম করে একটি মাইলফলক স্থাপন করেছে। যাত্রীদের ডিজিটাল লেনদেন গ্রহণ করার জন্য এবং মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর আগে অনলাইনে টিকিট কেনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনের কারণে ভিড় এড়াতে। উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে, এই অ্যাপের সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বৈশিষ্ট্য চালু করা হয়েছে যাতে তারা নতুন পরিষেবা চালু, বিশেষ পরিষেবা, পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার মতো মেট্রো পরিষেবা সম্পর্কে নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি পেতে পারেন।

রেলওয়ে এনডিএলএস থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত ৫টি অসংরক্ষিত ট্রেন পরিচালনা করেছে

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার সন্ধ্যার সময়, রেলওয়ে সপ্তাহান্তে ভিড়ের ঊর্ধ্বগতি মেটাতে নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত ৫টি অসংরক্ষিত ট্রেন পরিচালনা করেছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সিআরবি এবং এনআর, এনসিআর এবং এনইআর-এর জিএমদের ভিড় এবং টিকিট বিক্রি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। রিয়েল টাইম মনিটরিংয়ের উপর ভিত্তি করে, উত্তর রেলওয়ে বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে। একইভাবে এনসিআর এবং এনইআর প্রয়াগরাজ, ঝুসি এবং নৈনি থেকে বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে। সর্বোচ্চ স্তরে টিকিট বিক্রি এবং ভিড়ের উপর ধারাবাহিক নজরদারি করা হচ্ছে। শনিবার, সন্ধ্যার সময়, প্রয়াগরাজের টিকিট বিক্রি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ছিল।১৮.০০ টা থেকে ১৯.০০ টা পর্যন্ত, প্রয়াগরাজের জন্য ২৩৭৫ টি টিকিট বিক্রি হয়েছিল। চাহিদা বিবেচনা করে, প্রয়াগের জন্য অসংরক্ষিত ট্রেনগুলি প্রতি ঘন্টায় পরিচালিত হয়েছিল।ট্রেন নম্বর ০৪৭০ ১৯০০ টায় ছেড়েছে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ২৯৫০টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। ট্রেন নম্বর ০৪০৭৪ রাত ২০.০০ টায় ছেড়েছে।২০.০০ টা থেকে ২১.০০ টা পর্যন্ত, ৩৪২৯ টি টিকিট বিক্রি হয়েছে, ট্রেন ০৪০৮০ ২০.৫৮ টায় ছেড়েছে। রাত ৯.০০ টা থেকে দুপুর ২.২০০ টা পর্যন্ত, ২৬৬২ টি টিকিট বিক্রি হয়েছে, ০৪০৮২ টি টিকিট রাত ৯.৫৮ টায় ছেড়েছে। রাত ১২.০০ টা থেকে রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত ১৬৮৯ টি টিকিট বিক্রি হয়েছে, ট্রেন ০৪০৮৪ রাত ১২.১৫ টায় ছেড়েছে। মহাকুম্ভ ২০২৫ সালের মহাকুম্ভে প্রয়াগে ভ্রমণকারী বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর সাড়ায় ট্রেন পরিষেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুবিধাঃ ভারতীয় রেলওয়ে মহাকুম্ভে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক ভ্রমণের বিকল্প প্রদানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হিঙ্গলগঞ্জে আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুখালি মাঝের পাড়া এলাকার ঘটনা। রাতের অন্ধকারে মাঝের পাড়া এলাকার সঞ্জয় আড়ির বাড়িতে আগুন লেগে যায়। রান্নাঘর,বাস্তুঘর,কাঠের ঘর সহ পরপর তিনটে ঘরে আগুন লেগে যায়। ঘটনার সময় বাড়ির কোন সদস্যই বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে আসে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। কিসের থেকে এই আগুন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩১

ভারত চিন সিদ্ধান্ত

সম্পাদকীয়

রাশিয়া এখন ইউক্রেন দখল নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্স একসঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে রাশিয়ার আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সামরিক ক্ষতি হচ্ছে। রাশিয়া নিজেকে বাঁচাতে একন পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করার হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে। কিনুতু রাশিয়া পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করলে কিন্তু ইউরোপের অন্য দেশগুলি একেবারে ছেড়ে দেবে না। তারাও পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করবে বলেই রশিয়া কিছুই করতে পারছে না। রাশিয়া চেড়ে সে দেসের তরুণরা পালাতে শুরু করে দিয়েছে। পুতিনের যুদ্ধ শুরু করেছে। সেই কারণে পুতিনকে সব দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। পুতিন একন বারত চিনের অবস্থাকে দেখভাল করতে সময় পাচ্ছে না। ভারত এবং চিন যেভাবে ঘরোয়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে অবস্থান গত ফারাক বহু রয়েছে। কারোর বক্তব্যের সঙ্গে মিল নেই একেবারে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সীমান্ত থেকে পুরোপুরি সেনা সরানোর প্রয়োজন রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে সেটা করা একেবারে অসম্ভব। চিনা সেনারা এক ইঞ্চি সেনা সরাতে রাজি নেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে আলোচনার পর ধীরে ধীরে সীমান্ত থেকে সেনা সরানোর কাজ শুরু হবে। এদিকে ভারতীয় সেনা সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ভারতীয় সেনা সীমান্ত থেকে কতখানি সেনা সরাবে তা নির্ভর করছে চিন সেনারা কতখানি সীমান্ত থেকে সেনা সরাতে শুরু করবে। ভারতীয় সেনারা কথামতো সেনা সরানোর কাজ শুরু করলো কিন্তু চিন সেনারা আগের মতো ভারতের অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করলো না সেটা করলে চলবে না। দুই তরফ থেকে সেনা সরানোর কাজ শুরু করতে হবে। চিন সেনা সরাতে শুরু করলে ভারত তাদের সেনা সরানোর কাজ শুরু করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সেখ ানে কোন রেখার ওপরে নির্ভর করে সেনা সরানোর কাজ শুরু করা হবে তা কিন্তু স্পষ্ট করে বলা নেই। ফলে কতখানি সেনা করানোর কাজ হবে তাও এখন বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শীতের আগে আগে যে অবস্থায় উভয় সেনারা ছিল সেখানেই ফিরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা তৈরি করতে দুই দেশের মধ্যে আরও আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে লাদাখ সীমান্ত এলাকাকে স্থায়ী সীমান্ত রেখা তৈরি করতে ভারত মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যেহেতু লাদাখ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সেই কারণে এখন লাদাখের একটি নির্দিষ্টি সীমান্ত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সেখানে নিয়োগ করার ব্যাপারটা চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় সেনারাও লাদাখ সীমান্ত এলাকা দেখভাল করবে বলে জানা যায়। চিন বৈঠক করার সময়ে সীমান্ত এলাকাগুলো বৃদ্ধি করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দেওয়ার কথা ভাবে। চিন বরাবরই আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা চিনের সহজাত ব্যবহার। যেখানে চিন সেনারা উপস্থিত থাকে তারা তখনই চেষ্টা করে সীমান্ত এলাকা বৃদ্ধি করতে। অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে ভূটান এমনকী চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে দার্জিলিংয়ে তরাই অঞ্চল তাদের। ফলে সংঘাত চিনই সৃষ্টি করছে। ভারত নয় সেটা স্পষ্ট কর বলে দেওয়ার সময় এসেছে। তবে বর্তমান মোদি সরকার চেষ্টা করছে সীমান্ত রেখা বা অঞ্চলকে একটি চিরস্থায়ী রূপ দিতে যা নিয়ে পরবর্তীকালে আর কোনও বিরোধ থাকবে না। চিন সব সময়ে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ার দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করে থাকে। তারা যেসব অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে সেখানেই শক্তিশালী শিবির তৈরি করেছে। বায়ু সেনা থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পর্যন্ত যাতে নামতে পারে তার ব্যবস্থা করে। এমনকী কামান নিয়ে এসে সেখানে প্রতিপক্ষের দেশের দিকে তাক করিয়ে বসানোর কাজও সেরে ফেলে চিন যা আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী কাজ বলে পরিচিত। ফলে চিনকে অতি সহজেই সীমান্ত ত্যাগ করানো সম্ভব হয় না। দশবার বললে একবার কাজ করানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে সীমান্ত সংঘাত লেগেই থাকে। গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত হওয়ার পর চিন সেনাদের সঙ্গে কম্যান্ডার পর্যায়ে আলোচনার পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা থেকে শুরু করে সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই আলোচনায় চিনা সেনা কর্তারা তাদের সেনা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও একবার চিন সরানোর কাজে হাত দেয়নি। এখনও পর্যন্ত চিন সেনারা গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় অঞ্চল দখল করে রয়েছে। সীমান্তে শান্তি ফেরাতে চিন একাধিকবার ইতিবাচক কথা বলেছিল। কিন্তু চিন ইতিবাচক কথা বললেও সীমান্ত থেকে তারা একচুলও সেনা সরাই নি। উপরন্তু তারা সেখান বিমান ঘাঁটি থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা পর্যন্ত তৈরি করতে শুরু করে। চিনের আগ্রাসী নীতির ফলেই আজকে যে সীমান্তে সংকট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে হংকংকে দমন করতে চিন একটি নতুন আইন তৈরি করেছে। সরকারের বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রতিবাদ মিছিল করা চলবে না। নাগরিকদের এইভাবে কথা বলার অধিকারকে কেড়ে নেওয়াকে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কথা উঠেছে। সেই কারণে ব্রিটেন হংকংবাসীদের নাগরিক অধিকার দেওয়া শুরু করেছে। হংকংবাসীদের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চিন সরকার বলেছে বেআইনী বলে ঘো,ণা করে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে হংকংবাসীদের মানবাধিকার রক্ষা করতে ব্রিটেন বাধ্য। বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষা করার অধিকার ব্রিটেনের রয়েছে তার কারণ হচ্ছে হংকং এক সময়ে তাদের অধিকারে ছিল। চিনের আর্মি লিবারেশন ফোর্স ভারত চিন সীমান্তে যুদ্ধ বিমান নামার জন্য বন্দর তৈরি করছে। ভারত সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে চিন গোটা বিশ্বের নজরটা একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত। গালওয়ান উপত্যকায় চিন সেনারা ভারতের বেশ কয়েকটি এলাকা দখল করে নেওয়াতে শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। ভারত চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে চিনা সেনারা যেভাবে গায়ের জোরে এলাকা দখল করার লড়াই শুরু করে দিয়েছে তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছে মস্কোতে। সেখানে সংহাই কোআপরেশন অর্গানাইজেশন (এসসি) বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

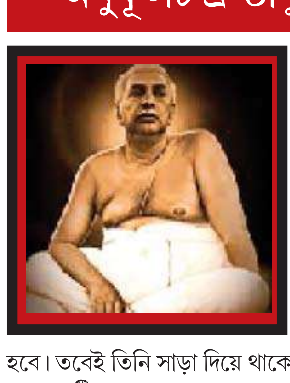

পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খ ুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

সমাজ সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের অবদান অনবদ্য

নবজাগরণের পুরোধা এবং বাঙালি হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ধর্ম সংস্কারক

কৌশিক দাশ

বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা এবং বাঙালি হিন্দুসমাজের এক বিশিষ্ট ধর্ম সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন একজন বাঙালি ব্রাহ্মণ, নেতা এবং সুবক্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসিত ভারতে, দেশীয় জাতীয় চেতনা ও ঐক্যের অন্যতম উন্মেষক ও মুখপাত্র হিসাবেও তিনি সর্বজন পরিচিত এবং সম্মানিত। সাত বছর বয়সে তৎকালীন হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। মেধা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে তিনি অন্য সবায়ের থেকে আলাদা ছিলেন। শান্ত,ধীর ও সংযত স্বভাবে জন্য তার তেজস্বী রূপ সেসময় সুপ্ত ছিল। হিন্দু কলেজে তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুপত্তি অর্জন করেন।১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ সালে কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয় কলকাতার কলুটোলা র এক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব পরিবারে। পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন ছিলেন তৎকালীন ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে’র প্রথম ভারতীয় সেক্রেটারি। কেশব চন্দ্র সেন ছিলেন (রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র), প্যারীমোহন সেনের পুত্র। কেশবচন্দ্রের মা সারদাসু ন্দরী দেবী ছিলেন এক পরম রূপবতী ও মহীয়সী রমণী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল নদীয়ার গড়িফা গ্রামে। ১৮৪৮ সালে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সেই কেশবচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়। অতএব বালক অবস্থায় কেশবচন্দ্রের চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ছিল বালক কেশবচন্দ্রের মধ্যে । তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত হয় বাড়িতে, এক ব্রাহ্মণ গুরুমশাইয়ের কাছে। কেশবচন্দ্রের যখন সাত বছর বয়স তখন তিনি ভর্তি হন তৎকালীন হিন্দু স্কুলে। অপরিসীম মেধা ও বুদ্ধিমত্তা তাঁকে করেছিল অন্য সব বালকের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন মূলত শান্ত,ধীর ও সংযত স্বভাবের মানুষ তবে তাঁর মধ্যে এক সুপ্ত অনমনীয় তেজস্বী রূপ ছিল যার বিস্তার লাভ করেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে । হিন্দু কলেজে পড়াকালীন তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে কিছুদিনের জন্য তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে ও অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি শ্রমজীবীদের সন্তানদের জন্য একটি সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ১৮৫৮ অবধি চালু ছিল। ১৮৫৫ সালে তিনি Goodwill Fraternity র (একত্ববাদী ধর্মসভা) সেক্রেটারি রূপে নিযুক্ত হন । জেমস লং কেশবচন্দ্র সেনকে সেই বছরেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের ধ্যান -ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন।১৮৫৪ সালে তাঁকে কিছু সময়ের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এবং পরবর্তীকালে অল্প সময়ের জন্য তিনি ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল এ একজন কেরানী হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। তবে নিজেকে শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শনে নিবেদিত করার উদ্দেশ্য হেতু তিনি কেরানির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং ১৮৫৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেছিলেন। তরুণ কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের যোগদান করলে ব্রাহ্ম আন্দোলন নব বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। তাঁর নিষ্ঠা, ধর্ম উন্মাদনা ,বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বহু শিক্ষিত যুবক, দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে। তিনি অচিরেই তরুণ ব্রাহ্মদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ। তাঁর সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য পদে বরণ করেন।

তাঁর উদ্যোগে,’ ব্রাহ্ম বন্ধুসভা (১৮৬০খ্রিস্টাব্দ) ‘সংগত ‘ সভা ‘ক্যালকাটা কলেজ’(১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘ইন্ডিয়ান মিরর’(১৮৬১খ্রিস্টাব্দ) পত্রিকার প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। নারী কল্যাণের জন্য তিনি বামাবোধিনী সভা(১৮৮৩) ও ব্রাহ্মিকা সমাজ(১৮৮৫) প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যে ‘পরিচারিকা ও ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয় ।এ ছাড়া তিনি ‘ধর্মতত্ত্ব ও ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। কেবল বাংলার অভ্যন্তরেই নয় ,বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ(বর্তমান উত্তরপ্রদেশে একাংশ) প্রভৃতি অঞ্চলেও তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসংস্কারের আদর্শ বিস্তৃত করেন। বলা হয়ে থাকে যে কেশবচন্দ্র পরিচালিত এই ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনই হলো ‘প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন’। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সারা দেশে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিল মাত্র ৫০০ জন।১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে তা দাঁড়ায় ২০০০ এ। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় পঞ্চাশ টি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দুটি ,পাঞ্জাবে একটি ও মাদ্রাজে একটি অর্থাৎ সারা ভারতে ব্রাহ্মসমাজের মোট চুয়ান্ন টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। অচিরেই কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধে। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ ,ব্রাহ্ম আচার্যদের উপবীত গ্রহণ ও সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার প্রতিবাদ করায় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশব চন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁরা ‘ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম সমাজ’(১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ ,’আদি ব্রাহ্মসমাজ’ নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পরে কেশবচন্দ্র সেন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও শ্রমিক কল্যাণের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি হিন্দুসমাজের থেকে ব্রাহ্মসমাজের স্বাতন্ত্র্যবিধানের এ ক্ষেত্রেও বিশেষ রূপে যত্নবান ছিলেন। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার বৈপ্লবিক মত বিরোধ বাধলে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ সংস্কারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় ভাঙন দেখা দিলে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়ে ‘আদি ব্রাহ্মসমাজের’ সূচনা করেন যা ‘ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কেশব চন্দ্র তাঁর অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণেই অতিবাহিত করেন বলে জানা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীদের কাছে ব্রাহ্ম ধর্ম হল সমন্বয় ও সর্বজনীন। কেবলমাত্র পৌত্তলিকতা ই নয় তাঁরা সমভাবেই জাতিভেদ ও অপরাপর সামাজিক কুপ্রথার বিরোধী ছিলেন এবং তাঁদের কাছে ব্রাহ্মধর্ম নিছক একটি ধর্মীয় আন্দোলন নয়- সমাজ সংস্কারও তার অঙ্গীভূত।

১৮৮৩ সালের ২০ জানুয়ারি কেশব চন্দ্র সেন তাঁর শেষ ভাষণ প্রদান করেছিলেন ‘এশিয়ান মেসেজ টু ইউরোপ’-এ যেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক একতার ভিত্তিতে নব বিধানের প্রয়োজনের কথা পুনরুল্লেখ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতার সমাপ্তি সাধন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ঐক্য পুনর্গঠন করা। কিন্তু তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও নববিধান তার প্রাপ্য জনপিয়তা পেতে সক্ষম হয়নি। অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ও কেশবের ভগ্ন স্বাস্থ্য এ কর্মকান্ডে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । ১৮৮৪ সালে ৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর হয়। মৃত্যুর পর তাঁর আন্দোলন প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের অভাবে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সমাজ সংস্কারক হিসেবে বাংলার সমাজে কেশবচন্দ্র সেনের অবদান ছিল অনবদ্য। উদার ধর্মীয় মনোভাব, সংস্কারহীনতা, জাতীয়তাবোধ প্রচার করে তিনি ঊনবিংশ শতকে সামাজিক ও জাতীয় অগ্রগতিকে বিশেষ সক্রিয় করে তোলেন। রামমোহন রায়ের উত্তরকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যার নেতৃত্বে তিনি ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। ধর্মক্ষেত্রে তাঁর অবদান তেমন বৃহৎ না থাকলেও সেটি ছিল প্রগতিবাদের প্রতীকস্বরূপ আর সেই জন্য ই কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং মানুষের মনের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে বিপ্লবী মহিলাদের ভূমিকা

ননীবালা দেবী ঃ জন্ম ঃ ১৮৮৮ সালে। জন্ম ঃ হাওড়ার বালিতে। পিতার নাম ঃ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। মাতার নাম ঃ গিরিবালা দেবী। মাত্র ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। যোল বছর বয়সে বিধবা হন। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতা বিধবা কন্যার লেখাপড়ার জন্য আড়িয়াদহ এর একটি খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মিশনারীদের রীতিনীতি ভালো না লাগার ফলে তিনি স্কুল পরিত্যাগ করেন। চন্দননগরে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জি, মন্মথ বিশ্বাস, নলিনীকান্ত কর, বিনয়ভূষণ দত্ত ও সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী। বিধবা পিসিমাকে অনুরোধ করলেন অমরেন্দ্র চন্দননগরে গিয়ে বিপ্লবীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। ননীবালা চন্দননগরে উপস্থিত হয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দেখভাল করতে শুরু করলেন। কলকাতার স্ট্যাণ্ড রোডে ‘শ্রমজীবী সমবায়’ দোকানের মালিক ছিলেন রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জি। তাঁদের কাছে রডা কোম্পানির লুণ্ঠিত মশার পিস্তল ছিল। পুলিশ এই দুইজন মালিককে গ্রেফতার করে। রামচন্দ্রবাবু কোথায় পিস্তল রেখে ছিলেন সেটা তিনি কাউকে বলে যাননি। পুলিশ রামচন্দ্রবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তিনিও পিস্তলের কোনও হদিশ দিতে পারেননি। এবারে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে ননীবালাকে তাঁর স্ত্রী সাজিয়ে কারাগারে রামচন্দ্রবাবুর কাছে পাঠাবেন কোথায় পিস্তল রয়েছে তা জানার জন্য। বিধবা ননীবালাকে মাথা সিন্দুর এবং হাতে শাঁখা পরিয়ে কারাগারে রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হলেন ননীবালা। রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে পিস্তলের হদিশ নিয়ে এলেন। পুলিশ এই বিষয়টা জানতে পেরে তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলো। ননীবালা তখন কাশী হয়ে পেশোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা চিন্তা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তাঁর বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র। কাশীতে ননীবালার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল পুলিশ। প্রবোধ মিত্রের বাড়িতে কলেরায় আক্রান্ত ননীবালাকে পুলিশ গ্রেফতার করে চিকিৎসা করতে শুরু করে। সুস্থ হলে তাঁকে কাশীর পুলিশ সুপার জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্বীকারোক্তি আদায় করতে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করতে শুরু করে। পুলিশ পরাস্ত হলে তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয়। ননীবালাকে কাবু করতে না পেরে তাঁর পিতা সূর্যকান্ত ব্যানার্জিকে ইলিসিয়াম রো’তে নিয়ে গিয়ে সারাদিন ধরে জেরা করতে শুরু করে। পুলিশের এই বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন করতে শুরু করলেন। শত অনুরোধে তাঁর অনশন ভাঙাতে পারলো না পুলিশ প্রশাসন। তখন বাধ্য হয়ে ননীবালার শর্তে ব্রিটিশ পুলিশ রাজি হল। শর্ত ছিল যে ননীবালাকে যদি বাগবাজারের শ্রীসারদা মায়ের কাছে রাখা হয় তাহলে তিনি খেতে পারেন। পুলিশের স্পেশাল অফিসার গোল্ডি আবেদন ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিলেন। ননীবালা আবেদনপত্র তৈরি করে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলে রেগে গিয়ে সেই আবেদনপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন মিস্টার গোল্ডি। শর্ত ভঙের অপরাধে রেগে গিয়ে একটা থাপ্পর মারলেন সাহেবের গালে ননীবালা। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩ নম্বর ধারার স্টেট প্রিজনার হিসাবে প্রেসিডেন্সি ডেলে রাখা হল তাঁকে। তিনিই প্রথম স্টেট প্রিজনার। দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর বালিবাসীরা তাঁকে সেখানে থাকার জায়গা দিল না। পুলিশের ভয়ে কেউ তাঁকে ঘর দিতে রাজি হল না। তাঁর পিতা তাঁকে একটি ছোট ঘর দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। ১৯৫০ সালে বন্দীদের অসরকালীন পেনশন চালু হতে তা দিয়ে নিজের পেট চালাতেন। ১৯৬৭ সালে বিপ্লবী মহিলা অনসিন, আনঅনার্ড এণ্ড আনসাং হয়েই পরলোকগমন করেন।

দুকড়িবালা দেবী ঃ ১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৭, ৬ শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম কেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতার নাম নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই বাসিন্দা ফণীভূষণ চক্রবর্তী। তাঁর বোনপোর নাম ছিল নিবারণ ঘটক। তিনি সিয়ারসোল স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। কবি নজরুলকে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কবি নজরুল তখন সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র। নজরুলের শিক্ষক হচ্ছেন নিরাবরণচন্দ্র ঘটক। নিবারণ যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। নিবারণ ঘটককে পুলিশ গ্রেফতার করলো। নিবারণ ঘটকের সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে নজরুলের স্কলারশিপের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা দিয়েই নজরুল পড়াশুনার খরচ ও নিজের পেট চালাতেন। পরে অবশ্য সরকার তা প্রত্যাহার করে নেয়। সেখানে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রয়েছেন। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন নিবারণ ঘটকের মাসিমা। স্বদেশি বই বেআইনী বই লুকিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আড্ডা দিত নিবারণ মাসীমার বাড়িতে। বোনপো দুকড়িবালা তাঁকে খুবই ধমক দিলেন। কিন্তু নিবারণ তাঁকে একেবারে আলম দিলেন না। একদিন তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর শিষ্য ছিলেন নিবারণ ঘটক। গোপনে লাঠি খেলা থেকে শুরু করে ছুরি খেলা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলেন বিপ্লবীরা দুকড়িবালার আস্তানায়। দুকড়িবালা দেবীর কাছে রডা কোম্পানির লুঠ করা অস্ত্র মশার পিস্তল নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিলেন নিবারণ ঘটক। ১৯১৭ সালে জানুয়ারি মাসে দুকড়িবালার বাড়ি ঘিরে ফেলে পুড়িশ বাহিনী। তল্লাশি করতে গিয়ে সাতটি পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের কাছে বললেন না কে তাঁকে পিস্তলগুলি রাখতে দিয়েছিল। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কোলের ছেলেকে বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচারে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয়েছিল সশ্রম দুই বছর কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটক রেহাই পাননি। তাঁর পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। কারাবাসের করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে বহু বইতে। প্রতিজিন আধ মণ ডাল ভাঙতে হতো দুকড়িবালা দেবীকে। ননীবালা দেবী যখন কারাগারে অনশন করছিলেন তখন তাঁর অনশন ভাঙার বহু চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ননীবালা দেবীর মা সারদা ভবনে থাকার আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে তিনি সাহেবকে চড় মারতে গিয়েছিলেন। তারপরে ননীবালা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে অনশন ভাঙবেন যদি দুকড়িবালা দেবীকে তাঁর খাবার রান্না করার অধিকার দেওয়া হয়। দুকড়িবালা দেবী কারাগারের মধ্যে ননীবালা দেবীর খাবার রান্না করে দিতেন এবং দুইজনে একসঙ্গে বসে কারাগারে খ াবার গ্রহণ করতেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অনুকূল মুখার্জি ঃ জন্ম ঃ নভেম্বর ১৮৮৪। মৃত্যু ঃ জুন, ১৯৩৬। এই সময়ে তিনি ছিলেন মলঙ্গা লেনের এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। পিতা নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মলঙ্গা লেনে পুরুষানুক্রমে বাস ছিল। বাড়িটি ৩৯ নম্বর মলঙ্গা লেন। জীবনের শুরুতে অনুকূলচন্দ্রের দীক্ষা হয় স্থানীয় ব্যাপারিটোলা লেনের অধিবাসী জীবন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গুরুর পিতা ‘দীনবন্ধু’ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তবে কোর্ট মার্শাল থেকে রেহাই পান জনৈক এক মিলিটারি অফিসারের স্ত্রীর হস্তক্ষেপে। প্রকাশ সেই বন্ধুর গৃহে তিনি তখন শিক্ষকতা করতেন। বিপ্লবী দলকে বিশেষ করে ‘আত্মোন্নতি সমিতি’র সদস্যদের পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন হাবুর শিক্ষা গুরু। বিপ্লবী দলের সদসর‍্য তাঁকে ‘গুরুদেব’ বলে সম্মান দিত। অনুকূল মুখার্জি ছিলেন তাঁদের অস্ত্রাগারের প্রধান ভাণ্ডারি। তবে তাঁর ওই সংগ্রহ তা লুকিয়ে রাখ ার ধারা ছিল সাধারণের একেবারে অবোধ্য এবং আদান প্রদানও চলতো গুপ্ত প্রথায়। তবে এটাও ঠিক যে সত্যিকারের বিপ্লবী কাজের জন্য অস্ত্র চেয়ে দল মত নির্বিশেষে কেউই কখ নও হতাশ হননি। তাই দেখা যায় যে ৪.৮.১৯২৯ তারিখে দিল্লি অ্যাসেমরি আক্রমণে আগে কানপুর নিবাসী অধ্যাপক শৈলেন গাঙ্গুলীর (বিপ্লবী তিনকড়ি গাঙ্গুলীর কনিষ্ঠ) সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্ত কলকাতায় এসে দাদা সাহায্যে অনুকূলচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন অস্ত্র জন্যই। আবার অন্যত্র আলোচিত ‘হিন্দুস্থান সোশালিষ্ট রিপাবলিক অ্যাসিয়েশন’কে একটি মশার পিস্তল উপহার দেওয়া ছাড়াও তিনি তাঁর গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে তাঁদের আরও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র পাঠিয়েছিলেন ‘তরুণ সঙ্ঘের সভ্য, শাঁখারিটোলা রডা কোম্পানি অস্ত্র লুণ্ঠনের প্রধান কর্মকর্তা ইনিই ছিলেন অনুকূলচন্দ্রের সকল পর্যায়ের একজন একান্ত সহকারী। আত্মোন্নতি সমিতির গুরুদেব অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অস্ত্র সংগ্রহের উৎস ছিলেন। তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ৩৯ নম্বর মলঙ্গা লেনে বাড়িতে বাহান্ন এবং তিপান্ন বছর বয়সে। তখন তাঁর পাশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অংশু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। পরবর্তীকালে (২৫ অক্টোবর, ১৯২৪ সাল) রেগুলেশন থ্রি ১৮১৮-র বলে সমগ্র বাঙলার নেতৃস্থানীয় যে আঠারজন গ্রেফতার হন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মলঙ্গা লেনের ছিলেন তিন জন- ১) অনুকূলচন্দ্র। ২) গিরীন্দ্রনাথ ৩) অংশুপ্রকাশ।

নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৬ সাল। পিতা ঃ হেমচন্দ্র ব্যানার্জি। বসবাস করতেন ৩, মলঙ্গা লেন, কলকাতা। জগদ্দলের আলেকজাণ্ডার জুট মিলের মিস্টার ও’ব্রায়েনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই বিষয়ে পুলিশ অনুসন্ধানে তাঁর বাড়িতে খানাতল্লাশি করতে শুরু করলে তিনি বাড়ির জানলা দিয়ে বহু তথ্য ফেলে দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদ চিন্তা

জাতীয়তাবাদের চিন্তা থেকে ভারতের নাগরিকেরা কেন ক্রমশ সরে আসতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিকবিদেরা। তারা মনে করছেন ভারত যেভাবে গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে জাতীয়তাবাদ। জাতীযতাবাদ যেমন ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং রেনেসাঁস নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে ভারতকে মহান করে তোলার পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকবে। জাতীয়তাবাদকে আবার সক্রিয় করা উচিত বলে রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করেছেন। বাংলার রেনেসাঁস এসেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের প্রবল আধিক্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি নাগরিক জাতীয় চেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছিল যা আজকে তার অভাব অনুভব করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে গেলে প্রথমই প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয়তাবোধের জাগরণ যা এখন প্রায় হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্ধই এর মূল কারণ বলে উল্লেখ করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। তারা মনে করছেন যে ভারতের চারদিকে শত্রুর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের উচিত হচ্ছে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক মানকে শক্তিশালী করতে সহায়াতা করা। নিজস্ব রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক ত্যাগ করে কীভাবে ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক দলের নেতারা নির্বাচন জেতাই তাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। তার ফলে রাজনৈতিক দ্বন্ধ দেকা দেয়। জাতীয়তাবোধরে অভাব দেখা দিলেও রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের সুবিধাকে গ্রহণ করতে সব সময়ে এগিয়ে থাকে। তার ফলে জনগণ কোনও সময়ে জাতীয় অভাব কতখানি তা বুঝতে পারে না। জনগণকে ভারতের জাতীয় জাগরণের সঙ্গী করে নিতে হবে। নাহলে কিন্তু মেরা ভারত মহান প্রকল্প মার খেতে পারে। ৭৫ বছরের ভারত স্বাধীনতা উৎসব পালনকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে আজাদি কা মহো?সব পালন করা হচ্ছে। কিন্তু এই উৎসবের মধ্যে প্রাণের সৃষ্টি করতে হবে। সর্বস্তরের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে এই উৎসব পালন করা উচিত। স্বদেশি মেলা, স্বদেশি ভাবনা, স্বদেশি চিন্তাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। স্বদেশি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো উচিত বলে মনে করতে শুরু করেছেন রাজনৈতিক দলের একটি অংশ। তারা কিন্তু একন বিদেশ থেকে কোনও কিছু আমদানি করতে ইচ্ছুক হচ্ছে না। তারা একন স্বদেশে তৈরি করা পণ্যের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে। এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলিকে ভারতে এসে কলকারখানা তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু বিদেশি কোম্পানি ভারতে তাদের পণ্য উৎপাদন করা দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ভারতের বাজারে তা বিক্রি করার ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু একটি সময়ে বারতের বাম দল ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় ভুলো মাৎ’ স্লোগান তুলেছিল। আজকে তারা বলতে শুরু করেছে ভুল হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্ট দল যে ভুল ধারনা এতদিন ধরে বহন করে চলছিল তার দূর করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি এবং আরএসএস বারবার কমিউনিস্ট দলের এই ভূমিকা নিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি সময়ে দেশবাসীর কাছে কমিউন্সিট পার্টি একটি বিশ্বাসঘাতক দলে পরিণত হয়। ভারতের জনগণ মনে করতো কমিউনিস্ট পার্টি মানেই হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী একটি দল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে রক্ষা করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার সময়ে ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি সেটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে ভারতবাসীর কাছে কমিউনিস্ট দলগুলো আস্থা অর্জন করতে পারছিল না। বহুবার কমিউনিস্ট দলকে এর জন্য ভুগতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কমিউনিস্টদের দূরে সরে গিয়ে ছিল যখন নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলে আখ ্যা দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। নেতাজি যেহেতু ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নাৎসীদের বন্ধু জাপানের সহযোগিতা নিয়ে লড়াই করেছিল বলে কি কমিউনিস্টরা তাঁকে তোজোর কুকুর বলে আখ্যা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে জাপান এবং জার্মানকে পরাস্ত করতে রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকা এক হয়ে মিত্র বাহিনী তৈরি করে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট গাইডলাইন মেনেই ভারতের কমিউনিস্টরা এতদিন নেতাজিকে গ্রহণ করতে পারেনি। নেতাজিকে তেজোর কুকুর বলার পিছনে ভারতের কমিউনিস্টদের রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার জোটের মিত্র শক্তির সমর্থনের কথা প্রথমে এসে পড়ে। নেতাজি, রাসবিহারী বোস যেহেতু জাপানের সহযোগিতা নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করেছিল যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মিত্র জোট বিরোধী শক্তি। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও সমর্থন করতে পারেনি ভারতের কমিউনিস্টরা। তারা মনে করতো জাপানের সহযোগিতা নিয়ে তৈরি করা বাহিনী রুশ মিত্র শক্তি বিরোধী। রাশিয়া তখন আমেরিকার এবং ব্রিটেনের সঙ্গে জোট করে মিত্র বাহিনী তৈরি করে জার্মানকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিটলারকে পরাস্ত করাই ছিল এই মিত্র বাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে রাশিয়ার পক্ষ থাকা ভারতের কমিউনিস্টরা নেতাজিকে সমর্থন করতে পারেনি। জাপান তখন জার্মানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাস্তা পাচ্ছে খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জের জামাতুল্লা গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাস্তা পাচ্ছে খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জের জামাতুল্লা গ্রাম। আরআইডিএফ ফান্ডের

৩.৫ কোটি টাকার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ! এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন সভাধিপতি। একাধিক গ্রামের যোগাযোগ ক্ষেত্রে এই রাস্তা হলে খুব সহজেই অধিকারী বাজার, রেল স্টেশন যাওয়া সুবিধা হবে মত স্থানীযদের। রাস্তার কাজ শুরু হতেই খুশীতে স্থানীয়রা। এদিন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, গ্রামের এত বড় রাস্তা করা কখনোই ভাবা যেত না। মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় গ্রামে বড় বড় রাস্তা হচ্ছে। আগামী দিনে আরো ১৩ কোটি টাকার রাস্তার কাজ করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ, রানিগঞ্জ প্রধান সান্ত্বনা সিংহ, উপপ্রধান তাপস মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

পাটুলি দামপাল গ্রামে বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬ এই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন আর ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এখন থেকে নিজেদের দলকে আরো শক্তিশালী করতে তৎপর। আর সেই মুহূর্তেই বিজেপিতে ভাঙ্গন দেখা গেল এদিন সোমবার। সোমবার পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পাটুলি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামপাল গ্রামে বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন ৩০ টির উপর পরিবার। তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যাছ। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর উন্নযন যোগ্যে সামিল হতেই ৩২ থেকে ৩৩ টি পরিবার আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। এদিনের এই কর্মসূচিতে বিধায়ক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি নব চক্রবর্তী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

রিলায়েন্সের বিরুদ্ধে মামলায় জিতে আর্থিক লাভ, শেয়ার হোল্ডারদের জানাল না ওএনজিসি!

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ONGC -তে 'বেনিয়ম'। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে বিপুল অংকের মামলায় জিতেছে সংস্থা। অথচ শেয়ার হোল্ডারদের জানানোই হয়নি! সূত্রের খবর তেমনই। ৭ বছর পার। ONGC ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের গ্যাস উত্তোলন সংক্রান্ত অবশেষে রায় ঘোষণা করল দিল্লি হাইকোর্ট। কবে? ১৪ ফ্রেরুয়ারি। আদালতের নির্দেশে রিলায়েন্স ইন্ড্রাস্টিজের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সুদ-সহ ২০ হাজার কোটি থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা আদায় করতে পারবে ONGC। যা সংস্থার শেয়ারেও প্রভাব ফেলবে। সেবির নিয়মে শেয়ারে দামে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন কোনও তথ্য শেয়ার হোল্ডারদের জানাতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ONGC বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই সংক্রান্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ঘটনাটি ঠিক কী? ২০০৩ সালে কেজি বেসিন এলাকার ONGC -র ব্লক থেকে অবৈধভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের অভিযোগ ওঠে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে। মালমা গড়ায় দিল্লি হাইকোর্টে। কিন্তু রিলায়েন্সের পক্ষেই রায় দেন সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায় খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি রেখা পাতিল ও সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

ফাইলেরিয়া নির্মূল করতে হাওড়ায় শুরু হলো বিশেষ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে ফাইলেরিয়া মুক্ত সমাজ গড়ে তোলাই লক্ষ্য। ফাইলেরিয়া নির্মূল করতে সোমবার থেকে হাওড়ায় শুরু হলো বিশেষ কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ফাইলেরিয়া রোগ নির্মূলকরণে সোমবার থেকে শুরু হলো মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্মসূচি (MFA)। চলবে ২ মার্চ পর্যন্ত। হাওড়ার শরৎ সদনে এদিন বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক

ঘোষণা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ড. পি দিপাপপ্রিয়া, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কিশলয় দত্ত, হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ডা. সুজয় চক্রবর্তী সহ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠান থেকে শপথ নেওয়া হয় ফাইলেরিয়া রোগ নির্মূল করার। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এটি একটি মশাবাহিত রোগ। হাওড়ায় সম্প্রতি পাঁচজন স্কুল ছাত্রের শরীরে এই রোগের উপসর্গ দেখা যায়। জেলাশাসক জানান এই রোগ প্রতিরোধ না করলে গোদ কিংবা হাইড্রোশিলের উপসর্গ দেখা যায়। তখন ওষুধ দিয়ে এর নিরাময় সম্ভব হয় না। তাই রোগ প্রতিরোধের জন্য দু'ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হবে। হাওড়া ও বালি পুরসভা সহ ডোমজুড়, পাঁচলা, বালি, জগাছা ও সাঁকরাইল ব্লকের মানুষকে এই ওষুধ দেওয়া হবে। তার আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীরা এই অসুখ সম্পর্কে বোঝাবেন। গর্ভবতী মহিলা, দু'বছরের কম বয়সী শিশু ও দুরারোগ্য অসুখের রোগীদের এই ওষুধ দেওয়া হবে না। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, ২০২৭ সালের মধ্যে ফাইলেরিয়া মুক্ত সমাজ গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য।

টিউশন থেকে ফেরার পথে নাবালিকাকে নির্যাতন, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ টিউশানি সেরে বাড়ি ফেরার পথে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে ঘটনাস্থলে গেলে আক্রান্ত ছাত্রীর বাবাকেও। দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত বাবা গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। পুলিশ আক্রান্তের পরিবারের কাছে অভিযোগ পেতেই গ্রেফতার করেছে এক যুবককে। ঘটনা বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী টিউশানি সেরে বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ, বাড়িতে ফেরার পথে আচমকাই তার পথরোধ করে স্থানীয় বেশ কিছু যুবক। তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। খবর পেয়ে বাধা দিতে যান তার বাবা। বাবাকে মারধর করে দুস্কৃতীরা। নির্যাতিতার মা বলেন, আমার মেয়ে টিউশন থেকে ফিরছিল। সেই সময় কিছু লোক নির্যাতনের চেষ্টা করেছিল। ওর বাবা ছাড়াতে যায়। তখন ওর বাবাকেও বেধড়ক মারধর। ওর বাবার চোখে খুবই আঘাত লেগেছে। বাবা দেখতে পাবে কি না ডাক্তার বলতে পারছে না। এখন ওর বাবা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আমি বিচার চাই।

মার্চের শুরুতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছবে

দুরন্ত বার্তা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শীত আপাতত বিদায়, ধীরে ধীরে গরম বাড়বে। আগামী ৪-৫ দিন দক্ষিণবঙ্গে শুস্ক আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিংপং, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, বাকি জেলা শুস্ক। ৪ দিন একই তাপমাত্রা থাকবে। তারপর থেকে সবজায়গায় তাপমাত্রা সামান্য ডিগ্রি বাাবে। কলকাতায় শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী ২ দিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্র ২০ ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-এর কাছাকাছি থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা। হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঘন কুয়াশা উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার ফের বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং - কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায়। দক্ষিণবঙ্গে আগামী চার পাঁচ দিন শুস্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। ঝড়- বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমছে। আগামী দুদিন একই রকম থাকতে পারে। দুদিন পর থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। সপ্তাহের শেষে মার্চ মাসের শুরুতেই তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ দুটো-ই তাপমাত্রা বাড়বে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। কলকাতায় মূলতঃ পরিস্কার আকাশ। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শুস্ক আবহাওয়ায় বুধবার পর্যন্ত একই রকম তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। উইকেন্ডে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হবে।

বাঘ আতঙ্কে ঘরবন্দি মানবাজার, জঙ্গলপথ এড়াচ্ছেন বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরুলিয়ায় আবার বাঘ! আতঙ্কে ঘরবন্দি মানবাজার, জঙ্গলপথ এড়াচ্ছেন বাসিন্দারা। ৩৬ দিনের ব্যবধানে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়ায় আবার বাঘের আতঙ্ক! শনিবার সন্ধ্যে থেকে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বান্দোয়ান লাগোয়া মানবাজার-২ নং ব্লকের নেকড়ে, বড়কদম, লালডুংরি, কিস্টপুর, কুমিরাডি, হাতিরামগোড়া-সহ একাধিক গ্রামে। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে সূর্য ঢোবার আগেই ঘরবন্দি হয়ে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। পারতপক্ষে সকলেই এড়িয়ে চলছেন জঙ্গলপথ। বস্তুত, শনিবারই শেষ হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ হবে ১৮ মার্চ। তার আগে এলাকায় নতুন করে বাঘের উপস্থিতি ঘিরে শোরগোল তৈরি হয়েছে। বিষয়টি শোনার পর থেকেই বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করেছে বন দফতর। তবে বাঘের 'অবস্থান' নিয়ে অদ্ভূত নীরবতা পালন করছেন বনকর্তারা। অফিসিয়ালি মন্তব্য করতে চাইছেন না তাঁরা। এক আধিকারিকের কথায়, ওপর থেকে অর্ডার আছে। বাঘের অবস্থান নিয়ে মিডিয়াকে কিছু বলা বারণ আছে! কেন? ওই বনকর্তার ব্যাখ্যা, বর্ষশেষে বাঘিনি জিনাতকে নিয়ে আপনারা (মিডিয়া) যেভাবে লাফালাফি শুরু করেছিলেন, তাতে অতো ক্যামেরা দেখে বাঘিনিও ঘাবড়ে গিয়েছিল। অতিরিক্ত প্রচারের জেরে গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্কও বেড়েছিল। তাই বন্যপ্রাণের সুরক্ষার কথা ভেবেই অবস্থান জানানো যাবে না। স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যেয় মোটরবাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় জঙ্গল রাস্তায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সামনে পড়ে গিয়েছিলেন নেকড়ে গ্রামের দিলীপ কুম্ভকার। দিলীপের কথায়, আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎই ১৫ ফুট দূরে জঙ্গলের রাস্তা পেরোতে দেখি একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘকে! মুহূর্তের জন্য আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল! কোনওমতে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায়! তবে বাঘটি ফিরেও তাকাইনি, না হলে কী যে হত! চোখ বন্ধ করলে এখনও সেই ছবি ভেসে উঠছে দিলীপের স্মৃতিতে। বলছিলেন, চোখ বন্ধ করলেই ওই দৃশ্যটা ভেসে উঠছে। দু'রাত ঠিক করে ঘুমোতে পারিনি। প্রাণ হাতে নিয়ে গ্রামে ফেরার পর জিনাতের আশিকের আগমনের খবর সকলকে দিয়েছিলেন দিলীপ। লাঠি, সোটা নিয়ে সে রাতেই জঙ্গলপথে বেরিয়ে একাধিক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপও চাক্ষুষ করেন স্থানীয়রা। রবিবারও বাঘের পায়ের ছাপের দেখা মিলেছে নেকড়ে, সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে। এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি সন্ধেয় এই নেকড়ে গ্রামেই একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘের দেখা পেয়েছিলেন জানিঝোড় গ্রামের বাসিন্দা যুধিষ্ঠির মাহাতো। ৩৬ দিনের ব্যবধানে আবার দেখা মিলল বাঘের। দুটি বাঘ একই কিনা তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

কালনা হাসপাতালে ভ্যাকসিন অমিল ভ্যাকসিন না নিয়ে ফিরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে চিকিৎসা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কলকাতার ধনধান্যে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় চিকিৎসকদের নিয়ে মিটিং করছেন, তখন মহকুমা স্তরের সুপার স্পেশালিটি কালনা মহকুমা হসপিটালে অমিল কুকুর, বিড়ালে কামড়ানোর ভ্যাকসিন। সমস্যায় রোগী থেকে রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। বিগত পাঁচ দিন ধরে কালনা মহকুমা হসপিটালে নেই ARV ভ্যাকসিন। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা পয়সা দিয়ে কিনে দিচ্ছেন ভ্যাকসিন, আর যার সামর্থ নেই তারা অসহায় অবস্থায় ফিরছেন কালনা মহকুমা হসপিটাল থেকে। এ ছবি আজ শুধু সোমবারের নয়। গত ২০ তারিখের পর থেকে কালনা মহকুমা হসপিটালে বন্ধ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর সহ বিভিন্ন প্রাণীতে কামড়ানোর ভ্যাকসিন। হসপিটাল সূত্রে জানা যাচ্ছে জেলা জুড়েই নাকি এই সংকট। সোমবার কালনা মহকুমা হসপিটালে মেয়েকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসা এক অসহায় বাবা তিনি জানান তার মেয়েকে বিড়ালে কামড়েছে। পূর্বস্থলী ব্লক হসপিটালেও নেই ভ্যাকসিন, আর তাই তাকে পাঠানো হয়েছে মহকুমা স্তরের হসপিটালে। আর সেখানে এসে অমিল ভ্যাকসিন! সামর্থ্য নেই তাই না কিনতে পেরে মেয়েকে ভ্যাকসিন না দিয়েই ফিরলেন তিনি, পাশাপাশি এই দিন সোমবার সকালে কুকুরে কামড়ানো এক ব্যক্তি তিনিও হসপিটালে এসেছেন ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য, ফাইল কিনে আর বাকি কয়েকজনের সাথে সেটি শেয়ার করে তিনি দিয়েছেন ভ্যাকসিন। ৩১০ টাকা এক ডোজ ভ্যাকসিন এর দাম পড়েছে। এ প্রসঙ্গে এদিন সোমবার কালনা মহকুমা হসপিটালের সহকারি সুপার গৌতম বিশ্বাস তিনি এদিন জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে ভ্যাকসিন নেই এ কথা সত্য। আমরা জরুরী ভিত্তিতে আজ গাড়ি পাঠিয়েছি গাড়ি ফিরলেই আমরা আবার ভ্যাকসিন চালু করতে পারব।

মহাকুম্ভের পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, তালগোল পাকিয়ে গেল পুণ্যার্থীবোঝাই গাড়ি, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অসম থেকে মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুণ্যার্থীবোঝাই গাড়ি। সোমবার সকালে নকলাশবাড়িতে সাতভাইয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে যায় পিকআপভ্যান বোঝাই পূর্ণার্থীদের গাড়ি। ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় পিকআপভ্যান। আটকে পড়েন চালক। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন ও পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ১১ জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়।

মৃত ব্যাক্তি নিরঞ্জন সরকার। তিনি অসমের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অসমের মায়েন থেকে পুণ্যার্থীদের নিয়ে উত্তরপ্রদেশে মহাকুম্ভে যাচ্ছিল এই পিকআপভ্যান। ঘটনার পর থেকেই পলাতক লরি চালক। দুর্ঘটনাগ্রস্থ লরি ও পিকআপ উদ্ধার করে তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিস। নকশালবাড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক ডা শেখ শাহাবুদ্দিন বলেন, সোমবার সকাল ছটা চল্লিশ নাগাদ অসম থেকে কিছু মানুষ কুম্ভমেলায় যাচ্ছিলেন। পথে তাদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এলাকার মানুষজন তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মোট ১৩ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩ জনের আঘাত গুরুতর। একজনের মৃত্যু হয়েছে। নাম নিরঞ্জন সরকার (৩৫)। বাকীদের কারও মাথায়, কারও শরীরের অন্য জায়গায় আঘাত রয়েছে। প্রদীপ ক্ষত্রিয় নামে এক আহত এক যাত্রী বলেন, অসম থেকে আসছিলাম। কুম্ভে স্নান করে রাম মন্দির ঘুরে আসার পরিকল্পনা ছিল। রাস্তায় এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। আমাদের গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে মেরেছে। গাড়িতে ১৩ জন ছিলাম। সবাই আহত। ২-৩ জনের অবস্থা গুরুতর।

শুভেন্দু গড়ে সুবজ ঝড়! সমবায় সমিতির ভোটে ৯ আসনের সবেতেই তৃণমূলের জয়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ৯টি আসনের মধ্যে ৯ টিতেই জয়লাভ তৃণমূল সমর্থকদের। গত লোকসভা ভোটে শুভেন্দু অধিকারীর ছোট ভাই সৌমেন্দু অধিকারী রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরির এলাকায় প্রায় দশ হাজার ভোটে লিড পেয়েছিল। এই সমবায় সমিতিতে জয়লাভের পর তৃণমূল অর্থাৎ অখিল গিরি ফের ঘর গোছাতে শুরু করে দিল। রামনগর এক নম্বর ব্লকের দুবলাবাড়ি টেংরামারি কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোটে, জয়লাভ করল তৃণমূল সমর্থিত সকল প্রার্থী। অখিল গিরির বিধানসভা এলাকায় রামনগর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত তালগাছড়ি ২ পঞ্চায়েতের এই সমবায় সমিতির ভোটে পুরোপুরি ধরাশাই হল বিজেপি। এই তালগাছারি দুই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে রয়েছে। গত লোকসভা ভোটে অর্থাৎ অখিল গিরির এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রায় দশ হাজার ভোটে লিড পেয়েছিল। এরকম সমবায় সমিতির ভোটে জয়লাভের পর তৃণমূল কংগ্রেস ঘর গোছাতে শুরু করেছে। বর্তমানে বিজেপি পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে এই সমবায় সমিতিতে তৃণমূলের বিপুল জয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। ৯ টি আসনের মধ্যে নটিতেই তৃণমূল জয়লাভ করায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা সবুজ আবিরে উচ্ছ্বাস আনন্দ করতে থাকে। উল্লেখ্য, শুভেন্দু অধিকারীর ছোট ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর লোকসভা কেন্দ্রে এই বিধানসভা আসনে অর্থাৎ অখিল গিরির বিধানসভা আসনে ব্যাপক লিড পেয়েছিল এবার ধরাশায়ী হচ্ছে বলে দাবি তৃণমূলের। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ মানতে অস্বীকার করেছে।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে ওয়ার্ড পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শিশু অধিকার রক্ষা এবং শিশুরা যাতে সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করার জন্য, সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য জেলা জুড়ে চলছে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন। ইতিমধ্যেই নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে গঠিত হয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন। সোমবার দুপুরে

নববারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠনের পদ্ধতি নিয়ে নিরাপদ এবং শিশু বান্ধব পরিবেশ গড়ার নির্দেশিকা গাইডলাইন তুলে ধরা হল সোমবার স্থানীয় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুরসভার বড় বাবু, সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, আশা কর্মী, স্বাস্থ্য আধিকারিক, থানার অফিসার, প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, খুদে পড়ুযারা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন, শিশু সুরক্ষায় অধিকার সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর পুরসভা। শিশুদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সকলেই তাদের পাশে থাকব। ওয়ার্ড পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করার জন্য জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের সাথে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদের কমিটিতে রাখা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করতে হবে। কমিটিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এক গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় । গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহে উদ্ধার করে পুলিশ । শ্বাস রোধ করে খুন করেছে বলে অভিযোগ মৃতার মায়ের । সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়ার দলুয়া এলাকায় । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চোপড়া থানার পুলিশ । মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয় । এই ঘটনায় স্বামী ধীরেস সিংহকে চোপড়া থানার পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বছর খানেক আগে দলুয়ার বাসিন্দা ধীরেস সিংহের সাথে মীনা বর্মন ভালোবাসা করে বাড়ির অমতে পালিয়ে বিয়ে করে । মৃত মীনা বর্মনের মায়ের অভিযোগ বিয়ের পর মেয়ের সাথে কোনোরকম ভাবে যোগাযোগ করতে দিতো না ছেলের বাড়ির লোকজন। কিন্তু আজকে সকালে ফোন মারফত খবর পাই যে মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা এসে দেখি মেয়ে গলায় কোনোরকম দাগ নেই, শ্বাসরোধ করে খুন করে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে । মৃতার মা শান্তি বর্মন বলেন আমার মেয়েকে খুন করেছে ধীরেস সিংহ । এর সঠিক বিচার চাই আমি। এই ব্যাপারে থানায় খুনের অভিযোগ করবো। চোপড়া থানার পুলিশ মৃত দেহের ময়নাতদন্তের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্য বাজেট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন শঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য বাজেট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। সোমবার শিলিগুড়ির সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্য বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি জানান বাজেট হয়েছে ঠিকই, তবে এটা একমাত্র প্রহসন ছাড়া আর কিছু না। তৃণমূল সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করে বাজেট পেশ করছে। একদিকে টাকা চলে যাচ্ছে , অন্যদিকে বলছে টাকা দেবে । মানুষ কোন দিক বিচার করবে? দান খয়রাতি করে তৃণমূল কংগ্রেস টাকা - পয়সা একেবারেই শেষ করে দিয়েছে। টাকা আনার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ রাজ্যের বাজেটে তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। এদিন প্রেসক্লাবে শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ জানান রাজ্য সরকার নিজেদের কোষাগার শূন্য করে ফেলেছে, আর কোন উপায় নেই। তাই জনসাধারণকে খুশি করতে , নিজেরা জনমুখী বাজেট তৈরি করতে চেষ্টা করছে। বিধায়ক এদিন আরো জানালেন আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ , আর তৃণমূল সরকার ধর্ম নিয়ে চলছে। তাই আমাদের এখন অনেকটাই সজাগ এবং সচেতন হয়ে চলতে হবে। বাংলার মাটিতে, এইভাবে বৈষম্য শহরের মানুষ কোনদিনই বরদাস্ত করবে না। বাজেট একেবারেই দিশাহীন বাজেট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে বাজেট তৈরি করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? বাজেটে কোন কর্মসংস্থান নেই , ব্যবসার কোন উন্নত দিক নেই , তাহলে কিভাবে হবে জনমুখী বাজেট জানালেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref:(i) JGP/NIT/02/24-25 & (ii) JGP/NIT/03/24-25 DATE: 24-02-2025 BID SUB. CLOSING DT: **07-03-2025 AT 12 PM** Technical bid opening DT **10-03-2025 AT 12 PM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Jujarsha Gram Panchayat, Panchla Block for implementation of Sixteen (16) No. work within Jujarsha Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jujarsha Gram Panchayat

OFFICE OF THE KUMBHIRA GRAM PANCHAYAT

Vill.: Noornagar,
P.O.: Sabdalpur, P.S. : Baishnabnagar, Kaliachak-III Dev Block,Dist : Malda,

Date of publication of Notice Inviting e-Tender: **24th February, 2025 at 10.00 Hrs**. Period of downloading bidding documents from the e-procurement portal: **24th February, 2025 at 10.00 Hrs**. Deadline for receiving of Bids online: **1st March, 2025 at 09.00 Hrs,** Time & Date and place of submission of original documents by the Tenderers for verification with TENDER FEES. **3rd March, 2025 from 10.30 Hrs.to 12.30 Hrs.** Time and Date and place for opening of Technical Bids online: **3rd March, 2025 at 10.00 Hrs.**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএনজিজি-০৮/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ২০.০২.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব). নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/ এমইএস/সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পূর্বে সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ডব্লুটি-২০-২৪-২৫। কাজের বিবরণ :** কেপিএডব্লু-তে - এস-৯এ এবং স্ক্র্যাপ আর্ট বাগানের সামনের বর্তমান কম্প্রেসর ঘরের সংস্কার ও গোডাউনে রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য :** ৪০,৮৬,৭১৩.৯৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৮১,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ডব্লুটি-২১-২৪-২৫। কাজের বিবরণ :** কেপিএডব্লু-তে - শপ নং-০২-এর সামনের সার্কুলেটিং এলাকার এইচডি ফ্লোরিং নির্মাণের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য :** ৯৫,১৭,৯৬১.৪১ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,৯০,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ডব্লুটি-২২-২৪-২৫। কাজের বিবরণ :** কেপিএডব্লু-তে - লোকো এবং সি অ্যান্ড ডব্লু কমপ্লেক্সে আর.ও. প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য জলের বুথ, প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,০০,২৭,১৩৪.০৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,০০,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **এলওএ জারির তারিখ থেকে কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ৯ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ :** ১৭.০৩.২০২৫। কাজের পরিধি সঙ্কেতমাত্র। যদিও, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা :** টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে থেকে। টেন্ডার ০৬.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই দিনই টেন্ডার খোলার ব্যক্তি ও নেট উপলব্ধতা অনুসারে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময়ে খোলা হবে।

(MISC-344/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিআর-এএসটিই-টিইএলই-বিডিসি-২৫, তারিখ ২১.০২.২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-টিআর-এএসটিই-টিইএলই-বিডিসি-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** শিডিউল এ - বিএলওয়াই-বিডিসি ও এসএইচই-টিএকে টিটিআর ৬০ কেজি ১ ইন ১২ মোট - ০৩ সেট : টিএফআর আরসিডি-বিটিএনজি, বিজেডএল-আরসিডি, কেএএন-বিডিএজি মোট - ১০.২১৭ কিমি। শিডিউল বি - ডিডিজে-ডিকেএই, এডিএল-ডিকেএই টিটিআর ৬০ কেজি ১ ইন ১২ মোট ৮ সেট। শিডিউল সি - টিএসআর(পি) এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই মোট ১.৩০০ কিমি ও টিডব্লুএসইজে ৬০ কেজি এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই কর্ড - মোট ২ সেট। শিডিউল ডি - ২০২৪-২৫-এর পিডব্লুপি নং ৩১০৩৭ টিআরআর(পি) - ৪৪.৮৪১ কিমি। হাওড়া ডিভিসনের বিএলওয়াই-বিডিসি, বিএলওয়াই-এসকেজি, বিডব্লুএন-কেএএন, এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই, এইচডব্লুএইচ-এসআরসি, কেএএন-ইউডিএল, এসএইচই-জিওজিটি, এসকেজি-বিডব্লুএন শাখার টিআরআর(পি) কাজের জন্য এস অ্যান্ড টি সাব এস্টিমেট। শিডিউল ই - হাওড়া ডিভিসনে এইচডব্লুএইচ-এসআরসি, এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই কর্ড, এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই এলএলএইচ আপ, এসকেজি-বিডব্লুএন বিডব্লুএন আপ লাইন, বিডব্লুএন-কেএএন বিডব্লুএন পিএফ লাইন, এনএইচটি-বিডিএজি পিকেআর ডাউন, বিএলওয়াই-বিডিসি বিডিসি ডাউন, বিডিসি-কেডব্লুএই বিডিসি আপ, বিডিসি-এসকেজি বিডিসি লাইন-৩-এর ৩০ সেট টিটিআর ডায়মন্ড ক্রসিং ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫। শিডিউল এফ - হাওড়া ডিভিসনে এজেডে-এনএইচটি আপ, বিএলওয়াই-এসকেজি ডাউন-১, বিডব্লুএন-কেএএন ডাউন-১-এর টিএসআর(পি) মোট কিমি - ২৫.২৯২ কিমি। শিডিউল জি - হাওড়া ডিভিসনে বিডিসি-এসকেজি বিডিসি লাইন, বিডিসি এসটিএন লিমিট, বিডব্লুএন-কেএএন বিডব্লুএন ডাউন এডিভি ল্যুপ, বিডব্লুএন এসএনটি লিমিট, এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই, এইচডব্লুএইচ-এসআরসি এইচডব্লুএইচ বি লাইন, কেএএন-এসএনটি বিডিএইচ কমন ল্যুপ, এনএইচটি-বিডিএজি কেএলপি আপ ল্যুপ, এসএইচই-টিএকে টিএকে আপ ল্যুপ, এসকেজি-বিডব্লুএন ডিএসএল শেড লাইনে সিটিআর(এস) মোট কিমি ৪০.১১৯ কিমি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ২,৪৭,১৬,৩৯৬.৮৪ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৭৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ২১.০২.২০২৫ বিকেল ৪.০৯ মিনিট। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১৫ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৩.০৩.২০২৫। **বিডিংয়ের ধরন :** প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **চুক্তির শ্রেণী :** এক্সপেন্ডিচার। **দরের ক্রম :** ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। **এক্সপেন্ডিচারের ধরন:** ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। **আইপিএএস অ্যাকাউন্টিং ইউনিট:** ০২০২-পূর্ব-রেলওয়ে-এইচডব্লুএইচ পূর্ব রেলওয়ে।

(HWH-625/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - লিকুইডেশনে

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-ইন লিকুইডেশন (জিএনসিএল)** এর মালিকানাধীন নিম্নে-উল্লিখিত সম্পদ এবং আইটেমগুলি 'ই-নিলামের মাধ্যমে' নীচে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীনে বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ, ২০২৫, সকাল ১১,০০টা থেকে সন্ধ্যা ৫,০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলামের ৫ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগে একটি বিড করা হয়।
২.	সম্পদ বিক্রয়ের জন্য আইটেম	ব্লক এ ঃ ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গ মিটার জমি (এতে কাঠামো সহ) প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, KIADB ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুর, ধারওয়াদ-৫৮০০১১, কর্ণাটক। ব্লক বিঃ তালিকাবিহীন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রসেস মেমোরেন্ডাম দেখুন)
৩.	রিজার্ভ মূল্য	ব্লক এ : INR ৩৩,৩২,৩৩,১৯০- (টাকা তেত্রিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশ নব্বই মাত্র) ব্লক বি: INR ১,০২,৪৪,০৭৭- (এক কোটি দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার সাতাত্তর টাকা মাত্র)
৪.	বায়না টাকা জমা	ব্লক এ : INR ৩,৩০,০০,০০০-(মাত্র তিন কোটি ত্রিশ লাখ টাকা) ব্লক বি : INR ১০,০০,০০০- (মাত্র দশ লক্ষ টাকা)
৫.	নিলামে অংশগ্রহণ	সকল আগ্রহী ক্রেতাকে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে থাকা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেমনটি প্রযোজ্য) মেনে চলতে হবে।
৬.	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার, ১৩ মার্চ, ২০২৫
৭.	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	শনিবার, মার্চ ১৫, ২০২৫
৮.	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সোমবার, ২৪ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সন্ধ্যা ০৭,০০ বা তার আগে

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদেরকে liquidator.gncl@gmail.com liquidator.gncl@decoderesolvency.com-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরিতদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৫

সুমিত বিনানী, লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

বিজ্ঞান

জলেতে কম ডুব দিচ্ছে মোহনায় থাকা কুমির

কুমিরের আচরণ ও আবাসস্থলের বেশ পরিবর্তন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কুমির মূলত ইক্টোথার্মিক বা ঠান্ডা রক্তের প্রাণী। আর তাই কুমির নিজের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে বাহ্যিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কুমিরের শরীরের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে নদীর জলের তাপমাত্রা বাড়ছে। এতে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন মোহনায় থাকা কুমির জলেতে কম ডুব দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, শরীরের রক্ত গরম করতে বেশি পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না কুমিরগুলোকে। কারেন্ট বায়োলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০০৮ সাল থেকে কুমিরের শরীরের তাপমাত্রা শূন্য .৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এ ছাড়া চারপাশের তাপমাত্রা বাড়ার কারণে কুমির গুরুতর তাপীয় সীমার কাছাকাছি তাপমাত্রা অনুভব করছে। এসব কুমির সাধারণত উষ্ণ জলবায়ুতে রোদে শুয়ে বা জলেতে বেড়ে ওঠে। কিন্তু বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ার কারণে তাদের শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বিজ্ঞানী ক্যাটলিন বারহাম বলেন, গরমের কারণে কুমির ভালোই বিপাকে আছে। তাপমাত্রা বাড়ার কারণে কুমিরের বিপাকক্রিয়ার গতি বেড়েছে। এর অর্থ, বেশি অক্সিজেন ব্যবহার করছে কুমির। গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে কুমির শ্বাস বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। এতে কুমিরের প্রজনন ভবিষ্যতে প্রভাবিত হতে পারে। দীর্ঘায়িত তাপ কুমিরের শারীরিক চাপ ও শক্তির সংরক্ষণকে বাধা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা চলতে থাকলে কুমির শরীরকে ঠান্ডা করতে নতুন আবাস খুঁজতে বাধ্য হবে।

রেডিও জেটের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

বিভিন্ন মহাকাশীয় বস্তু থেকে নির্গত কণা ও তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণের উচ্চ গতির প্রবাহকে রেডিও জেট বলা হয়। অনেক দূর থেকে এসব কণার ধাক্কা টের পাওয়া যায়। মহাকাশের দূরবর্তী এলাকায় থাকা বৃহত্তম এক রেডিও জেটের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, রেডিও জেটটি চওড়ায় আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের (গ্যালাক্সি) দ্বিগুণ। আর তাই এই রেডিও জেট থেকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যাবে। বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, মহাকাশের দূরবর্তী এলাকায় কমপক্ষে ২ লাখ আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত এই রেডিও জেট। আর তাই রেডিও জেটটি বিরল এক প্রাচীন মহাজাগতিক কাঠামোর আভাস দিচ্ছে। রেডিও জেটটি সম্পর্কে দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারসে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার তথ্য মতে, বিজ্ঞানীরা দুটি শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে এই জেট শনাক্ত করেছেন। বিজ্ঞানী অ্যানিক গ্লোডেম্যান্স এই আবিষ্কারকে যুগান্তকারী ও মহাবিশ্বের প্রাথমিক সময়কার সবচেয়ে বড় রেডিও জেট হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই রেডিও জেট বিগ ব্যাংয়ের অল্প সময় পর তৈরি হয়েছিল।

আমাজন বনে ফুটন্ত জলের ভিন্ন ধরনের এক নদী রয়েছে

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন বনে ফুটন্ত জলের ভিন্ন ধরনের নদী রয়েছে। 'স্যান্টিস' নামের এই নদীর জলের তাপমাত্রা প্রায় ৯৮.৮৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ২১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ফলে জল আক্ষরিক অর্থেই ফুটতে থাকে। গরম জলের কারণে এই নদীর কাছাকাছি যত জীববৈচিত্র্য আছে, সেগুলো ধ্বংসের মুখে পড়ছে। পেরুর রেইনফরেস্টে বা মধ্য পেরুর মায়ানতুয়াকু অঞ্চলে অবস্থিত চার মাইল দৈর্ঘ্যের এই নদীর গতিপথ বেশ অদ্ভুত। ক্ষেত্রবিশেষে মাত্র ২০ ফুট চওড়া এই নদী নিয়ে অনেক কিংবদন্তি চালু আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলি ফোর্টিয়ারের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এই নদীর ৭০টি স্থানে জরিপ করেছেন। গ্লোবাল চেঞ্জ বায়োলজিতে প্রকাশিত সেই জরিপের ফলাফলে রিলি ফোর্টিয়ার বলেন, ভবিষ্যতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বনের গঠনে কী প্রভাব ফেলবে, তা জানার সুযোগ পাচ্ছি আমরা। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গড় তাপমাত্রা ১.৮ ফারেনহাইট বাড়লেই জীববৈচিত্র্য প্রায় ১১ শতাংশ কমতে থাকে। আর তাই নদীটির ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে পৃথিবীর ভূতাপীয় শক্তির সংযোগ আছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। ভূত্বকের কোনো একটি ছিদ্র দিয়ে আসা তাপ নদীর তরল জলের মাধ্যমে উন্মুক্ত হচ্ছে বলে এই নদীর তাপমাত্রা এত বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশের পরে পাললিক শিলা মাটির নিচে প্রক্রিয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন উষ্ণ প্রস্রবণ হিসেবে নদীর জল বাহিত হয়। ফুটন্ত এই নদী স্থানীয়ভাবে শেনেই-টিম্পিশকা নামে পরিচিত, যার অর্থ সূর্যের তাপে সেদ্ধ নদী। অনেক স্থানীয় বাসিন্দা এই নদীকে শ্রদ্ধার জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে। রিলি ফোর্টিয়ার বলেন, সামগ্রিকভাবে এই এলাকায় গাছের সংখ্যা বেশ কম, ফলে বৈচিত্র্যও কম। গরম জায়গায় কম প্রজাতি দেখা যায়। উষ্ণতম স্থান বলে বনের গঠন এখানে অন্য রকম। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে। এর ফলে একই ধরনের পরিবর্তন অন্যান্য নিম্নভূমির রেইনফরেস্ট এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। আর তাই দীর্ঘদিন এই নদীর ওপরে নজর রাখার মাধ্যমে উষ্ণায়নের কারণে নদীর ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা জানতে আগ্রহী তাঁরা।

ফ্রান্সের পারমাণবিক চুল্লী নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে

ফরাসি বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম সূর্য হিসেবে এক চুল্লির তাপামাত্রা তৈরির বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ফ্রান্সের ওয়েস্ট টোকামাক নামের একটি প্লাজমা তৈরির চুল্লিতে ১৩৩৭ সেকেন্ড ধরে প্লাজমা ধরে রেখে রেকর্ড স্থাপন করেছে, যা চীনের আরেকটি টোকামাকের পূর্বের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। স্থিতিশীল পারমাণবিক ফিউশন তৈরির জন্য এই রেকর্ড নতুন এক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কৃত্রিম সূর্য নামে পরিচিত টোকামাক যন্ত্র নক্ষত্রের মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়ার প্রতিলিপি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীতে স্থিতিশীল পারমাণবিক ফিউশন ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী ও টেকসই শক্তির উৎস হিসেবে এসব চুল্লি ব্যবহারের সুযোগ আছে। ফিউশন চুল্লিটি ফ্রান্সের বিকল্প শক্তি ও পারমাণবিক শক্তি কমিশন পরিচালনা করছে। এই চুল্লির পুরো নামে টাংস্টেন এনভায়রনমেন্ট ইন স্টেডি-স্টেট টোকামাক বা ওয়েস্ট। এই চুল্লিতে একটি ডোনাটের মতো কাঠামো থাকে, যার মধ্যে প্লাজমা শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সেখানে ফিউশন প্রক্রিয়া দেখা যায়। এমন চুল্লির মাধ্যমে বৃহৎ আকারের শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে কয়েক দশক সময় লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে যে চরম তাপমাত্রা ও চাপ দেখা যায়, তার প্রতিলিপি পৃথিবীতে তৈরি করা বেশ চ্যালেঞ্জের। পারমাণবিক ফিউশনের জন্য প্লাজমার দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।

আকাশে দেখা যাবে যেসব চমক

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আকাশ আগের তুলনায় বেশি পরিষ্কার থাকবে। শহরের বাইরে গ্রামের আকাশে তারার উপস্থিতি বাড়বে। রাত ১০টা থেকে মধ্যরাত পেরিয়ে রাত ৩টা পর্যন্ত আকাশে বিচিত্র সব চমক দেখা যাবে। এ সপ্তাহের আকাশে যা যা দেখা যাবে, সেগুলো দেখে নেওয়া যাক।

২২ ফেব্রুয়ারি
সন্ধ্যার পর থেকে রাত ৮টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত শুক্র গ্রহ স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। এ ছাড়া মঙ্গল গ্রহ রাত ৩টা ৫৪ মিনিট পর্যন্ত ও বৃহস্পতি গ্রহ রাত ১টা ১১ মিনিট পর্যন্ত দেখা যাবে আকাশে। শনি গ্রহ ও ইউরেনাস আকাশে দেখা গেলেও বেশ কষ্ট হবে দেখতে। অন্যদিকে নেপচুন গ্রহ আকাশে থাকলেও সন্ধ্যা ৭টা ৪৪ মিনিট পর্যন্ত দেখতে অনেক কষ্ট হবে। বৃহস্পতি গ্রহের পাশে টাওরাস নামের তারকা দেখা যাবে। ঠিক রাত ১১টা ৬ মিনিটে টাওরাসের কিছুটা দূরে বিটেলগেউস নামের ওরিয়ন তারকাপুঞ্জের উজ্জ্বল তারকার অবস্থান থাকবে। তার কিছুটা দূরে লুব্ধক বা সিরিয়াস এ তারকা দেখা যাবে।

২৩ ফেব্রুয়ারি
রাত ৮টা ৩০ মিনিট ঠিক মাঝখানে উজ্জ্বলভাবে শুক্র গ্রহ অবস্থান করবে। রাত ১টা ৭ মিনিটে বৃহস্পতি গ্রহ ও রাত ৩টা ৫০ মিনিটে মঙ্গল গ্রহ ঠিক মধ্য আকাশে অবস্থান করবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি
আকাশে স্পষ্টভাবে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ দেখা যাবে।

২৫ ফেব্রুয়ারি
আকাশে রাত আটটার পরে শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে দেখা যাবে। এদিন রাত ১১টা ৬ মিনিটে বৃহস্পতি গ্রহের ঠিক ওপরে মঙ্গল গ্রহের অবস্থান দেখা যাবে।

২৬ ফেব্রুয়ারি
এদিন পশ্চিমাকাশে স্পষ্টভাবে মঙ্গল গ্রহ রাত ৩টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। রাত ৮টা ৪৭ মিনিটে ঠিক মধ্য আকাশে মঙ্গল গ্রহের অবস্থান দেখা যাবে।

২৭ ফেব্রুয়ারি
রাত ১১টা ৬ মিনিটে পূর্বের আকাশে আর্কটুরাস, দক্ষিণপশ্চিম আকাশে সিরিয়াসে এই তারকার অবস্থান থাকবে।

২৮ ফেব্রুয়ারি
এদিন রাত ৯টায় মঙ্গল গ্রহ উত্তর আকাশে ও ৮টা ৩০ মিনিটে বৃহস্পতি গ্রহ উত্তরপশ্চিম আকাশে অবস্থান করবে। পশ্চিম আকাশে টাওরাস ও বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান কাছাকাছি থাকবে রাত ১১টার পরে।

টাইলোস গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ত্রিমাত্রিক মডেল

ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের সংগ্রহ করা তথ্য কাজে লাগিয়ে প্রথমবারের মতো সৌরজগতের বাইরে থাকা টাইলোস বা ওয়াসপ-১২১বি নামের একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, টাইলোস একটি বড় গ্যাসীয় গ্রহ, যা নক্ষত্রের বেশ কাছাকাছি প্রদক্ষিণ করছে। উত্তপ্ত গ্রহটির বায়ুমণ্ডল প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে তৈরি হয়েছে। আমাদের সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল এভাবেই বিকশিত হয়েছে। আর তাই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের ত্রিমাত্রিক কাঠামো নতুন তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছে। টাইলোস গ্রহের বায়ুমণ্ডলে তিনটি স্তর রয়েছে। অবিশ্বাস্য তাপের কারণে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের একেবারে নিচের স্তরে গ্যাসীয় আকারে লোহা ও মাঝের স্তরে সোডিয়াম রয়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রহটির চারপাশে সোডিয়ামের একটি স্রোত বৃত্তাকারভাবে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭০ হাজার কিলোমিটার গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। আর তাই আমাদের সৌরজগতের যেকোনো গ্রহের তুলনায় টাইলোস গ্রহে বাতাসের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি। ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির বিজ্ঞানী জুলিয়া ভিক্টোরিয়া সিডেল বলেন, 'এমন কাঠামো আগে কখনো পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। অন্য গ্রহে বায়ুমণ্ডল কীভাবে আচরণ করে, তার সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় আকারে টাইটানিয়ামের উপস্থিতিও পাওয়া গেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে লোহা বা টাইটানিয়াম পাওয়া যায় না। আমাদের গ্রহের নিম্ন তাপমাত্রার কারণে এসব ধাতু এখানে কঠিন আকারে অবস্থান করছে। যদিও পৃথিবীর ওপরের বায়ুমণ্ডলে একটি সোডিয়াম স্তর রয়েছে।' টাইলোস গ্রহের ভর মোটামুটি বৃহস্পতির সমান। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৯০০ আলোকবর্ষ দূরে পপিস নক্ষত্রমণ্ডলের কাছে অবস্থিত। গ্রহটির এক পাশের তাপমাত্রা প্রায় ৪ হাজার ৯০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অন্য পাশের তাপমাত্রা প্রায় ২ হাজার ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। গ্রহটি পৃথিবীর হিসেবে ১. ৩ দিনে নিজ কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে থাকে। আর তাই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের গঠন নিয়ে আরও জানতে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা।

Name Change
I, Babu Sk my Daughter name Siayeedatunnesha khatun (Old Name) resident of Char Krishnapur N.K Babupur, Ranitala, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby decrale that I have changed my daughter name from Siayeedatunnesha khatun to Sayeedatunnesha khatun and hencefort my daughter shall be known as Sayeedatunnesha khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025 . My daughter name Sayeedatunnesha khatun & Siayeedatunnesha khatun both are same and one identical person.

Change of Name
I, Ayub Mondal (Old Name) S/O– Raosan Ali Saiekh resident of Vill-Akona, Po-Sunmuni, Ps-Illambazar, Dist-Birbhum, West Bengal, Pin-731214 do hereby decrale that I have changed my name from Ayub Mondal to Ayub Hosain Saiekh and hencefort I shall be known as Ayub Hosain Saiekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025. My name Ayub Hosain Saiekh & Ayub Mondal both are same and one identical person.

Change of Name
I, Rajeda Begum (Old Name) W/O– Md Rofikul Hasan resident of Vill-Bilpara, Po-Srikrishnapur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby decrale that I have changed my name from Rajeda Begum to Mst Rajeda Begum and hencefort I shall be known as Mst Rajeda Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/02/2025 . My name Mst Rajeda Begum & Rajeda Begum both are same and one identical person.

Change of Name
I, Md Wajed Ali (Old Name) S/O– Aksar Ali resident of Haldibari, Dhangara, Shishu Shiksha Kendra, Chanchal, Dist-Malda, West Bengal, Pin- 732125 do hereby decrale that I have changed my name from Md Wajed Ali to Wajed Ali and hencefort I shall be known as Wajed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025. My name Wajed Ali & Md Wajed Ali both are same and one identical person.

Change of Name
I, Shrinibas Mandal (Old Name) S/O–Narayan Mandal resident of Katlamari, Sarandajpur, Mohanganj, Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby decrale that I have changed my name from Shrinibas Mandal to Chinibas Mondal and hencefort I shall be known as Chinibas Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025 . My name Chinibas Mondal & Shrinibas Mandal both are same and one identical person.

Change of Name
I, Hazarat Seikh (Old Name) S/O– Abdul Hannan Sk resident of Vill-Tiktikipara Po-Roshanbagh, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742164 do hereby decrale that I have changed my name from Hazarat Seikh to Hajrat Sk and hencefort I shall be known as Hajrat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/02/2025. My name Hajrat Sk & Hazarat Seikh both are same and one identical person.

Change of Name
I,Asraf Ali (Old Name) S/O– Md Erfan Ali resident of Gharialichak, Kaliachak Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Asraf Ali to Md Asraf Ali and hencefort I shall be known as Md Asraf Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/02/2025 . My name Md Asraf Ali & Asraf Ali both are same and one identical person.

Change of Name
I, Rejjak Saikh (Old Name) S/O– Ahasan Sekh resident of Vill-Dhala, Po-Jibanti, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Rejjak Saikh to Rejjak Sekh and hencefort I shall be known as Rejjak Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025. My name Rejjak Sekh & Rejjak Saikh both are same and one identical person.

Change of Name
I,Mst Asrafun Nesha (Old Name) D/O– Md Asraf Ali resident of Gharialichak, Kaliachak Dist-Malda, West Bengal, Pin- 732201 do hereby decrale that I have changed my name from Mst Asrafun Nesha to Asrafun Nesha and hencefort I shall be known as Asrafun Nesha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/02/2025. My name Asrafun Nesha & Mst Asrafun Nesha both are same and one identical person.

Change of Name
I, Murarimonan Kirtanya (Old Name) S/O–Haridas Kittania resident of Vill-Khayramari, Po-Sindrani, Ps-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, West Bengal, Pin-743297 do hereby decrale that I have changed my name from Murarimonan Kirtanya to Murarimohan Kirtanya and hencefort I shall be known as Murarimohan Kirtanya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025. My name Murarimohan Kirtanya & Murarimonan Kirtanya both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Shikha Majumder (পুরাতন নাম) স্বামী Pralay Kanti Majumder পিতা Tapan Halder ঠিকানা Vill - Chandpara (Debipur), P.o - Chandpara Bazar, P.s - Gaighata, District- 24 Pgs(N), Pin- 743245, West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 05-01-2025 এর Affidavit no 1398 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shika Majumder Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shika Majumder Halde (নতুন নাম) ও Shikha Majumder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Junita Debabrata Dey (Old Name) W/o Bikram Dey Residing at B2/10, ECTP PH-3, Samadrita, EM Bypass, E.K.T District - Kolkata, Pin - 700107 West Bengal India shall henceforth be known as Junita Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 24-02-2025. Junita Debabrata Dey (Old Name) and Junita Dey (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Aditi Gupta (Old Name) D/o Himansu Sekhar Dasgupta W/o Susanta Gupta Residing at 9, Shyamapally, Jadavpur, Jadavpur University, District - Kolkata, Pin - 700032 West Bengal India shall henceforth be known as Aditi Dasgupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 24-02-2025. Aditi Gupta (Old Name) and Aditi Dasgupta (New Name) both as same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Prosenjit Tarafdar (পুরাতন নাম) পিতা Madhab Tarafdar ঠিকানা Vill - Dogachhia, P.o - Dogachhia Monmohanpur, P.s - Gaighata, District- 24 Pgs(N), Pin- 743245, West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 17-02-2025 এর Affidavit no 2116 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Prasenjit Tarafdar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Prasenjit Tarafdar (নতুন নাম) ও Prosenjit Tarafdar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Gerard Nathan (Old Name) S/o Susai Nathan Residing at Shiv Niketan Apartment, 172/7 Picnic Garden Road, Near Purbasree Palli Club, Picnic Garden Naskar Hut, P.o - Tiljala,District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Gerard Rajesh Nathan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 21-02-2025. Gerard Nathan (Old Name) and Gerard Rajesh Nathan (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Mahua Nath (Old Name) D/o Sukumar Halder Residing at 32, Sreedhar Roy Road, P.s - Tiljala, District- Kolkata Pin- 700039 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Mahua Halder (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, South 24 Parganas vide affidavit no 1101 Dated 28-07-2022. Mahua Nath (Old Name) and Mahua Halder (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I,MAJIT MONDAL,SON OF ALAUDDIN MONDAL, RESIDING AT SHYAMNAGAR,BERIJ, KOTWALI, NADIA - 741103,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAJID MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/02/2025.THAT MAJIT MONDAL AND MAJID MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, JALIL SARDAR (Old Name) S/O JACHHIMUDDIN SARDAR Residing at Vill-Bhaduria, P.O.-Bhaduria, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743427, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL ZALIL SARDAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2025. JALIL SARDAR (Old Name) and ABDUL ZALIL SARDAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sudesna Dhar W/o Anindya Sundar Dhar Residing at 3rd Floor, 10 Ajanta Road, P.o - New Santoshpur, P.s - Survey Park, District - Kolkata, Pin- 700075 West Bengal India shall henceforth be known as Sudesna Sinha Dhar. I declare that Sudesna Dhar and Sudesna Sinha Dhar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-02-2025.

Name Change
I, Tarikul Islam (old name) son of Moslem Mondal, residing at Teligachha, PO- Ghoragachha, PS- Kalyani, Nadia, Pin: 741245, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tarikul Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 24.02.2025. Tarikul Islam (old name) and Tarikul Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, AFSANABANU IMTIYAZ MOTIWALA and AFSANA BANU (Old Name) W/O MD IMTIAZ Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AFSANA IMTIYAZ MOTIWALA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 21-05-2022. AFSANABANU IMTIYAZ MOTIWALA and AFSANA BANU (Old Name) and AFSANA IMTIYAZ MOTIWALA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Debashis Kumar Bala S/o Harshit Bala Residing at 5/51, Jagatipota Kissan Market, P.o - Dhalua, P.s - Narendrapur, District - 24 Pgs(S), Pin- 700152 West Bengal India shall henceforth be known as Debashis Bala. I declare that Debashis Kumar Bala and Debashis Bala is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-02-2025.

Name Change
I, Sabina Bibi (old name) wife of Samirul Mondal, residing at Baliyadanga Pashchimpara, Dignagar, Nadia, Pin: 741401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sabana Khatun Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 24.02.2025. Sabina Bibi (old name) and Sabana Khatun Bibi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, SHEK ALFAZUDDIN (Old Name) S/O Late SEKH SAIFUDDIN Residing at Vill-Dank, P.O.-Haripur Chak, P.S.-Haripal, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK ALFAJUDDIN (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Serampore Court vide affidavit no 1690 Dated 05-02-2025. SHEK ALFAZUDDIN (Old Name) and SK ALFAJUDDIN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk Babusona S/o Jahangir Shaik Residing at Vill - Borhanpur, P.o - Sukdebpur, P.s - Bishnupur, District - 24 Pgs(S), Pin- 743503 West Bengal India shall henceforth be known as Babusona Shaik. I declare that Sk Babusona and Babusona Shaik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-02-2025.

Name Change
I, Supia Bibi (old name) wife of Asraf Ali Mandal, residing at Vill: Korapara, P.O- Sikrakulingram, P.S- Basirhat, North 24 Parganas, Pin: 743428, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Chupiya Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 22/02/2025. Supia Bibi (old name) and Chupiya Bibi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, ADNAN IMTIAZ and ADNAN IMTIYAZ MOTIWALA (Old Name) S/O MD IMTIAZ Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ADNAN IMTIAZ MOTIWALA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 18-06-2022. ADNAN IMTIAZ and ADNAN IMTIYAZ MOTIWALA (Old Name) and ADNAN IMTIAZ MOTIWALA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I SAKSHI D/O SARDAR AND MOTHER URMILA, RESIDENT OF 315, SEJGAON, GURAD-FALIYA, SEJGAON, ALIRAJPUR, MADHYA PRADESH PIN 457887 DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM SAKSHI D/o SARDAR AND MOTHER URMILA, TO SAKSHI CHOUHAN D/O SARDAR SINGH CHOUHAN MOTHER-URMILA CHOUHAN AND HANCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS SAKSHI CHDUHAN D/O SARDAR SINGH CHOUHAN AND MOTHER URMILA CHOUHAN IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT SRL No. 1027 DATED 19/12/2024 AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT DIST. ALIRAJPUR MADHYA PRADESH - 457887. SAKSHI D/O SARDAR AND SAKSHI CHOUHAN D/O SARDAR SINGH CHOUHAN BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MdWajed Ali (Old Name) S/O–Askar Aliresident of Haldibari, Dhangara, ShishuShiksha Kendra, Chanchal,Dist-Malda, West Bengal, Pin-732125 do hereby decrale that I have changed my namefromMdWajed Ali toWajed Aliand hencefort I shall be known asWajed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary publicBerhamporecourt on24/02/2025. My nameWajed Ali&MdWajed Aliboth are same and one identical person.

Name Change
I, IMTIYAZ ZAKARIA MOTIWALA and IMTIAZ JIKAR BHAI MOTIWALA (Old Name) S/O MOHAMMED ZAKRIA Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD IMTIAZ (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 21-05-2022. ADNAN IMTIAZ and ADNAN IMTIYAZ MOTIWALA (Old Name) and MD IMTIAZ (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Nasim (old name), S/O Imam Khan, residing at H-116, Shyamlal Lane, Garden Reach, Kolkata-700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nasim Khan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Nasim Khan (new name) and Md Nasim (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, MAJIBUR (Old Name) S/o- FAJAL SK, Residing at, Vill- Balutungi, Post - Bajupur Madhupur, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAJIBUR To MAJIBUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAJIBUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, MAJIBUR RAHAMAN and MAJIBUR both are Same and one identical person.

Name Change
I, JALIL SARDAR (Old Name) S/O JACHHIMUDDIN SARDAR Residing at Vill-Bhaduria, P.O.-Bhaduria, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743427, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL ZALIL SARDAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2025. JALIL SARDAR (Old Name) and ABDUL ZALIL SARDAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I,HADER TRIPTI,WIFE OF KALLOL KUMAR HALDER,RESIDING AT 42B RISHI AUROBINDA SARANI, HARIDEVPUR THAKURPUKUR, MAHESTOLA DIST: SOUTH 24 PARGANAS PIN-700082 WEST BENGAL, INDIA. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TRIPTI HALDER (NEW NAME) . VIDE AFFIDAVIT (99AB 98978) SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ATKOLKATA ON 21/02/2025.HADER TRIPTI (OLD NAME) AND TRIPTI HALDER (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MS FAROOQ AHMED AND SK FARUK AHMED (OLD NAME), SON OF SHAIK ABDUL MALEK, RESIDING AT 6-2-175/2, TALAWADI,GULZAR THEATRE,BIDAR, KARNATAKA,PIN - 585401,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAIK FAROOQ AHMED(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/02/2025.THAT MS FAROOQ AHMED AND SK FARUK AHMED ALSO SHAIK FAROOQ AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, AFSANABANU IMTIYAZ MOTIWALA and AFSANA BANU (Old Name) W/O MD IMTIAZ Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AFSANA IMTIYAZ MOTIWALA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 21-05-2022. AFSANABANU IMTIYAZ MOTIWALA and AFSANA BANU (Old Name) and AFSANA IMTIYAZ MOTIWALA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Tarun Mukherjee (old name), S/O Late Bimal Krishna Mukherjee, residing at 157/1, P.K. Guha Road, Dumdum, P.O.- Dumdum, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700028, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tarun Kanti Mukherjee (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Tarun Kanti Mukherjee (new name) and Tarun Mukherjee (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,CHANCHAL SANTRA, SON OF RAMCHANDRA SANTRA, RESIDING AT 2ND FLOOR,FL B2,1583 NAYABAD MAIN ROAD,MUKUNDAPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700099,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANCHAL KUMAR SANTRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2025.THAT CHANCHAL SANTRA AND CHANCHAL KUMAR SANTRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SHEK ALFAZUDDIN (Old Name) S/O Late SEKH SAIFUDDIN Residing at Vill-Dank, P.O.-Haripur Chak, P.S.-Haripal, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK ALFAJUDDIN (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Serampore Court vide affidavit no 1690 Dated 05-02-2025. SHEK ALFAZUDDIN (Old Name) and SK ALFAJUDDIN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Anup Kumar Makhal (old name), S/O Batakrishna Makhal, residing at Paschimpara, Nimdangi, Hooghly, Pin- 712414, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anup Makhal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Anup Makhal (new name) and Anup Kumar Makhal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,TARAPADA CHAKRAVARTY @ TARAPADA CHAKRABORTY @ TARAPADA CHAKRABORTI, S/O ASHUTOSH CHAKRABORTY, R/O AMBIKA KUNDU BYE LANE,RAMRAJATALA PO - SANTRAGACHI, HOWRAH 711104,WB SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARAPADA CHAKRABARTI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24TH FEBRUARY 2025, THAT TARAPADA CHAKRAVARTY, TARAPADA CHAKRABORTY, TARAPADA CHAKRABORTI AND TARAPADA CHAKRABARTI ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON NOT DIFFERENT PERSON.

Name Change
I, ADNAN IMTIAZ and ADNAN IMTIYAZ MOTIWALA (Old Name) S/O MD IMTIAZ Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ADNAN IMTIAZ MOTIWALA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 18-06-2022. ADNAN IMTIAZ and ADNAN IMTIYAZ MOTIWALA (Old Name) and ADNAN IMTIAZ MOTIWALA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Suranjan Paul (old name), S/O Late Pradip Kumar Pal, residing at Vill.- Muthadanga, P.O.- Mayapur, P.S.- Arambagh, Dist.- Hooghly Rural, Pin- 712413, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suranjan Pal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Suranjan Pal (new name) and Suranjan Paul (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Farida Tunnessa C/o Sk Jakir Hossain Residing at Palpara, Patashpur, District - Purba Medinipur, Pin - 721458 West Bengal India shall henceforth be known as Farida Tunnesa Khatun Bibi. I declare that Farida Tunnessa and Farida Tunnesa Khatun Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 24-02-2025

Name Change
I, IMTIYAZ ZAKARIA MOTIWALA and IMTIAZ JIKAR BHAI MOTIWALA (Old Name) S/O MOHAMMED ZAKRIA Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD IMTIAZ (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 21-05-2022. ADNAN IMTIAZ and ADNAN IMTIYAZ MOTIWALA (Old Name) and MD IMTIAZ (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Yasin Sk (old name), S/O Sk Manjur, residing at Bhola, P.O.- Kamarkundu, Dist.- Hooghly, Pin- 712407, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Yeasin Ali (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Sk Yeasin Ali (new name) and Yasin Sk (old name) both are same and identical person.

পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে সূচনা হল দোল পূর্ণিমা উৎসব

দেবাশীষ কংশ বণিক, মায়াপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পতাকা উত্তোলন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল মায়াপুর ইসকন মন্দিরে গৌর পূর্ণিমা বা শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব। তীর্থভূমি নবদ্বীপের ভূমিপুত্র শ্রী চৈতন্যদেবের ৫৩৯ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দিরে আয়োজিত হবে ৩৫ দিন ব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সোমবার সকালে পতাকা উত্তোলন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে মায়াপুর ইসকনের দোল পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা উৎসব। আগামী ১৪ মার্চ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বা গৌর পূর্ণিমা উৎসব। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মন্দিরনগরী মায়াপুরে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হবে বলে জানান, মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস। উৎসব চলবে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত। সোমবার সকালে মন্দির নগরীর শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল দোল পূর্ণিমা উৎসব। চৈতন্যদেবের ৫৩৯ তম আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করতে বিগত বছরের ন্যায় এবছরও এক মাস ব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে। সমগ্র বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বিদেশি ভক্ত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় ভক্ত মায়াপুর ইসকনের গৌর পূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যেই বহু বিদেশি ভক্ত গৌর পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে মায়াপুরে পৌঁছে গেছেন বলে জানা যায়। মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৯ তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শ্রাবণা উৎসব মেলা, কীর্তন মেলা, ৭২ কিমি নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা, শ্রী শ্রী রাধা মাধব বোট ফেস্টিভ্যাল, শান্তিপুর ফেস্টিবল, শোভাযাত্রা, গঙ্গা পূজা, বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ, একাধিক সেমিনার, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় ভজন কীর্তন, নাটক, সঙ্গীত অনুষ্ঠান ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করা হবে। আগামী ১৪ মার্চ দোল পূর্ণিমা বা বসন্ত উৎসব। উল্লেখ্য, দোল পূর্ণিমায় সর্বত্র চলে রং ও আবির খেলা হলেও একমাত্র মায়াপুরে রং বা আবির ব্যবহার হয় না।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার মন্দিরতলায় বহুতল আবাসনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধের, প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন তিনি। কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শিবপুরের মন্দিরতলা এলাকায় পাঁচতলা আবাসনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম বৈদ্যনাথ পাল (৯২)। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যেয় আবাসনের তিনতলার ফ্ল্যাটে বসে টিভি দেখছিলেন তিনি। পাশের ঘরেই ছিলেন স্ত্রী ছবি পাল। পরিবার জানায়, আচমকাই তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা এসে পরিবারকে খবর দেয়। আবাসনের নিচে বৃদ্ধকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শিবপুর থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 17D.M/ENGG/ 2024-25(2nd call)
Date-24/02/2025
E-NIT 20D.M/ENGG/2024-25
Date-24/02/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

Sealed tenders are invited from the bonafied Contractors/ outsiders for Nine works communicated under Memo no 34(8)/Dgp/2025 dated 20.2.25 for etender No 04/ Dgp of Dharampur gp. Last date of closing of Submission of technical & financial bid is 28/2/2025 up to 18.00 hrs. For details please contact the website http://etender.wb.nic. and office notice board.
Sd/- Prodhan
Dharampur Gram Panchayat

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline Tender for the work of **OFFLINE NIQ no.: WBPWD/ EE/HCD/Offline NIQ 24/2024-25**
Conducting traffic census for Classified Traffic Volume count (CTVC) for 7 continuous days (7x24 hours) using mobile automatic traffic count and classifier (ATCC) survey supported by Videography at Ramkrishna Setu over river Dwarakeswar situated at junction of SH- 2 and SH-7 Pallishree, Arambagh, Hooghly for **Peak season** and submission of reports in accordance with IRC :9-1972 in both hard copy (6 copies) & soft copy as specified in concerned NIQ. under Hooghly Construction Division, P.W.D. Last Date & Time limit for collection of Bid paper **25.02.2025 up to 2.00 p.m.** Last Date & Time limit for receiving Bid paper **04.03.2025 up to 2.30 p.m.** Bid paper will be opened **04.03.2025 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. **Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: https://wbpwd.gov.in/**
Sd/-
S. Roy pratihar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Office of The
GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.-Murshidabad
E-Tender Notice
Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No- **(1) MSD/ KAN/GOK-II/12/2024-25, (2) MSD/ KAN/GOK-II/13/2024-25.** Last date of submission **28/02/2025(01/03/2025 for NIeT-13) up to 16.00 Hrs.** Bid Opening Date: **06/03/2025 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

Office of the
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
P.O.-Jibanti, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad
NIeT No. (1)12/MHND-II G.P./2024-25, (2) 13/MHND-II G.P./2024-25 & (3) 14/MHND-II G.P./2024-25
The Prodhan, Mahalandi-II G.P. invites e-tender for total 25(Twenty-five)Nos. different works. Bid submission starting from **24/02/2025 at 18.00 Hrs. up to 03/03/2025 at 18.00 Hrs**. Bid opening date for Technical & Financial Proposals on **10/03/2025 at 11:00 Hrs**. For details visit website **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Mahalandi-II Gram Panchayat

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 160/Abuj-I/2025, Dated: 24/02/2025
The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Installation of 06 Nos. solar Street Light. Last date of submission of Bid **04/03/2024 up to 12.00 p.m.** Technical Bid Opening Date **06/03/2024 up to 02.00 pm.** For details please visit **website https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com
Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 09/NAMGP/25 (2024-25), dt: -22/02/2025 (2)10/ NAMGP/25 (2024 - 25), dt: - 22/02/2025 (Fund- 15 th CFC)** Last Date of Bid Submission: **01/03/2025, 11:00 Hrs.** Date of Opening: **03/03/2025, 11:00 Hrs**. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS,. or Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas
E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 15 th FC 2 nd Installatment 2024-2025 (Tied & Un-tied Fund)
NIT No:- 27 - Roads – 8 nos. – Rs.7,64,225.00(without GST)
NIT No:- 28 – Culvert – 1 No. – Rs. 80776.00(do)
NIT No:- 29 – Drain – 11 Nos. – Rs. 14,04,442.00 (do)
NIT No:- 30 – Tube well – 1 No. – Rs. 1,80,274.00(do)
NIT No:- 31 – Water Supply system – 1 No. – Rs. 2,91,668.00(do)
Tender Notice date: **24-02-2025 at 3.00 PM**, Tender published Date: **25-02-2025 at 3.00 PM**. Document download start date: **25-02-2025 at 3.00 P.M.**, Document download end date: **03-03-2025 at 1.00 PM**. Bid submission Start date: **25-02-2025 at 3.00 P.M.**, Bid Submission end date: **03-03-2024 at 1.00 P.M.** Technical Bid Opening Date: **05-03-2025 at 2.00 P.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Falta Gram Panchayat

'ঘুষ' নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের এক নেত্রীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার চাকরি দেওয়ার নামে ঘুষ। সরকারি চাকরি বিক্রি হয়েছে, যাদের সাধ্য আছে তারা কিনে নিয়েছে - এই অভিযোগ আপামর বঙ্গবাসী সহ আদালতেরও। এর সঙ্গে যুক্ত শাসক দলের নেতা মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক নিচু তলার কর্মী পর্যন্ত। আর এবার সেই অভিযোগ আসলো দুর্গাপুরের ব্লক স্তরের এক তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। নেত্রী টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও তাঁর অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। প্রতারিত মহিলার স্বামীর দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে দলীয় নেতৃত্ব। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশ্নটা উঠেছে, শুধুই কি ওই মহিলা তৃণমূলের বড়ো নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন? দিনকয়েক আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া সতর্কবার্তা, দলের কেউ অন্যায় করলে তার দায় দল নেবে না। আর অন্যায় করলে তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু বার বার প্রমাণ হচ্ছে, কেউ মানছেন না মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ। অভিযোগ এক মহিলাকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাখ টাকা আদায় করেন অন্ডাল ব্লক সভানেত্রী সুজাতা বসু সরকার। টাকা দেওয়া-নেওয়া নিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর কথোপকথনের কয়েকটি অডিও ভাইরাল হওয়ায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্ডাল ব্লকের মদনপুর গ্রামের বাসিন্দা মধুমিতা মুখোপাধ্যায়। তিনি আইসিডিএসে চাকরির আবেদন জানিয়ে কথা বলেন ব্লক সভানেত্রী সুজাতাদেবীর সঙ্গে। অভিযোগ, চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি মধুমিতার কাছ থেকে টাকা চান নেত্রী। তাঁর কথামতো টাকাও দেন মধুমিতা। কিন্তু তারপরও চাকরি হয়নি। পরে বার বার বলায় ৫০ হাজার টাকা ফেরত দিলেও বাকি টাকা কিন্তু ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। তার পরেই সমস্ত ঘটনা সামনে আসে।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী হস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে আপত্তিকর ইঙ্গিত, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী হস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে আপত্তিকর ইঙ্গিত। অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্ত যুবককে গ্রাম থেকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত যুবক রবি মহম্মদ। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের সাথের পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বছর বাইশের ওই যুবক আগেও চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়। বেশ কিছুদিন জেলও খাটে। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রী হস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছিল। ছাত্রীরা নিরাপত্তাকর্মীদের খবর দেন। নিরাপত্তাকর্মীরা খবর পেয়ে আসেন। বিপদ বুঝে পালিয়ে যায় যুবক। কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, অত্যন্ত কুরুচিকর ঘটনা। পুলিশকে ঘটনার কথা জানানো হয়। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে। বিরাট এলাকায় জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কলেজ ক্যাম্পাসেই ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা হস্টেল রয়েছে। ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ জায়গা বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা। তবে বেশ কিছু জায়গা অরক্ষিত। মনে করা হচ্ছে অরক্ষিত জায়গা দিয়ে যুবক ক্যাম্পাসে ঢোকে। অধ্যক্ষ জানান, কলেজ ও হস্টেলের জন্য নিরাপত্তাকর্মী রয়েছেন। পাশাপাশি পিঙ্ক পুলিশ ভ্যান নিয়মিত ক্যাম্পাসের চারপাশে টহল দেয়। জানা গেছে, কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে যুবককে চিহ্নিত করে পুলিশ। যুবকটি পাহাড়পুর গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে ছিল যুবকটি। পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবককে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে সহকারী সরকারি আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী জানান।

বর্ধমান পৌরসভার বিরুদ্ধে লাগামহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মহাকুম্ভের জল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ কংগ্রেসের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্নীতির পীঠস্থান হয়ে গেছে বর্ধমান পৌরসভা! এমনই অভিযোগ তুলে সোমবার রীতিমতো কলসী ভর্তি মহাকুম্ভের জল নিয়ে এসে পৌরসভায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অভিনব বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস। এদিন কলসী করে কুম্ভের জল নিয়ে রেলওয়ে ওভারব্রীজ থেকে মিছিল করে কংগ্রেসের কর্মীরা বর্ধমান পৌরসভায় আসেন। পৌরসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শ্লোগান তুলে পৌরপতি ও উপপৌরপতির অফিস ঘরের সামনে গিয়ে তাদের নেমপ্লেটে কুম্ভের জল ছেটানোর পাশাপাশি অফিসের বিভিন্ন জায়গায় কুম্ভের জল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করেন। প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য গৌরব সমাদ্দার বলেন, মানুষের বিশ্বাস কুম্ভস্নানে পাপমোচন হয়। কিন্তু বর্ধমান পৌরসভার যে ভয়াবহ দুর্নীতি চলছে তা রাজ্যের অন্য কোনো পৌরসভায় নেই। বেআইনি নির্মান, পুকুর বোজানো, বিনা প্লানে বাড়ি তৈরী, টাকা - পয়সা নিয়ে বেশ কিছু কাউন্সিলার যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট ফিস এর ১১ কোটি টাকা কোথায় গেল তার কোন হদিস নেই, শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। কেন তারা বেতন পাচ্ছেন না জানতে চাইলে পৌরপতি জবাব দেন টাকা নেই। ডেভেলপমেন্ট ফিস এর ১১ কোটি টাকা থাকলে শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া যেত। কোন কোন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে কিসের ভিত্তিতে তাদের ডেভেলপমেন্ট ফিস মকুব করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি এদিন সুর চড়িয়ে বলেন, বর্ধমান পৌরসভায় এত দুর্নীতি থাকায় মহাকুম্ভের জল নিয়ে সারা পৌরসভায় ছিটিয়ে পৌরসভাকে পাপমুক্ত করা হল। পৌরসভায় স্বচ্ছতা ফেরাতে কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার দিন চারেক আগেই সপরিবারে উত্তর প্রদেশ গেছেন কুম্ভস্নানে। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ আন্দোলন কিন্তু যথেষ্ঠ কৌশলি ও সময়োপযোগি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/ 17/2024-25
Vide Memo No- 26/NGP/25 dated-21/02/2025 Last date of submission of tender- **07/03/2025 upto 10.00 AM** For Details See office notice board of Visit Website: **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayet

e-Tender Notice
P.O.-cum-DWO, BCW & TD, Purulia invites e-tender of 2024-25

NIT NO	Tender ID	END Date
NIT-11(e) SI-01	2025_DM_819887_1	06.03.2025

Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in
Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL .& P.O. – CHATUMADA, P.S. - HURA, DIST. - PURULIA
CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT
NOTICE FOR INVITING TENDER
1. E-Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 50% Credential of similar type of works for 03 nos. Of schemes **(15th FC)(WB/CGP/NITe-04/2024-25)** to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat. Last date of submission of Financial bid from **19.02.2024 from 2.00 pm up to 28.02.2025 up to 05-00 pm**. Date of opening of Technical Proposal (online) **03.03.2025 from 11.00 am.**
Sd/- Pradhan
Chatumdar Gram Panchayat

NOTICE
Notice is hereby given to all concerned that my Client **SRI JAYANTA DEBNATH,** son of Late Bijoy Debnath, of 15-2, Brahmapur Nath Para, Garia, P.S. Bansdroni, Kolkata — 700084, Dist. South 24-Parganas, by swearing an Affidavit dated 20.02.2025 before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipore declare that my father Bijoy Debnath, now deceased and Bijoy Nath, now deceased, both are same, one and identical person and also declare that my mother Tapati Debnath and Tapati Nath, both are same, one and identical person and further declare that I, Jayanta Debnath and Jayanta Nath both are same, one and identical person and further declare that my wife Priyanka Debnath and Priyanka Nath, both are same, one and identical person and also declare that my daughter Tithi Debnath and Tithi Nath, both are same, one and identical person.
ANIL PAL
Advocate
Judges Court Alipur,
Kolkata- 700027
Enrolment No. WB-1530/2000
M- 9830965511

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 3662/WS/SD **Dated-24/02/2025**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT4/2e/25 and Tender Id No-2025_MAD_819471_1 to 3** for Supply & Installation 20H.P. S.M. pump set & Laying C.I. & D.I. pipe & Interconnection works at different area under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **11/03/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works.

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/24-25/23 (1st Call)

Name of the Work: **Roof treatment of Dilapidated Pump House Roof at Maniktala Drainage Pumping Station under S&D Department**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,761.13.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/24-25/26 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of Panel Room, Toilet at Pagladanga DSP including sewer line shifting for Quarter Premises and other ancillary works at DLPS**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,017.75**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/24-25/24 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of existing toilet and construction of new room at Sae Quarter Premises (Quarter No. 7/03/01/B) at DLPS under S&D Department**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,776.66**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Bid submission start date and time (online): **25.02.2025** at **1 pm. [For Sl. No. 1 to 3]**. Last date and time of submission of bid (online): **06.03.2025** at **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Date of opening of technical bid: **08.03.2025** at **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]**. The bid forms and other details are available on and from **25.02.2025** at **1 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/449 (1st Call)

Name of the Work: **Restoration of Road disturbed by CME(C) for improvement of Sewer Line at A.P.C. Road from the junction of Vivekananda Road to the junction of Yogipara Lane in Ward No. 27 under BR-IV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,944.06**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **08.03.2025** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **28.02.2025** at **12 noon**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/734 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of damaged road at Dipen Ghosh Sarani, Ramkrishna Ghosh Road and surrounding areas in Ward No. 2 under BR-I**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,92,164.15**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **17.03.2025** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **03.03.2025** at **12 noon.** The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**
1418/24-25

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly
Notice inviting Tender no: NIT NO: 007/NGP/2025, dated: 24/02/2025
for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **24/02/2025**. Last date of submission of Tender: **03/03/2025**. Date of Opening of Tender: **05/03/2025.** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- 103/MGP/2025, Dated:-24.02.2025
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE
Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for Fencing works. Document download & sale starting (Online) **25.02.2025 at 10.30 AM. up to 03.03.2025 at 15.00 PM**. Last date of submission of Bid proposal (online) **03.03.2025 at 15.00 PM.** Bid opening date(online): **05.03.2025 at 15.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

NOTICE
In the Court of the Ld. District Delegate 1st Civil Judge (Sr. Divn.) at Alipore ACT XXXIX
CASE NO.183 of 2024 (PROBATE)
In the matter of:
1. Anup Rawla, son of Late Krishan Gopal Rawla, residing at C-5/4, Safdarjung Development Area, Hauz Khas S.O, Southwest Delhi, Pin Code -110 016.
2. Ritu Saksena, wife of Sri Asit Saksena and daughter of Late Krishan Gopal Rawla, residing at Flat No.1202, Sumer Trinity Tower CHS No.- 2A, New Prabhadevi Road, behind Chaitanya Tower, Prabhadevi, Mumbai -400 025 Police Station Prabhadevi.
......Executrix/Applicants
It is hereby notified to all concerned through this notice that the Applicants abovenamed have filed this Probate Case seeking grant of probate of the Last Will and Testament dated 2nd July 2016 executed by Bindra Rawla being the testator. That save and except Bindu Saraf being the younger daughter, has not objected to the grant of probate. The deceased has no other legal heirs. If anybody has any objection against the said Will or grant of probate, he or she may appear either in person or through their authorised representative before this court within 30 days of the date of publication and to file objection, if any, there against. In default, the matter will be heard and determined Ex parte in accordance with law.
SEAL
By Order
Sd/-
Sheristadar, District Judge's Court,
Alipore, South 24 Paraganas.

কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পরিবারের লোকজনের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। হাওড়ার বালির নিমতলা এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গেছে, বাড়িতে ওই কিশোরীর বাবা-মা না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত যুবক কিশোরীর বাড়িতে ঢোকে। এরপর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে ওই কিশোরীর উপর অত্যাচার চালায়। কাউকে বললে তাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয় সে। এরপর কিশোরীর বাবা-মা বাড়ি এলে সে কান্নাকাটি করতে থাকে। তার প্রচন্ড পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। তার বাবা-মা জিজ্ঞাসা করতেই সে সমস্ত ঘটনা বলে দেয়। এরপরই কিশোরীর বাবা বালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এর ভিত্তিতে পকসো আইনে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ফাইলেরিয়া মুক্ত গড়তে প্রশাসনের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ফাইলেরিয়া মুক্ত করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শুরু হলো মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এম ডি এ) কর্মসূচি। সোমবার বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস, বালুরঘাট পৌরসভার পৌরাধ্যক্ষ অশোক কুমার মিত্র সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ফাইলেরিয়া মুক্ত জেলা গড়তে প্রথম ধাপে এই কর্মসূচির মাধ্যমে ওষুধ সেবন শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাইলেরিয়ার ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। প্রশাসনের লক্ষ্য, জেলার প্রতিটি মানুষকে ফাইলেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধ সেবন করিয়ে রোগ নির্মূল করা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নাগরিকদের এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

যুবককে হত্যা'র চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এক যুবককে হত্যা'র চেষ্টার ঘটনায় পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে নয়াদিল্লির কেশবপুরম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ভরত, সে ত্রিনগরের বাসিন্দা। হত্যা'র ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২২ ফেব্রুয়ারি কেশবপুরম থানায় খবর আসে যে লরেন্স রোডের পেট্রোল পাম্পের কাছে এক যুবককে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তদন্তে জানা যায়, আহত যুবকের নাম জস করণ ওরফে হানি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভরত নামের এক ব্যক্তি তাঁর ধাবায় আসে এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাগবিতণ্ডার পর তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। পুলিশ পলাতক অভিযুক্ত ভরতকে গ্রেফতার করে। তার ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2024 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2024 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 12.03.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

KOLKATA DISTRICT - BOW BAZAR-KOLKATA: 2649000603, 2649000606, 2649000627, 2649000634, 2649000646, 2649000669, 2649000674, 2649000676, 2649000686, 2649000693, 264900266, 264900267, 264900273, 264900274, 264900286, 264900296, 264900316, 264900321, 264900329, 264900347, 264900357, 264900365, 264900386, 264900400, 264900402, 264900411, 264900430, 264900437, 264900438, 264900439, 264900447, 264900448, 264900461, 264900470, 264900471, 264900472, 264900473, 264900482, 264900484, 264900486, 264900496, 264900497, 264900502, 264900503, 264900504, 264900505, 264900515, 264900541, 264900545, 264900548, 264900573, 264900574, 264900586, F17071, F17102, F17163, F17249, F17279, F17376, F17398, F17523, F17544, F17565, F17580, F17593, F17594, F17660, F17670, F17683, F17719, F17837, F17959, F18004, F18037, F18050, F18064, F18071, F18151, F18162, F18182, F18660, F18663. **LENIN SARANI:** 396700382, 396700383, 396700389, 396700403, 396700413, 396700422, 396700426, 396700447, 396700451, 396700467, 396700468, 396700473, 396700474, 396700490, 396700504, 396700506, 396700518, 396700520, 396700533, 396700534, 396700537, 396700538, 396700550, 396700551, 396700559, 396700609, 396700616, F4370, F4451. **SHYAM BAZAR:** 3968000459, 3968000476, 3968000477, 3968000484, 3968000487, 3968000488, 3968000509, 3968000528, 3968000537, 3968000548, 396800075, 396800087, 396800089, 396800111, 396800127, 396800133, 396800148, 396800149, 396800155, 396800160, 396800161, 396800164, 396800173, 396800175, 396800180, 396800186, 396800191, 396800203, 396800212, 396800215, 396800225. **TOLLYGUNGE:** 398000074, 398000078, 398000083, 3980000831, 3980000832, 3980000838, 3980000855, 3980000865, 3980000870, 3980000880, 3980000888, 3980000893, 3980000907, 3980000910, 3980000915, 3980000940, 3980000941, 3980000952, 3980000955, 3980000961, 3980000981, 3980000984, 3980001009, 3980001026, 3980001042, 3980001046, 398000105, 3980001054, 398000118, 398000129, 398000137, 398000151, 398000152, 398000158, 398000160, 398000161, 398000175, 398000178, 398000179, 398000180, 398000190, 398000198, 398000201, 398000203, 398000207, 398000208, 398000213, 398000214, 398000216, 398000217, 398000224, 398000227, 398000229, 398000230, 398000232, 398000238, 398000239, 398000240, 398000243, 398000245, 398000251, 398000257, 398000281, 398000402, 398000408, 398000445. **SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT - AMTALA:** 396600390, 396600413, 396600418, 396600428, 396600461, 396600497, 396600519, 396600521, 396600542, 396600560, 396600574, 396600578, 396600616, 396600628, 396600641, 396600658, 396600661, 396600800, 396600861, F7234. **BARUIPUR:** 250801683, 250801764, 250801778, 250801795, 250801837, 250801838, 250801863, 250801865, 250801927, 250801995, 250802056, 250802084, 250802173, 250802179, 250802231, 250802256, 250802267, 250802269, 250802271, 250802336, 250802350, 250802359, 250802367, 250802380, 250802417, 250802463, 250802465, 250802490, 250802549, 250802631, 250802644, 250802679, 250802689, 250802735, 250802746, 250802784, 250802785, 250802810, 250802829, 250802844. **BUDGE BUDGE-WEST BENGAL:** 268401084, 268401094, 268401101, 268401133, 268401142, 268401221, 268401232, 268401240, 268401241, 268401253, 268401259, 268401263, 268401271, 268401317, 268401375, 268401433, 268401444, 268401465, 268401476, 268401505, 268401509, 268401519, 268401522, 268401523, 268401533, 268401536, 268401543, 268401559, 268401567, 268401581, 268401588, 268401596, 268401602, 268401606, 268401607, 268401609, 268401610, 268401617, 268401619, 268401627, 268401637, 268401643, 268401652, 268401668, 268401672, 268401678, 268401707, 268401737, 268401768, 268401781, 268401794, 268401795, 268401797, 268401817, 268401824, 268401833, 268401850, 268401852, 268401859, 268401911, 268401951, 268401952, 268402039, 268402072, 268402092, 268402109, 268402133, 268402139, 268402164, 268402182, 268402204, 268402210, 268402225, 268402245, 268402275, 268402294, 268402304, 268402306, 268402415, 268402435, 268402467, 268402488, 268402493, 268402517, 268402541, 268402557, 268402604, 268402640, 268402647. **CANNING:** 420000915, 420000956, 420000998, 420001037, 420001123, 420001188, 420001238, 420001240, 420001277, 420001295, 420001343, 420001371, 420001372, 420001413, 420001415, 420001496, 420001513, 420001564, 420001633, 420001641, 420001711, 420001741, 420001748, 420001751, 420001783, 420001812, 420001829, 420001857, 420001875, 420001876, 420001911, 420001928, 420001929, 420001936, 420001946, 420001952, 420001963, 420001968, 420001982, 420001986, 420001992, 420002017, 420002021, 420002028, 420002042, 420002046, 420002072, 420002118, 420002157, 420002161, 420002169, 420002172, 420002189, 420002195, 420002202, 420002226, 420002239, 420002245, 420002260. **DIAMOND HARBOUR:** 400201151, 400201245, 400201261, 400201314, 400201436, 400201445, 400201446, 400201460, 400201468, 400201471, 400201475, 400201498, 400201509, 400201525, 400201552, 400201747, 400201762, 400201767, 400201798, 400201814, 400201823, 400201843, 400201859, 400201882, 400201912, 400201948, 400201996, 400202000, 400202003, 400202035, 400202052, 400202059, 400202077, 400202105, 400202115, 400202129, 400202130, 400202134, 400202169, 400202201, 400202216, 400202218, 400202231, 400202235, 400202248, 400202264, 400202312, 400202332, 400202343, 400202385, 400202412. **KAKDWIP:** 415401490, 415401503, 415401547, 415401553, 415401617, 415401635, 415401639, 415401681, 415401686, 415401732, 415401762, 415401763, 415401772, 415401796, 415401859, 415401941, 415401957, 415401962, 415401968, 415401980, 415401985, 415402008, 415402011, 415402012, 415402028, 415402030, 415402035, 415402040, 415402058, 415402066, 415402069, 415402107, 415402125, 415402139, 415402140, 415402155, 415402200, 415402211, 415402217, 415402222, 415402258, 415402269, 415402272, 415402282, 415402285, 415402306, 415402316, 415402320, 415402345, 415402351, 415402379, 415402385, 415402386, 415402388, 415402394, 415402396, 415402398, 415402451, 415402454, 415402460, 415402468, 415402475. **NEW GARIA:** 398801386, 398801398, 398801401, 398801425, 398801426, 398801478, 398801518, 398801520, 398801525, 398801530, 398801539, 398801540, 398801586, 398801614, 398801624, 398801641, 398801680, 398801696, 398801726, 398801727, 398801730, 398801744, 398801756, 398801789, 398801790, 398801791, 398801816, 398801821, 398801840, 398801849, 398801864, 398801879, 398801895, 398801904, 398801916, 398801931, 398801932, 398801939, 398801940, 398801966, 398801974, 398801976, 398802000, 398802004, 398802029, 398802031, 398802050, 398802058, 398802072, 398802078, 398802094, 398802106, 398802130, 398802131, 398802152, 398802177, 398802198, 398802206, 398802211, 398802220, 398802260, 398802268, 398802272, 398802273, 398802295, 398802297, 398802319, 398802330, 398802356, 398802360, 398802367, 398802378, 398802379, 398802389. **SONARPUR:** 412600941, 412600958, 412600968, 412600983, 412600997, 412601034, 412601039, 412601052, 412601077, 412601080, 412601084, 412601089, 412601115, 412601119, 412601123, 412601138, 412601159, 412601163, 412601197, 412601213, 412601219, 412601220, 412601230, 412601244, 412601251, 412601255, 412601269, 412601274, 412601283, 412601284, 412601287, 412601288, 412601289, 412601300, 412601310, 412601327, 412601338, 412601350, 412601351, 412601352, 412601355, 412601357, 412601360, 412601361, 412601373, 412601378, 412601389, 412601390, 412601394, 412601398, 412601401, 412601410, 412601414, 412601415, 412601418, 412601422, 412601424, 412601425, 412601432, 412601441, 412601454, 412601465, 412601480, 412601486, 412601487, 412601495, 412601497, 412601508, 412601522, 412601528, 412601531, 412601546, 412601566, 412601570, 412601574, 412601583, F10262.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 25.03.2025 at 10.00 am at **SHYAM BAZAR:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, 206, APC Road, Shyambazar, Opposite CESC Office, Kolkata, West Bengal - 700004. **NEW GARIA:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 12 No, Srinagar Main Road, Near C 5 Bus Stand, PO – Panchayasayar, PS - Sonarpur, West Bengal - 700094. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।
মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

পরের মরসুমেও দলগঠনে ফের চমক দেখাতে তৈরি বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিহাস গড়েছে মোহনবাগান। আইএসএলে টানা দু'বার লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজির গড়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তবে এবার লিগ জয়ের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নশিপেও নজর রাখছে মোলিনার দল। তাই বাড়তি উচ্ছ্বাসে ভাসতে নারাজ বাগান শিবির। টুর্নামেন্ট এখনও শেষ হয়ে যায়নি। নজর সরাতে চাইছেন না কোচ মোলিনাও। রবিবার লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সোম আর মঙ্গলবার দু'দিন অনুশীলনে ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছেন কোচ। শনিবার মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ আছে মোহনবাগানের। এখন থেকেই সামনের বছরের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। এবছর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে সরাসরি কোয়ালিফাই করলেও খেলার সুযোগ পাননি ম্যাকলারেনরা। লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সামনের বছরও এসিএল টু খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে গঙ্গাপারের ক্লাব। তাই এখন থেকেই সামনের বছরের জন্য শক্তিশালী দল গড়ার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট।

কত বল বাকি ছিল? পাকিস্তানকে দুরমুশ করেও সন্তুষ্ট নন শ্রেয়স আইয়ার!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। দুবাইয়ের মন্থর পিচে বোলারদের দাপট, বিশেষ করে মহম্মদ সামির ফাইফার যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তেমনই শুভমন গিলের সেঞ্চুরি। সুপার সান ডে-তে পাকিস্তান বধ সম্পন্ন। পাকিস্তান অবশ্য শুরুটা ভালো করেছিল। এরপর হার্দিক পান্ডিয়ার ব্রেক থ্রু, অক্ষরের বুলস আই থ্রো। তৃতীয় উইকেটে রিজওয়ান ও সাউদ শাকিল সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ গড়লেও খুবই মন্থর। পাকিস্তানকে ২৪১ রানেই অলআউট করে ভারত। রান তাড়ায় শুরুতে রোহিতের উইকেট হারানোয় সাময়িক অস্বস্তি ছিল ভারতীয় শিবিরে। প্রিন্স শুভমন গিলের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়েন কিং কোহলি। শুভমন ফিরলেও ক্রিজে তখনও কিং। শ্রেয়সের সঙ্গেও অনবদ্য জুটি গড়েন। বিরাটের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে ৪৫ বল বাকি থাকতেই জয়। ৬ উইকেটে জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ভারত। পাকিস্তান বধ করেও সন্তুষ্ট নন শ্রেয়স আইয়ার! বিরাট কোহলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রেয়সও। ৬৭ বলে ৫৬ রান করেন তিনি। সেই শ্রেয়স সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করে বসেন, ''আচ্ছা কত বল বাকি ছিল?'' ৪৫ বল শুনেই বলেন, ''আমার মনে হয় আরও আগেই জিততে পারতাম। সেটা আরও ভালো জয় হত। আমাদের আরও আগ্রাসী ব্যাটিং করা প্রয়োজন ছিল। আরও

আগে ম্যাচটা জিততে পারতাম।'' কঠিন পিচে ৪৫ বল বাকি ৬ উইকেটের জয়েও সন্তুষ্ট নন! আসলে এই ভারতীয় টিমের প্রত্যাশাটাই যে বেশি। এর জন্যই টুর্নামেন্টে ফেভারিটও ধরা হচ্ছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট জয়েও ভারতের জন্য অস্বস্তির কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই তারকার চোট। একজন খোদ অধিনায়ক রোহিত শর্মা, অপরজন পেস বিভাগের মূল ভরসা মহম্মদ শামি। দুজনকেই পাক ম্যাচে বেশ কিছুক্ষণ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। প্রশ্ন হল, কতটা গুরুতর তাঁদের চোট? পরের ম্যাচে সুস্থভাবে মাঠে নামবেন তো দুই তারকা? ম্যাচ শেষে দুই মহাতারকার ফিটনেস নিয়ে মুখ খুললেন শ্রেয়স আইয়ার। ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারের অন্যতম ভরসা শ্রেয়স বলছেন, ''ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দেখে মনে হয়নি কোনও সমস্যা হচ্ছে। যত দূর জানি, ওদের চোট এমন কিছু গুরুতর নয়। পরের ম্যাচে খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।'' শ্রেয়সের মুখে আশ্বাসবাণী কিছুটা স্বস্তি দেবে ভারতীয় ক্রিকেটভক্তদের। আসলে রবিবার জয়ের মাঝেও চিন্তা বেড়ে গিয়েছিল শামি-রোহিতকে নিয়ে। ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন। বেশ কিছুটা সময় মাঠের বাইরেও থাকতে হয়েছিল। ফিল্ডিং করার সময় বোঝাই যাচ্ছিল, হিটম্যানের বেশ অসুবিধা হচ্ছে। শামিকে নিয়েও চিন্তা ছিল। নিজের বোলিং স্পেলের দ্বিতীয় ওভারে বল করার সময় হঠাৎই পায়ে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। মাঠে এসে ফিজিও প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করেন। কোনওমতে ওভার শেষ করেই মাঠের বাইরে বেরিয়ে যেতে হয় শামিকে। বেশ কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। চিকিৎসা করানোর পরে মাঠে ফিরে অবশ্য বোলিং করেন শামি।

ওকে দেখে একটুও অবাক হইনি রোহিত

দুবাই, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাইশ গজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্যাট প্রায়শই জ্বলে ওঠে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ম্যাচ থাকলে মেন ইন ব্লুর তারকারা তো আলাদাই মেজাজে থাকেন। রবিবার দুবাইতে পাক-বধ করেছে ভারত। নায়ক বিরাট কোহলি। হাঁকিয়েছেন ওডিআই কেরিয়ারের ৫১তম সেঞ্চুরি। কোহলির এই শতরানে মুগ্ধ ভারতীয় টিমের সকলে। ম্যাচের শেষে যে কারণে বিরাটকে নিয়ে উচ্ছ্বাস শোনা গিয়েছিল রোহিত শর্মার গলায়। বহু দিনের সতীর্থ বিরাটের পারফরম্যান্স নিয়ে রোহিত শর্মা বলেন, ''বিরাট দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে ভালোবাসে। ও যেভাবে রবিবার খেলেছে, সেই রকম খেলতেই পছন্দ করে। এবং সেটাই করে সব সময়। যারা ড্রেসিংরুমে বসে খেলা দেখছিল, ওরা কেউ বিরাটকে দেখে অবাক হয়নি। চাপের মুখে ওর এরকম ইনিংস দেখে আমরা কেউ একটুও অবাক হইনি।'' বিরাট যে সময় ৯৬ রানে ছিলেন, তখন রোহিত শর্মা ড্রেসিংরুম থেকে তাঁকে ছয় মেরে সেঞ্চুরি পূরণ করার কথা ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। এরপর কোহলির সেঞ্চুরি পূরণ করার পর খুশিতে মেতে উঠতে দেখা যায় রোহিত শর্মাকে। কোহলির শতরানের প্রশংসা করার পাশাপাশি দলের বোলারদেরও বাহবা জানাতে ভোলেননি রোহিত। তিনি বলেন, ''আমরা বল হাতে ভালো পারফর্ম করেছিলাম। আমরা জানতাম উইকেট পরের দিকে স্লো হয়ে যেতে পারে। তবে দলের ব্যাটারদের উপর আস্থা রেখেছিলাম। আমি

স্পিনারদের বিশেষ কৃতিত্ব দিতে চাই। কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাডেজারা প্রত্যেকেই সেরা পারফর্ম করেছে।'' রবিবার কিং কোহলি সেঞ্চুরি করার পর ভারতীয় টিমের প্রত্যেকে সেলিব্রেশন মুডে চলে গিয়েছিল। টিমের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বিরাট কোহলির অতীতে বনিবনা প্রায় হত না। গত এক বছর ধরে, আরও ভালো করে বললে, গৌতম ভারতের হেড কোচ হওয়ার পর বিরাটের সঙ্গে সম্পর্ক খানিক শীতল হতে শুরু করে। পরবর্তীতে বিরাটকে নিয়ে নানা ভালো কথা শোনা গিয়েছে গম্ভীরের মুখে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোহলি সেঞ্চুরি করার পর মাঠ ছাড়েন যখন, সেই সময় গম্ভীর হাসিমুখে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। কে বলবে, এই গম্ভীরই কিনা এক মাস আগে বিরাটের কাছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী জানতে চেয়েছিলেন। ক্রিকবাজ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিরাট কোহলি দুবাইতে সেঞ্চুরি করার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে গৌতম গম্ভীরের এক কথা। অস্ট্রেলিয়া সফরে ভরাডুবির পর বিরাট কোহলিকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কথা পরিষ্কার জানাতে বলেছিলেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর এবং গৌতম গম্ভীর। শুধু বিরাটকেই নয়, জানা গিয়েছিল ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকেও তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানানোর কথা বলেছিলেন অজিত-গৌতমরা। বিরাট-রোহিতরা যে এখনও ফুরিয়ে যাননি, তা তাঁদের পারফরম্যান্স বলে দিচ্ছে। বিরাট তো মাঠে নামলেই রেকর্ড গড়ে ফেলছেন। যেমন- ভারত-পাক ম্যাচের দিন করলেন। ভারতের সবচেয়ে দ্রুত এবং ক্রিকেট বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ওডিআইতে ১৪ হাজার রানের রেকর্ড গড়েছেন বিরাট। এখানেই শেষ নয়। ভারতের হয়ে ওডিআইতে ১৪ হাজার রানের বেশি এখন করে ফেলেছেন বিরাট। সঙ্গে রয়েছে ওডিআইতে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ক্যাচের রেকর্ড। এ ছাড়া তিন ফর্ম্যাটে সবচেয়ে বেশি রান করার তালিকায় রিকি পন্টিংকে ছাপিয়ে গিয়েছেন বিরাট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৬১৪টি ইনিংসে বিরাটের ঝুলিতে এসেছে ২৭,৫০৩ রান।

৫০০ দিন পর পুরো ৯০ মিনিট খেলে নেইমারের অবিশ্বাস্য অলিম্পিক গোল

সান্তোস, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ গতকাল রাতের আগে নেইমার শেষ কবে কোনো ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন? দিন হিসাব করে কেউ যদি পেছনের দিকে যেতে থাকেন, তাহলে হয়তো হতাশ হয়ে অর্ধেকেই থেমে যেতে হবে। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' অবশ্য সেই হতাশাজনক কাজটিই করেছে এবং হিসাব করে রবিবার রাতের আগে নেইমারের সর্বশেষ ৯০ মিনিট খেলার দিন-তারিখও বের করেছে। সংবাদমাধ্যমটির হিসাবে নেইমার সর্বশেষ ৯০ মিনিট খেলেছেন ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর। সেদিন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্র ম্যাচে শেষবারের মতো পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন নেইমার। অর্থাৎ রবিবার নেইমারের সর্বশেষ ৯০ মিনিট খেলার ৫০০ দিন পূর্ণ হয়েছিল। তবে ৫০০ দিন পূরণের রাতেই সান্তোসের হয়ে মাঠে নেমে পুরো ম্যাচ খেললেন নেইমার। শুধু খেললেন বললে অবশ্য ভুল হবে। ক্যাম্পেওনাতো পলিস্তায় ইন্তারনাসিওনাল দি লিমেইরার বিপক্ষে সান্তোসের ৩-০ গোলের জয়ে নেইমার করেছেন অবিশ্বাস্য এক অলিম্পিক গোল। ম্যাচের ২৭ মিনিটে কর্নার থেকে সরাসরি গোল করে থামিয়ে দেন কটাক্ষ করতে থাকা দর্শকদের। কর্নারে নেইমারের নেওয়া বাঁকানো শট দূরের পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। কর্নার থেকে সরাসরি করা গোলকেই বলা হয় অলিম্পিক গোল। ১৯২৪ সালে সে সময়ের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিপক্ষে এক প্রীতি ম্যাচে কর্নার থেকে সরাসরি গোল করেছিলেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার সিজারো ওনজারি। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে করার কারণেই এই গোলটি পরে অলিম্পিক গোল হিসেবে পরিচিতি পায়। এই গোলের পর নেইমারের উদযাপনটাও ছিল দেখার মতো। যে উদযাপনে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে। পর্তুগিজ মহাতারকার মতোই গোল করে বিজ্ঞাপন বোর্ডের ওপর বসে উদযাপন সেরেছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ব্রাজিলে ফেরার পর সান্তোসের হয়ে এটি নেইমারের ষষ্ঠ ম্যাচে দ্বিতীয় গোল। পাশাপাশি তিনটি গোলে সহায়তাও করেছেন তিনি, যার দুটিই অবশ্য গতকাল রাতে লিমেইরার বিপক্ষে। সব মিলিয়ে দীর্ঘদিন পর মনে রাখার মতো এক ম্যাচই খেললেন নেইমার। এখন সামনের দিনেও ধারাবাহিকভাবে নেইমারের জাদু দেখার অপেক্ষা।

প্রয়াত বাংলার গর্ব কিংবদন্তি টিটি কোচ ভারতী ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শিলিগুড়ি থেকে উঠে এসেছেন অনেক অনেক টিটি প্লেয়ার। আর তার অন্যতম কারিগর ভারতী ঘোষ। টিটির কোর্টে বারবার জিতে আসা ভারতী ঘোষ জীবনের লড়াইয়ে আর পেরে উঠলেন না। খেলাধুলোর জগতে 'বাঈ' নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বেশ কয়েক মাস ধরেই বার্ধ্যক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। এ দিন বার্ধ্যকজনিক কারণে প্রয়াত কিংবদন্তি টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষ। শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস এবং ভারতী ঘোষ যেন সমার্থক। কোচিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য বয়সকে বাধা হতে দেননি। নিজের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। অনেক দুস্থ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কোচিং করিয়েছেন। জীবনটাকেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন টেবিল টেনিসকে। হাতে ধরে গড়ে তুলেছেন টিটি প্লেয়ারদের। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় স্তরে যেমন প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তেমনই আন্তর্জাতিক মঞ্চেও। ভাইয়ের বন্ধুর সহযোগিতায় টিটির দুনিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। ছিলেন না কোনও কোচ। হাতে গোনা কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে টিটি খেলা শুরু করেন। সিনিয়রদের দেখে খেলা শিখেছিলেন। খুব অল্প বয়সেই এই খেলার সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে তাঁর ভাবনায় আসে, খেলোয়াড় তৈরিতে গুরুত্ব দেবেন। ভারতী ঘোষের হাত ধরে অন্তত ৩ হাজার টিটি প্লেয়ার উঠে এসেছে। জিতেছেন অনেক সম্মান। তবে কচিকাঁচাদের ভালোবাসা, অভিভাবকদের ভরসা ছিল তাঁর কাছে সম্পদ। শিলিগুড়িই নয়, বাংলা হারাল এমনই একজন ক্রীড়াগুরুকে। ক্রীড়াজগত থেকে রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিরা তাঁর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সম্প্রতি ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর হস্তক্ষেপেই ভারতী ঘোষকে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সোমবার সকালে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়ামহলে। রাজ্য সরকারের তরফে ২০১৯ সালে বঙ্গরত্ন এবং ২০২১ সালে ক্রীড়া দপ্তরের তরফে 'ক্রীড়া গুরু' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁকে। প্রশিক্ষকের ডিগ্রি না থাকলেও ভারতী ঘোষ শুধু উত্তরের নন, রাজ্যের অন্যতম সেরা টেবিল টেনিস কোচ ছিলেন। অর্জুন মান্তু ঘোষ বলেন, ''ভারতীদির প্রয়ান ক্রীড়াজগতের এক অপূরনীয় ক্ষতি। তার প্রশিক্ষণে অনেক তারকা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় উঠে এসেছিল।'' মেয়র গৌতম দেব বলেন, ''খুব খারাপ লাগছে। তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বার্ধক্যজনিত অনেক সমস্যা ছিল। ক্রীড়াগুরু ও বঙ্গরত্ন সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। খুব খারাপ লাগছে।'' বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, ''খেলার জগতে অপুরনীয় ক্ষতি হয়ে গেল।''

বিদেশি খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের অপহরণ করে পণবন্দির ছক ফাঁস পাকিস্তানে

লাহোর, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তানের ইংটেলিজেন্স ব্যুরো সোমবার এক মারাত্মক সতর্কতা জারি করল। আয়োজক দেশ পাকিস্তানে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বিদেশিদের পণবন্দি করার ছক কষেছে জঙ্গিরা। দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে এমনই চক্রান্তের বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আগত বিদেশি অতিথিদের অপহরণ করে অর্থ আদায় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টার গোপন ছক ফাঁস করে দিয়েছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা। তারা জানিয়েছে, পাকিস্তানে সক্রিয় গুপ্ত জঙ্গি গোষ্ঠীরা এই মতলব এঁটেছে। সিএনএন-নিউজ এইটটিনকে একটি সূত্র জানিয়েছে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, আইসিসের খোরাসান প্রদেশ গোষ্ঠী ও বালুচিস্তানকেন্দ্রিক জঙ্গি সম্পর্কে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাক আইবি-র হুঁশিয়ারির পরপরই সীমান্ত এলাকা এবং অন্যান্য জায়গায় শক্তিশালী দল মোতায়েন করা হয়েছে। দেশে অতিথি হিসেবে আসা বিদেশি খেলোয়াড় ও দলের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হচ্ছে। এই সতর্কতায় পাকিস্তানের মতো দেশে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান করার পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত প্রথম থেকেই জঙ্গিপনা নিয়ে আপত্তি তুলে পাকিস্তানের মাটিতে খেলার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। পাক আইবির তথ্য অনুযায়ী, ইসলামিক স্টেট খোরাসান গোষ্ঠী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যোগ দিতে আসা অতিথিদের অপহরণ করে অর্থ আদায়ের ছক কষেছে। বিশেষত তাদের লক্ষ্য চিন ও আরবিদের উপর। এর পরেই দেশের বন্দর, বিমানবন্দর, অফিস এবং আবাসিক এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা অপহরণ করে রাখার জন্য শহরতলি এলাকায় নিরাপদ গোপন আস্তানার খোঁজ করছে। বিশেষত যেসব জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা নেই এবং কেবলমাত্র রিকশ ও মোটর সাইকেল পৌঁছতে পারে এমন গলিঘুঁজির মধ্যে ঘর দেখার কাজ চলছে। রাতে নিরাপত্তা রক্ষীদের নজর এড়িয়ে এইসব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার তাল করছে। প্রসঙ্গত, এর আগে শাংলায় গতবছর চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের উপর হামলা ও ২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিমের উপর হামলার মতো ঘটনা ঘটেছিল। এদিকে, আফগানিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাও একইভাবে সরকারি সংস্থাগুলিকে আইএসকেপির সম্ভাব্য হামলা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

শোয়েবের চাঁচাছোলা আক্রমণ

'বাবর আজম বরাবরের জালিয়াত'

ইসলামাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাবর আজম একজন ভণ্ড, প্রতারক। আজ নয়। কেরিয়ারের গোড়া থেকেই ও জালিয়াত। বিরাটের সঙ্গে বাবরের কোনও তুলনাই চলে না। পেশোয়ারের কোনও জনৈক পথচারী নন, দেশের তারকা ক্রিকেটারকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করেছেন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস' শোয়েব আখতার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুবাইয়ের ময়দানে ভারতের বিরুদ্ধে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। আর এই গোটা বিষয়ের নেপথ্যে যাকে দাঁড় করানো হচ্ছে তিনি বাবর আজম। প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঠুকে ঠুকে খেলার অভিযোগ ওঠে। তাকে স্বার্থপর, দেশদ্রোহী বলেও দেগে দেন কেউ কেউ। গতকাল টিম ইন্ডিয়ার সামনে পড়ে তেমন দাপট দেখাতে পারেননি পাক ওপেনার। ২৬ বল খেলে ২৩ রানে আউট হন বাবর। মাত্র ২৪০ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। হাসতে হাসতে ৩ ওভার বাকি থাকতে জয় নিশ্চিত করে ভারত। কাণ্ডারী বিরাট কোহলি। দুরন্ত শতরান করে দলকে জেতান তিনি। আর এরপরই ঠিক হয়ে যায়, পাকিস্তানের বিদায় মোটামুটি নিশ্চিত। ১৯৯৬ সালের পর ফের বড় মাপের আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের বরাত পেয়েছে তারা। অথচ গ্রুপ থেকেই ছিটকে যেতে হচ্ছে তাদের। এভাবে ছিটকে যাওয়ার খলনায়ক হিসেবে উঠে আসছে বাবর আজমের নাম। যার সমালোচনায় সরব হয়েছেন স্বয়ং প্রাক্তন পাক পেসার শোয়েব আখতার। তিনি বলেন, ''প্রথমেই কোহলির বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। আমায় বলুন, বিরাটের হিরো কে? উত্তর হবেঃ শচিন তেন্ডুলকর, যিনি ১০০টি শতরান করেছেন। আর বিরাট

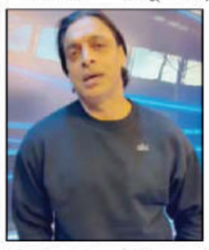

তাঁরই ছায়াকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এবার তাকান বাবরের দিকে। বাবরের হিরো কে? জবাব আসবেঃ টুক টুক।'' অর্থাৎ, সামনে কোনও নায়ক না থাকা, অত্যন্ত মাঝারি মানের খেলোয়াড়দের দেখে শেখার বিষয়টি বোঝাতেই ব্যঙ্গের সুরে কাল্পনিক 'টুক টুক' শব্দটি বেছে নিয়েছেন শোয়েব। এরপরই তীব্র আক্রমণের সুরে জানিয়েছেন, ''বাবরের চিন্তার মধ্যেই গলদ রয়েছে। ও ভুল নায়কদের নির্বাচন করেছে। বাবর বরাবরের ভণ্ড, প্রতারক।'' উল্লেখ্য, বাইরের দুনিয়া যাই বলুক না কেন, দুই মুলুকের দুই সুপারস্টার ক্রিকেটারের মধ্যে বন্ধুত্ব বরাবর অমলিন। ২০২২ সালে বিরাট যখন চূড়ান্ত অফ ফর্মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়ান বাবর আজম। 'এই সময় কেটে যাবে'-বলে বার্তা দেন তিনি। পাল্টা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক্স-হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কোহলি। গতকালও দুবাইয়ের ময়দানে সৌজন্যের ছবি ধরা পড়েছে। বাবর ব্যাট করতে আসা মাত্র দুজনে খানিক কথা বলেন। তারপর বাবরের পিঠ চাপড়ে দেন বিরাট।

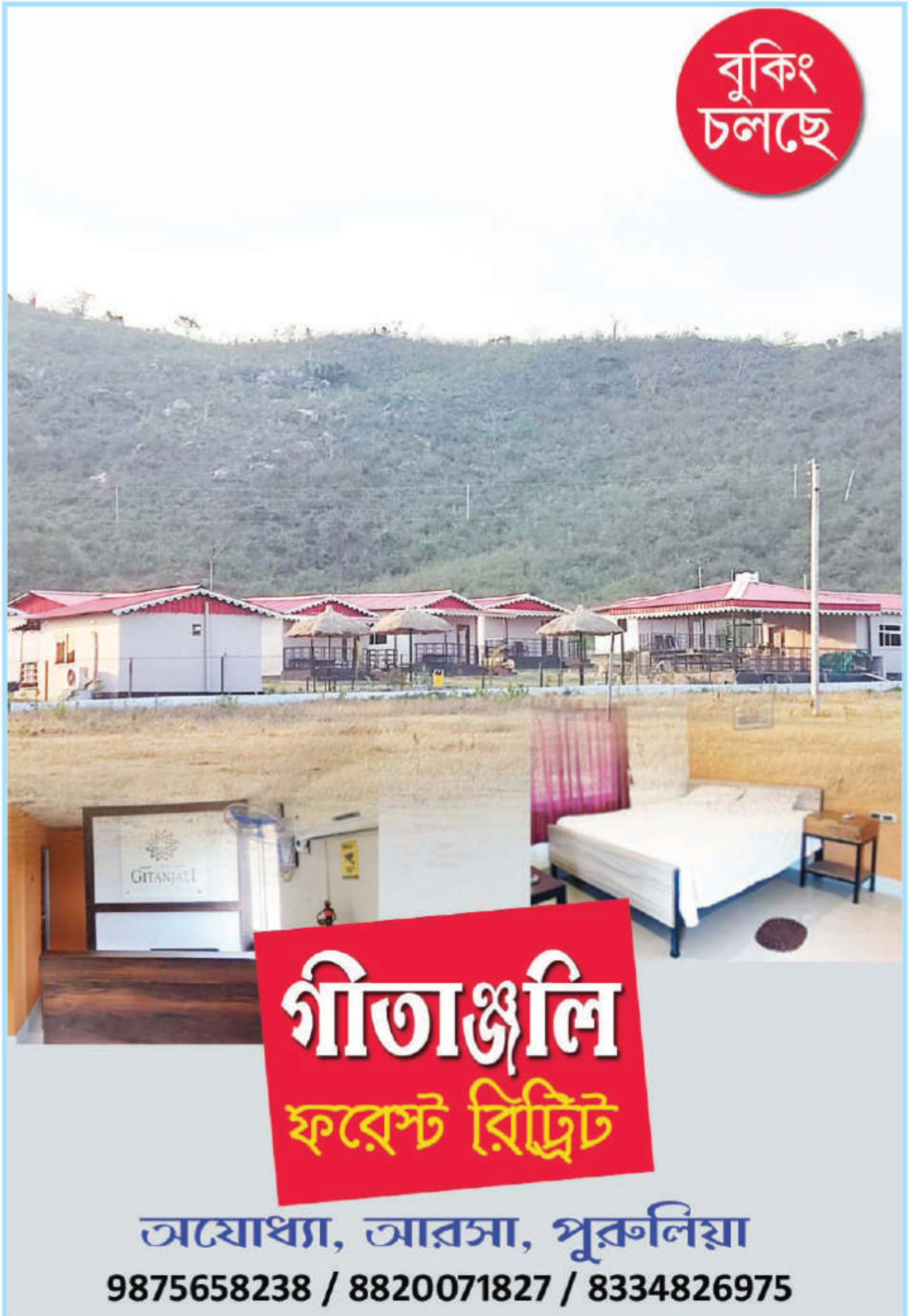

ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে ব্যবধান বাড়াল লিভারপুল

অসংখ্য আক্রমণে লিভারপুলের কঠিন পরীক্ষা নিল ম্যানচেস্টার সিটি। অনেক সূচকে এগিয়ে থাকল তারাই। তবে বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবলে আসল কাজটা করল লিভারপুল। বুদ্ধি আর কৌশলের পরীক্ষায় ইংলিশ চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে মস্ত এক বাধা পার হলো আর্না স্লটের দল।

ম্যানচেস্টার, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সোমবার ইতিহাদ স্টেডিয়ামে লিভারপুলের জয় ২-০ গোলে। মোহামেদ সালাহ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দোমেনিক সোবোসলাই। ২৭ ম্যাচে ১৯ জয় ও সাত ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান সুসংহত করেছে লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। আর্সেনালের সমান ২৬ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। সমান ম্যাচে অষ্টম হারের পর চতুর্থ স্থানেই আছে সিটি, তাদের পয়েন্ট ৪৪। ৬৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৬ শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখে সিটি। তবে এর কোনোটিই আলিসনকে খুব একটা পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি। অন্যদিকে ৮ শটের চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে লিভারপুল। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরু থেকে জমে ওঠা ম্যাচে চতুর্দশ মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। সফরকারীরা ম্যাচে নিজেদের প্রথম কর্নার পাওয়ার পর ধারাভাষ্যকাররা বলছিলেন, চলতি মরসুমে আর্না স্লটের দল কর্নার থেকে খুব বেশি গোল পাচ্ছে না। বুদ্ধিদীপ্ত গোলে যেন তাদের জবাবই

দেন লিভারপুলের খেলোয়াড়রা। আলেক্সিস মাক আলিস্তের কর্নারে কাছের পোস্টে খুঁজে নিলেন সোবোসলাইকে। তার ফ্লিকে পেনাল্টি স্পটের কাছ বল পেয়ে গতিময় শটে জাল খুঁজে নেন সালাহ। এতে অবশ্য ভাগ্যেরও একটু সহায়তা আছে। সিটির একজন খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে দিক পাল্টানোয় বল চলে যায় এদেরসনের নাগালের বাইরে। চলতি আসের এটি সালাহর ২৫তম গোল। ৬ গোল কম নিয়ে তালিকার দুইয়ে আর্লিং হলান্ড। আক্রমণে আধিপত্য দেখালেও পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে ভুগছিল সিটি। এর মধ্যেই ৩০তম মিনিটে জালে বল পাঠান ওমার মার্মাউশ। তবে সিটির এই ফরোয়ার্ড অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। সাত মিনিট পর ব্যবধান ২-০ করে লিভারপুল। সালাহর কাছ থেকে বল পেয়ে ঠাণ্ডা মাথার শটে জাল খুঁজে নেন সোবোসলাই। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমণে লিভারপুলের রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করে সিটি। তবে গোলমুখে হলান্ডের অভাব ভালোভাবেই টের পায় তারা। প্রতি-আক্রমণে মন দেওয়া লিভারপুল ৫৬তম মিনিটে বল জালে পাঠায়। তবে কার্টিস জোন্স অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। দুই মিনিট পর মার্মাউশের বাঁকানো শট একটুর জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। হাতছাড়া হয় সিটির আরেকটি ভালো সুযোগ। সিটির টানা আক্রমণের মুখে নিজেদের অর্ধ ছেড়েই তেমন একটা বের হতে পারছিল না লিভারপুল। তবে ডি-বক্সে এতো পায়ের ভীড়ে লক্ষ্যে শট নিতে ভুগছিল আয়োজকরা। ৭২তম মিনিটে একটা সুযোগ পান জেরেমি ডোকু, তার শটে খুব বেশি জোর না থাকায় ফেরাতে সমস্যা হয়নি আলিসনের। বাকি সময়েও একই তালে খেলে যায় সিটি। কিন্তু ভাঙতে পারেনি লিভারপুলের জমাট রক্ষণ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com